উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৮৩,৪৪২.৫০ (+৯.৬১)

নিফটি : ২৫,৪৬১.৩০ (+০.৩০)

রানার স্বীকারোক্তি
পাক সেনাবাহিনীতে নিযুক্ত থাকার সময় রোষানলে পড়েছিলেন ২৬/১১ হামলার চক্রী তাহাউর রানা। সেই কলঙ্ক মুছতেই তিনি সাহায্য করেছিলেন আরেক চক্রী ডেভিড কোলম্যান হেডলিকে। ৭

ধর্মঘটেও ‘ছুটি’ নেই
বুধবার দেশব্যাপী ধর্মঘট। তবে ওইদিন রাজ্যের সব সরকারি অফিসে কর্মীদের হাজির থাকতে হবে বলে বিজ্ঞপ্তি জারি করল নবান্ন। ব্যতিক্রমী কিছু ক্ষেত্রে শুধু মিলবে ছাড়।

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
সর্বোচ্চ	৩৩°	৩৩°	৩৩°	৩৩°
সর্বনিম্ন	২৫°	২৬°	২৬°	২৬°

বাড়তি শুল্কের ট্রাম্প-হুমকি
ক্ষমতায় এসেই বিশ্ব রাজনীতির চেনা ছকের বাইরে হাঁটছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। শত্রু-মিত্র সবাইকে চাপে ফেলার হাতিয়ার হিসাবে শুল্ককে ব্যবহার করছেন। এবার ট্রাম্পের কোপে পড়েছে ব্রিকস। ৭

শিলিগুড়ি ২৩ আষাঢ় ১৪৩২ মঙ্গলবার ৫.০০ টাকা 8 July 2025 Tuesday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 51

বিশেষভাবে সক্ষম তরুণীকে ধর্ষণ, ধৃত ২ নাবালক

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৭ জুলাই : প্রতিবেশী দুই নাবালকের লালসার শিকার বিশেষভাবে সক্ষম এক তরুণী। অভিযোগ, বাড়িতে একা থাকার সুযোগে দিনের পর দিন ওই মেয়েটিকে ধর্ষণ করা হয়েছে। বিষয়টি জানাজানি হয় তরুণী গর্ভবতী হয়ে পড়লে। তরুণীর মায়ের অভিযোগের ভিত্তিতে ওই দুই নাবালককে গ্রেপ্তার করেছে মাটিগাড়া থানার পুলিশ।

সোমবার মেয়েটির শারীরিক পরীক্ষা করানোর জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানেও চরম হয়রানির শিকার হতে হয়। পুলিশের অভিযোগ, ওই তরুণীকে রীতিমতো ইচ্ছে করে বসিয়ে রাখেন দায়িত্বপ্রাপ্ত চিকিৎসক। মেয়েটি অসুস্থ হয়ে পড়লে পুলিশের তরফে যোগাযোগ করা হয় হাসপাতাল সুপারের সঙ্গে। পরে সুপার অফিসের হস্তক্ষেপেই সমস্যা মেটে।

মেডিকেলেও চূড়ান্ত হয়রানি

মাটিগাড়া থানার আইসি অরিন্দম ভট্টাচার্য বলছেন, ‘চার ঘণ্টা বসে থাকায় মেয়েটি অসুস্থ বোধ করতে শুরু করে। আমার থানার মহিলা পুলিশকর্মী এরপর মেডিকেল সুপারের ঘরে গিয়ে বলার পর কাজ হয়। এরকম চলাটা তো উচিত নয়। এব্যাপারে আরও সহনশীল হতে হবে মেডিকেল কর্তৃপক্ষকে।’

অনেক রাত হয়ে যাওয়ায় এনিয়ে মেডিকেল কর্তৃপক্ষের কোনও প্রতিক্রিয়া অবশ্য মেলেনি। যোগাযোগ করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি হাসপাতাল সুপারের সঙ্গেও।

পুলিশ সূত্রে খবর, মাটিগাড়া থানা এলাকার বাসিন্দা ওই তরুণীর পরিবার বলতে শুধু তাঁর মা।

এরপর দশের পাতায়

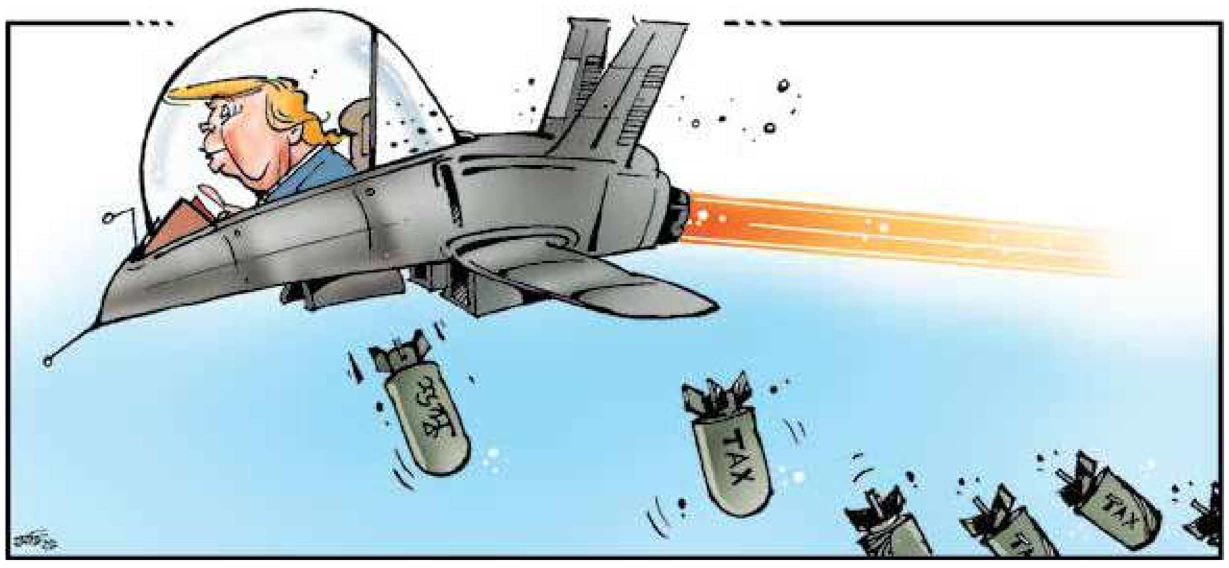

অপরাধ নগরী

পুলিশের ভূমিকায় ক্ষুব্ধ ডেপুটি মেয়র

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৭ জুলাই : রবিবার বিকেলে ১৫ নম্বর ওয়ার্ডে তরুণীর ব্যাগ থেকে ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেছে। আর এর পরেই শহরের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে পুলিশের ভূমিকায় প্রশ্ন তুলে ক্ষোভ উগরে দিলেন ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার। পুলিশ দ্রুত ওই ঘটনার কিনারা করতে না পারলে থানায় অবস্থানে বসার হুমকি দিয়েছেন তিনি। এনিয়ে রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক মহলে তীব্র গুঞ্জন ছড়িয়েছে।

বিরোধী দলগুলি বেশ কিছুদিন ধরেই শহরের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন তুলছে। এবার খোদ শাসকদলের নেতা ডেপুটি মেয়রই পুলিশের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডেপুটি পুলিশ কমিশনার রাকেশ সিং বলেছেন, ‘১৫ নম্বর ওয়ার্ডের ছিনতাইয়ের ঘটনার তদন্ত চলছে। বেশ কিছু সূত্র পাওয়া গিয়েছে। দ্রুত অপরাধীকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হবে বলে আমরা আশাবাদী।’

বেশ কিছুদিন ধরে শিলিগুড়িতে একের পর এক ডাকাতি, চুরি, ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটছে। এনিয়ে শহরবাসী যথেষ্ট আতঙ্কিত। সাধারণ মানুষের মধ্যেই শহরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। রবিবার বিকেলে ডেপুটি মেয়রের ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের রাজা রামমোহন রায় রোড বাইলেনে এক তরুণী হেঁটে যাচ্ছিলেন।

এরপর দশের পাতায়

‘অবৈধ’ হোটেলে ঘাঁটি দুষ্কৃতীদের

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৭ জুলাই : জংশন ও এনজেপি এলাকায় ‘অবৈধ’ হোটেলগুলি ভিনরাজ্যের দুষ্কৃতীদের আখড়া হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এসব হোটেলে আস্তানা গেড়ে তারা শহর শিলিগুড়িতে রেইকি করে অপরাধমূলক কাজ করে চলে যাচ্ছে। সম্প্রতি শহর শিলিগুড়িতে সোনা চুরির বেশকিছু ঘটনা সামনে এসেছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই ধরনের হোটেলগুলিকে ব্যবহার করেছে দুষ্কৃতীরা। সম্প্রতি পরিষ্কারের নাম করে গয়না চুরির অভিযোগে বিহারের গ্যাংকে পাকড়াও করেছে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশ। তদন্তে দেখা গিয়েছে, এনজেপি এলাকায় এই ধরনের দুটি ‘অবৈধ’ হোটেলে ঘর ভাড়া নিয়ে ওই দুষ্কৃতীরা শহরে রেইকি চালিয়েছিল। কয়েকমাস অন্তরই ওই গ্যাংটি শিলিগুড়িতে এসে এই ধরনের হোটেলগুলিতে এসে উঠত। তারপর শহরে রেইকি চালিয়ে অপারেশন সেরে বেরিয়ে যেত। এই অবস্থায় কার্যত বেআব্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে শহরের হোটেলগুলিতে নজরদারির ব্যবস্থা।

নজর নেই

- গয়না চুরির অভিযোগে গ্রেপ্তার হয়েছে বিহারের গ্যাং
- গ্যাংটি এনজেপিতে দুটি ‘অবৈধ’ হোটেলে ছিল
- শহরজুড়ে প্রায় ৪০টি অবৈধ হোটেল রয়েছে
- দুষ্কৃতীরা সেফ শেলটার হিসেবে বেছে নিচ্ছে ওই হোটেলগুলিকে
- সেখানে বাড়ছে অসামাজিক কার্যকলাপ

গ্রেটার শিলিগুড়ি হোটেলিয়ার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের দেওয়া তথ্য আশঙ্কা আরও বাড়াচ্ছে। অ্যাসোসিয়েশনের দাবি, শহরের রেলস্টেশন ও বাসস্ট্যান্ড এলাকাগুলিতে যে সমস্ত হোটেল, লজ রয়েছে, তার প্রায় অধিকাংশই অবৈধ। মর্জিমতো ওই হোটেলগুলো চলছে। অ্যাসোসিয়েশন থেকে পাওয়া তথ্য বলছে, তালিকায় ৪০টিরও বেশি এমন হোটেল রয়েছে। দুষ্কৃতীদের গ্যাংগুলিও মূলত এই ধরনের হোটেলগুলিকেই যে টার্গেট করছে, সেটা পরিষ্কার। অ্যাসোসিয়েশনের তরফে সম্প্রতি এধরনের একটি তালিকাও পুরনিগমকে দেওয়া হয়েছিল। সেই তালিকায় এনজেপি এলাকায় অ্যাসোসিয়েশনের চিহ্নিত যে সমস্ত হোটেল রয়েছে তার মধ্যে একটিতে গত সপ্তাহে উঠেছিল বিহারের ওই গ্যাং। তারপর আশিঘর ফাঁড়ি এলাকায় অপারেশন চালায় তারা।

এরপর দশের পাতায়

এডিশন স্পেশাল

দিলীপের জন্য সমব্যথী বারলা
দুইয়ের পাতায়

একসঙ্গে শাহরুখ-প্রিয়াংকা?
আটের পাতায়

পরীক্ষায় অযোগ্যদের না হাইকোর্টের

‘দাগি’ রক্ষার চেষ্টায় দাঁড়ি

“শীর্ষ আদালত এঁদের বেতন ফেরত দেওয়ার কথা বলেছে, তারপরও কীভাবে অযোগ্যদের পরীক্ষায় বসার সুযোগ দিচ্ছে এসএসসি? এঁরা তো প্রতারণায় অভিযুক্ত। -সৌগত ভট্টাচার্য, *বিচারপতি*

রিমি শীল

কলকাতা, ৭ জুলাই : রাজ্য সরকারের চেষ্টা ব্যর্থ হল। সুপ্রিম কোর্টে চিহ্নিত ‘দাগি অযোগ্যদের’ পুনরায় শিক্ষক নিয়োগের প্রক্রিয়ায় যুক্ত হওয়ার পথে দাঁড়ি পড়ল। স্কুল সার্ভিস কমিশন (এসএসসি) বিজ্ঞাপিত পরীক্ষা দেওয়ার অধিকার হারালেন তাঁরা। ইতিমধ্যে কেউ আবেদন করে থাকলে, সেগুলিকে বাদ দিতে হবে এসএসসি-কে।

এসএসসি’র নিয়োগ প্রক্রিয়ায় হস্তক্ষেপ না করলেও সুপ্রিম কোর্ট চিহ্নিত ‘অযোগ্য’দের সম্পর্কে সোমবার কড়া নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য জানিয়ে দিয়েছেন, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যেই নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষ করতে হবে। অযোগ্যদের সমর্থনে সোমবার আদালতে শেষপর্যন্ত সওয়াল করেছে রাজ্য সরকার ও স্কুল সার্ভিস কমিশন।

এসএসসি’র আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় আদালতে দাবি করেন, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী চিহ্নিত অযোগ্যরা বয়সজনিত ছাড় পাবেন না। কিন্তু নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন না বলে স্পষ্ট উল্লেখ করা নেই। তাতে বিচারপতি বিস্ময়প্রকাশ করে বলেন, ‘শীর্ষ আদালত এঁদের বেতন ফেরত দেওয়ার কথা বলেছে, তারপরেও আপনারা এটা বলছেন?’

এখনও তদন্ত শেষ হয়নি দাবি করে এসএসসি যুক্তি দেয় যে, ওঁরা অযোগ্য এখনও প্রমাণ করা যায়নি। কল্যাণ বলেন, ‘তাই কোন এক্তিয়ার বলে এঁদের আটকানো যাবে? এঁরা অংশ না নিলে ২০১৬ সালের প্রক্রিয়ায় যাঁরা অসফল হয়েছিলেন, তাঁরাও অংশ নিতে পারবেন না।’ বিচারপতি প্রশ্ন করেন, ‘কীভাবে অযোগ্যদের পরীক্ষায় বসার সুযোগ দিচ্ছে এসএসসি? এরা তো প্রতারণায় অভিযুক্ত।’ এসএসসি নিয়োগের পরীক্ষায় যোগ্য শিক্ষকদের মতো ১০ শতাংশ নম্বরের সুবিধা দিয়েছে।

এরপর দশের পাতায়

এসএসসি বিভ্রাট

- সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে নতুন করে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দিয়েছিল এসএসসি
- ‘অযোগ্য’দের পরীক্ষায় বসার অনুমতি
- আপত্তি জানিয়ে মামলা হাইকোর্টে
- সেই মামলায় আদালত জানাল, কিছুতেই পরীক্ষায় বসতে দেওয়া হবে না ‘অযোগ্য’দের

‘ডাইনির নজর!’, পিটিয়ে, পুড়িয়ে খুন ৫

শক্তিপ্রসাদ জোয়ারদার

কিশনগঞ্জ, ৭ জুলাই : গ্রামের বাসিন্দা একজনের নাবালক ছেলের অসুখ করেছিল। ঝাড়ফুঁক করিয়ে তার চিকিৎসা চলছিল। অসুখ সারেনি। তিনদিন আগে ছেলেটি মারা যায়। কোনও এক কারণে ওই ব্যক্তির ছোট ছেলেটিও বর্তমানে খুব অসুস্থ। কী কারণে এমনটা হল সেটা তলিয়ে না দেখে এক্ষেত্রে ‘ডাইনির নজর’ লেগেছে বলে তত্ত্ব ভাসিয়ে দেওয়া হয়। আর তাতেই যেন আগুনে ঘি পড়ে। জনরোষে সোমবার ভোরে বিহারে পূর্ণিয়ার মুফস্সিল থানা এলাকার তাতমাটোলা গ্রামে এক পরিবারের পাঁচজনকে পিটিয়ে আগুনে পুড়িয়ে মারা হয়।

পুলিশ সূত্রে খবর, মৃতদের নাম বাবুলাল ওরাওঁ, মঞ্জিত ওরাওঁ, রনিয়া ওরাওঁ, সীতা হেমব্রম ও তপতো মুস্মত। এই ঘটনায় পুলিশ নকুল ওরাওঁ নামে একজন সহ মোট তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে। ঘটনার সময় এই নকুলই জনতাকে উসকেছিলেন বলে অভিযোগ। ঘটনাটিকে ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। বর্তমানে আদিবাসী অধ্যুষিত

ছবি : এআই

এই গ্রামের প্রায় সবাই এলাকাছাড়া। পুলিশ সবই খতিয়ে দেখছে।

কী কারণে এদিন ঘটনাটি ঘটল তা এই প্রতিবেদনের গোড়াতেই পরিষ্কার। বাসিন্দাদের বেশির ভাগই পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে কাজ করেন। কেউ কেউ চাষবাসে যুক্ত। পড়াশোনা সেভাবে নেই। শারীরিক সমস্যা হলে বাসিন্দাদের বেশির ভাগ তাই ঝাড়ফুঁকেই ভরসা করেন। তবে তাতে যে এতবড় ঘটনা ঘটে যাবে তা কে-ইবা ভেবেছিল! লাঠিসোঁটা দিয়ে প্রচণ্ডভাবে পেটানোর পর কেরোসিন ঢেলে ওই পরিবারের সদস্যদের যখন পুড়িয়ে মারা হচ্ছিল সেই সময় এলাকায় ব্যাপক হইচই শুরু হয়। হামলাকারীরা অবশ্য সেই সময় রীতিমতো পৈশাচিক আনন্দে মেতেছিল। পরে মৃতদেহগুলি পুকুরের জলে ফেলে দেওয়া হয়। সংশ্লিষ্ট পরিবারের এক সদস্য ললিত ওরাওঁ কোনওমতে সেখান থেকে পালিয়ে নিজের প্রাণ বাঁচান।

ঘটনার পর পুলিশ ডগ স্কোয়াড নিয়ে এলাকায় যায়। ফরেন্সিক টিমের সদস্যরাও সেখানে পৌঁছান। পুরোনো কোনও শত্রুতার জেরে পরিকল্পনামাফিক ঘটনাটি ঘটানো হয়েছে কি না তা তদন্তকারীরা খতিয়ে দেখছেন।

কথায় কথায়

ভরসা মা কালী, বঙ্গ বিজেপি বাঙালি হবে

আশিস ঘোষ

জয় মা কালী। এবার বঙ্গ বিজেপি আঁকড়ে ধরেছে কালীকে। জয় শ্রীরাম আপাতত ব্যাকফুটে। বঙ্গের পদ্মকাননে এখন শ্যামাসংগীত বাজবে। টিমের ক্যাপ্টেন বদলের সঙ্গে সঙ্গে এটাই পয়লা বদল। বহিরাগত, অবাঙালিদের পার্টির ছাপ্পা গা থেকে ঘষে তুলতে বিজেপি এবার শ্যামা মায়ের শ্রীচরণে। এতদিন শ্রীরাম বলে রণধ্বনি দিয়ে বাংলায় চিঁড়ে খুব একটা ভেজেনি। তাই বাঙালি হয়ে উঠতে নতুন ফর্মুলা। রামচন্দ্রকে দিয়ে গোবলয়ের ধাঁচে আসরে নেমে লাভ হবে না বুঝেছে তারা।

নতুন সভাপতি আরও একটা কাজ করেছেন গোড়াতেই। পদ্মফুলের ছবি দিয়ে ঢেকে দিয়েছেন

এরপর দশের পাতায়

পূর্ব রেলওয়ে
ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি
নং. কমার্শিয়াল/টেন্ডার/এসটিএটি/মালদা/২০২৩. তারিখ : ০৪.০৭.২০২৫
মালদা ডিভিশনের বিভিন্ন স্টেশনে মেডিকেল স্টোর স্থাপন ও পরিচালনার জন্য সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা (অকশন পরিচালনা আধিকারিক) মালদা টাউন, অফিস বিল্ডিং, পি.ও.- ঝলঝলিয়া, জেলা- মালদা, পিন-৭৩২১০২ (প.ব.) কর্তৃক প্রকাশিত ই-অকশন ক্যাটালগ www.ireps.gov.in-এ ই-অকশনের জন্য আহ্বান করা হচ্ছে। অকশন ক্যাটালগ নং.: মেডিকেল স্টোর্স-৮; অকশন শুরুর তারিখ : ১৯.০৭.২০২৫ তারিখ বেলা ১১টা ৪৫ মিনিটে। এসইকিউ নং., লট নং./ক্যাটাগরি এবং স্টেশন যথাক্রমেঃ- এএ/১; এমএসএস-এমএলডিটি-বিইউপি-মেডএসটিএন-২২-২৫-২; বারিয়ারপুর; এএ/২; এমএসএস-এমএলডিটি-এইচএসডিএ-মেডএসটিএন-১৭-২৫-২; হাঁসডিহা; এএ/৩; এমএসএস-এমএলডিটি-এসজিজি-মেডএসটিএন-২০-২৫-২; সুলতানগঞ্জ; এএ/৪; এমএসএস-এমএলডিটি-এনআইএসই-মেডএসটিএন-১৮-২৫-২; নিমতিতা; সম্ভাব্য বিডারদের আরও বিশদ বিবরণের জন্য আইআরইপিএস ই-অকশন মডিউল দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।
MLD-108/2025-26
Tender Notice is also available at websites : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय बेंगडुबी
PM SHRI KENDRIYA VIDYALAYA BENGDUBI
Post-Bengdubi, Dist- Darjeeling (W.B.) Pin-734424
पत्राचार संकेत – बेंगडुबी, जिला–दार्जिलिंग (पश्चिम बंगाल) पिन–734424
Email: kvbengdubi123@gmail.com , Phone- 0353-2480070

संविदा शिक्षक/शिक्षिकाओं के लिए साक्षात्कार 2025–26
Interview for Contractual Teachers (2025-26)
निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार सत्र 2025–26 हेतु संविदा शिक्षकों का पैनल तैयार करने के लिए पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय बेंगडुबी में चल साक्षात्कार आयोजित किया जाएगा:
A Walk-in-Interview will be conducted at PM SHRI KENDRIYA VIDYALAYA BENGDUBI, to prepare panel of contractual teachers for the session 2025-26 as per the following schedule:

क्र.सं. / SN.	दिनांक सहित साक्षात्कार समय / Date of Interview and Reporting time	विषय / SUBJECTS
1.	11/07/2025 (Friday) TIME: 8:30 AM	1. प्रशिक्षित स्नातोकोत्तर अध्यापक– रसायन शास्त्र। 2. प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक– गणित। 3. विविध – शैक्षणिक परामर्शक, विशेष अध्यापक। 1. PGTs - Chemistry 2. TGTs - Math 3. Miscellaneous - Educational Counsellor, Special Educator.

साक्षात्कार से संबंधित अन्य विवरण जैसे योग्यता इत्यादि के लिए विद्यालय वेबसाइट देखें।
For other details related to interview like eligibility etc. visit the school website: https://bengdubi.ac.in
प्राचार्य
पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय बेंगडुबी

সরকারি সাহায্য ছাড়াই নজির কামিনীর ঘাটে

বড়ি শিল্পে স্বনির্ভর গ্রাম

তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস

মাঠে শুকাচ্ছে বড়ি। সোমবার। -সংবাদচিত্র

কোচবিহার, ৭ জুলাই : টাকাগাছ সেতু ছাড়িয়ে কিছুদূর এগোলেই কামিনীর ঘাট। আর সেখানেই রয়েছে আস্ত একটা বড়ি গ্রাম। ওই এলাকায় প্রায় সব বাড়িতেই বড়ি দেওয়া হয়। সেই বড়ি বিক্রি করেই চলে তাঁদের সংসার। পাইকারের হাত ধরে পাশের রাজ্য অসম, মেঘালয় এমনকি ভুটানেও যায় এই কামিনীর ঘাটের বড়ি। অনেকে আবার লন্ডন, আমেরিকাতেও এখান থেকে বড়ি নিয়ে যান।

'সিজন টাইমে' চাহিদা অনুযায়ী বড়ির জোগান দিয়ে উঠতে হিমসিম খেতে হয় জয়শ্রী, প্রভাদের। ফলে এখানকার বড়ি বিক্রি করা নিয়ে এঁদের কোনওরকম চিন্তাই করতে হয় না। কিন্তু আক্ষেপ অন্যখানে। কোনওরকম সরকারি সাহায্য ছাড়াই স্থানীয়রা এই পেশা চালিয়ে যাচ্ছেন। ডাল ফেটাতে যে পরিমাণ শারীরিক পরিশ্রম করতে হয়, তাতে মহিলাদের ডানদিকের অংশ অনেকটাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। স্থানীয় বাসিন্দা জয়শ্রী সরকার বললেন, 'শুধুমাত্র ডাল গুঁড়ো করা এবং ফেটানোর জন্য ভোর সাড়ে তিনটে-চারটের থেকে কাজ শুরু করতে হয়। বছরের পর বছর হাত দিয়ে ডাল ফেটাতে গিয়ে প্রত্যেকেরই হাতের কমবেশি ক্ষতি হয়েছে।' প্রভা সরকার, সরমা সরকাররা জানালেন, প্রত্যেকে মেশিন কেনার জন্য সরকারি সাহায্য পেলে সময় এবং কষ্ট, দুটোই লাঘব হত। পাশাপাশি উৎপাদনও অনেকটাই বেড়ে যেত।

প্রায় সাত মাস আগে তিনটি বাড়িতে ডাল ভাঙানো এবং ফেটানোর মেশিন আনা হয়েছে। ব্যবসা থেকে টাকা জমিয়ে কলকাতা থেকে ওই মেশিন আনিয়েছিলেন তাঁরা। এর ফলে পাঁচ কেজি ডালের বড়ির জায়গায় ১০ কেজি ডালের বরি দেওয়া খুব সহজ হয়ে গিয়েছে বলে জানালেন ঝুমা ভদ্র। ঝুমা এবং তাঁর স্বামী দুলাল দুজনে মিলে এই বড়ির ব্যবসা করে একমাত্র ছেলেকে বাইরে রেখে পড়াচ্ছেন।

গ্রামে ঢুকলেই দেখা যাবে, প্রত্যেকের বাড়ির উঠোনে কিংবা মাঠে চৌকোনা টিনের ওপরে বড়ি শুকোতে দেওয়া রয়েছে। সেই বড়িগুলো আবার গুছিয়ে তোলাও একটা বড় কাজ। এরপর ওই টিনগুলোকে এক এক করে মুছে পরেরদিনের জন্য আবার তৈরি করে রাখা হয়। এই কাজ করতেই সারাটা দিন কেটে যায়, জানালেন প্রভা। তাঁর কথায়, 'কাঁচামাল কিনতেই অনেকটা টাকা চলে যায়। তাই আর মেশিন কেনা সম্ভব হয়নি। আমরা অনেক জায়গায় বলেছি, কিন্তু লাভ হয়নি।'

আক্ষেপ যেখানে
- ডাল ফেটাতে এবং গুঁড়ো করতে অনেক সময় লাগে
- সময়ের পাশাপাশি শারীরিক কষ্টও বেশি হয়
- সরকারি সাহায্য পেলে কামিনীর ঘাটের বড়ির কারিগররা মেশিন কিনতেন
- তাতে তাঁদের সময়ও বাঁচত, কষ্টও কমত

আমার একলা আকাশ থমকে গেছে... বালুরঘাট শালগ্রামে অভিজিৎ সরকারের ক্যামেরায়।

টলিউডে প্লে-ব্যাক কামাখ্যাগুড়ির হিল্লোলের

পিকাই দেবনাথ

কামাখ্যাগুড়ি, ৭ জুলাই : টলিউডে প্লে-ব্যাক সিংগার হিসেবে অভিষেক ঘটছে কামাখ্যাগুড়ির হিল্লোল আচার্যের। এর আগে কামাখ্যাগুড়ি থেকে কেউ এই কৃতিত্ব অর্জন করেননি। সম্প্রতি নবাগত পরিচালক প্রীতম দত্তের নির্দেশনায় মুক্তি পেয়েছে 'দ্য ফেরোসাস উগ্র'। এই ছবিতে মোট তিনটি গানের মধ্যে দুটো গান হিল্লোলের নিজের লেখা এবং সুর করা। যার মধ্যে একটি গান তিনি নিজে গেয়েওছেন। অপর গানটি গেয়েছেন শিল্পী অরিত্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

হিল্লোল ছোটবেলা থেকেই গানের পরিবেশেই বড় হয়েছেন। বাবা ও মার কাছে প্রাথমিক গানের তালিম বাড়ি থেকেই শুরু হয়। তবে মাসি ক্ষমা শর্মার কাছে তাঁর হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান শেখা। এরপর পিসি দীপ্তি আচার্যর কাছে তিনি নজরুলগীতি শিখেছেন। পরবর্তীতে নিয়মিত ক্ল্যাসিকাল শেখা শুরু করেন সপ্তম শ্রেণি থেকে গুরু শ্রী নগেন্দ্র মুনিদাস মহাশয়ের কাছে।

হিল্লোল আচার্য

২০০৯ সালে কলকাতার স্কটিশ চার্চ কলেজে কেমিস্ট্রি অনার্স পড়তে এসে গানের জন্য কলেজে জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। এরপর তিনি সেরামিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এ বিটেক করেন রাজাবাজার সায়েন্স কলেজ থেকে। এরপর তিনি এমটেক করেন ওই একই কলেজ থেকে। সদ্য তিনি সেন্ট্রাল গ্লাস অ্যান্ড সেরামিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট কলকাতাতে পিএইচডির থিসিস জমা করেছেন।

দু'বার ভিনরাজ্যে চাকরি পেয়েও চাকরি করতে যাননি শুধুমাত্র গান গাওয়ার জন্য। কলেজ জীবনে তিনি ৩০টি গান লিখে সেই গানে সুর দিয়ে নিজেই গেয়েছেন। ইতিমধ্যে ২০১৪-২০১৫ সালের মধ্যে বেশকিছু বিজ্ঞাপনে জিংগল গেয়েছেন তিনি। ২০১৬ সালে প্রথম বাংলাদেশের বিটিভি চ্যানেলের একটি নাটকে প্লে-ব্যাক সিংগার হিসেবেও কাজ করেছেন। ২০২২ সালে একটি ওয়েবসিরিজে মিউজিক ডিরেকশনের মাধ্যমে টলিউডে প্রথম আত্মপ্রকাশ করেছেন। তখনই প্রথম মিউজিক ডিরেক্টর হিসেবে তকমা পান। হিল্লোল জানালেন, স্ট্রাগলের পথে তাঁর স্ত্রী শিখা সাহা মণ্ডল সবসময় আত্মবিশ্বাস জুগিয়েছেন। পরিবারের সকলকেই তাঁর পাশে থাকার জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছেন তিনি। ছোটবেলা থেকেই অসম্ভব ভালো গাইতেন বলে জানিয়েছেন হিল্লোলের এক বন্ধু বিশ্বনাথ সরকার।

যেখানে সম্মান নেই...
দিলীপকে বার্তা বারলার

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ৭ জুলাই : 'একুশে জুলাই অনেক চমক হবে', মন্তব্য করেছেন দিলীপ ঘোষ। ২১শে জুলাই উত্তরকন্যা অভিযানের ডাক দিয়েছে বিজেপি যুব মোর্চা। কিন্তু একুশে জুলাই বলতে রাজ্যবাসী তৃণমূলের ধর্মতলার মঞ্চকেই বোঝেন। ফলে তাঁর দলত্যাগ নিয়ে শুরু হয়ে গিয়েছে নানান জল্পনা। সতর্কতার সঙ্গে জল মাপা শুরু করে দিয়েছে বিজেপি নেতৃত্বও। এরই মাঝে দিলীপকে তৃণমূলে স্বাগত জানালেন আরও এক বিজেপি ত্যাগী প্রাক্তন সাংসদ জন বারলা। তাঁর কৌশলী বার্তা, 'যেখানে সম্মান নেই, সেখানে থেকে লাভ কী?' হাতের পদ্মফুল ফেলে কিছুদিন আগে জোড়াফুলের জার্সি গায়ে চাপিয়েছেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বারলা। তাঁর বক্তব্য, 'দিলীপবাবু এরাজ্যে বিজেপিকে দাঁড় করিয়েও প্রাপ্য সম্মান পাননি। যোগ্যদের প্রকৃত সম্মান দিতে জানেন একমাত্র দিদি।' তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে তাঁকে সম্মান দিয়েছেন, তাও দাবি করলেন।

বঙ্গ রাজনীতিতে দিলীপ ঘোষ এবং চমক প্রায় সমার্থক শব্দ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাঁর যে কোনও মন্তব্য নানান কৌতূহলের সৃষ্টি করে। একুশে

জুলাই নিয়েও শুরু হয়েছে নতুন জল্পনা। এই জল্পনার মাঝেই সোমবার বারলা বলেন, 'উত্তরবঙ্গে বিজেপির পালে হাওয়া জুগিয়েছিলাম আমি ও আমার সঙ্গীরা। দক্ষিণবঙ্গে কাজটি করেছিলেন দিলীপ ঘোষ। যদিও বিজেপিতে এখন যাঁরা নেতা আছেন, তাঁরা স্রেফ নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করতে দিলীপ ঘোষকে ব্রাত্য করে রেখেছেন। ওঁরা আর কাউকে নেতা হতে দিতে রাজি নন। ব্যক্তিগতভাবে মনে করি, ওঁর আর বিজেপিতে থাকা উচিত নয়।'

বারলার এহেন বক্তব্যকে অবশ্য গুরুত্ব দিচ্ছে না বিজেপি। আলিপুরদুয়ারের বর্তমান সাংসদ বিজেপি নেতা মনোজ টিগ্গা বলেন, 'যাঁকে কেউ চিনত না তাঁকে সর্বভারতীয় পরিচিতি দিয়েছিল বিজেপি। সেই জন বারলা নিজের স্বার্থসিদ্ধি না হওয়ায় তৃণমূলে গিয়ে এখন বড় বড় কথা বলছেন। দিলীপবাবু একজন বিচক্ষণ নেতা। বারলা ওঁর নখেরও যোগ্য নন। বারলার পরামর্শের কোনও দরকার দিলীপবাবুর আছে বলে মনে করি না।'

এদিকে, তৃণমূলের একুশে জুলাইয়ের কর্মসূচির প্রস্তুতি নিয়ে ব্যস্ত রয়েছেন বারলা। জলপাইগুড়ি জেলার নানা জায়গায় উপস্থিত থেকে বক্তব্যও রাখছেন।

উত্তরবঙ্গ সংবাদ
বালুরঘাট ● ফাঁসিদেওয়া ● দিনহাটা ● সিতাই ● বানারহাট এলাকায় সংবাদদাতা চাই
এলাকার রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা চাই। শিক্ষা সংক্রান্ত নানা বিষয়ে আগ্রহ এবং প্রশাসনিক মহলে পরিচিতি থাকতে হবে। যে কোনও বিষয়ে নির্ভুল বাংলায় চটজলদি লেখার এবং বলার দক্ষতা থাকতে হবে। পূর্ব অভিজ্ঞতা বাঞ্ছনীয় হলেও আবশ্যিক নয়।
আবেদনপত্র মেল করুন এই ঠিকানায়
ubs.torchbearer@gmail.com
আবেদনের শেষ তারিখ ১১ জুলাই, ২০২৫

স্মারকলিপি

ইসলামপুর, ৭ জুলাই : শেরশাবাদিয়া ইউনাইটেড মুভমেন্টের পক্ষ থেকে সোমবার ইসলামপুরের মহকুমা শাসকের দপ্তরে স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে। সংগঠনের পদাধিকারী সহ সদস্যরা এদিন শেরশাবাদিয়া গোষ্ঠীকে ওবিসি-এ ক্যাটিগোরি থেকে বি ক্যাটিগোরিতে নিয়ে যাওয়ার জন্য সরকারি সিদ্ধান্তের তীব্র সমালোচনা করেছেন। সংগঠনের যুগ্ম আহ্বায়ক আনোয়ারুল হকের কথায়, 'সরকারি এই সিদ্ধান্তের ফলে আমাদের সমাজ বঞ্চিত হবে। ফলে আমাদের ওবিসি সংরক্ষণে আগের অবস্থানে ফিরিয়ে আনার দাবিতে স্মারকলিপি দিয়েছি।' সরকার কোনও পদক্ষেপ না করলে আন্দোলন করা ছাড়া পথ থাকবে না বলেও জানিয়েছেন তিনি।

আজ টিভিতে

খনার কাহিনী সন্ধে ৭.৩০ আকাশ আট

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৮.০০ জোর যার মুলুক তার, দুপুর ১.০০ যুদ্ধ, বিকেল ৪.০০ রিফিউজি, সন্ধে ৭.০০ বন্ধু, রাত ১০.০০ আমার মা, ১.০০ প্রাণ সজনী
জি বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.০০ তুমি যে আমার, দুপুর ১২.০০ সুন্দর বউ, দুপুর ২.৩০ আশ্রয়, বিকেল ৫.০০ মায়া মমতা, রাত ১০.৩০ শতরূপা, ১.০০ প্রেম আমার-টু
জলসা মুভিজ : দুপুর ১২.৩০ পাগলু-টু, বিকেল ৩.৪৫ দাদা, সন্ধে ৭.০০ পাগলু, রাত ১০.২০ হামি
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ আঘাত
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ তুমি কতো সুন্দর
কালার্স সিনেপ্লেক্স এইচডি : সকাল ৯.০০ হাউসফুল-থ্রি, দুপুর ১২.০০ ছলাং, বিকেল ৩.০০ ভিভেগম, ৫.০০ যুগ যুগ জিও, রাত ৮.০০ সত্যভামা, ১০.৩০ গ্যাহেরিয়াঁ
জি সিনেমা এইচডি : দুপুর ১.১৯ আরআরআর, সন্ধে ৭.৫৫ গদর-টু, রাত ১১.২৩ বাচ্চন পাণ্ডে
অ্যান্ড পিকচার্স : দুপুর ১২.০৩ কে থ্রি- কালী কা করিশমা, ২.৪৮ কার্তিকেয়-টু, রাত ৮.০০ পরদেশ, ১১.৪১ হ্যাকড
অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : দুপুর ১২.৫১ থপ্পড়, বিকেল ৩.১৫ শর্মাজি নমকিন, ৫.১৭ শুভ মঙ্গল সাবধান, সন্ধে ৭.০১ ছত্রিওয়ালি, রাত ৯.০০ তুম্বড়, ১০.৪৪ রশমি রকেট
এমএনএক্স : দুপুর ১২.৫৮ স্ট্রিট ডান্স-টু, ২.২৩ নন স্টপ, বিকেল ৫.৫৯ দ্য স্টার্ভিং গেমস, সন্ধে ৭.১৩ নাইট অ্যান্ড ডে, রাত ৯.০০ সুপারফাস্ট, ১০.৩৬ কুং ফু যোগা

আর্থ ফ্রম স্পেস বিকেল ৪.২০ সোনি বিবিসি আর্থ এইচডি

রিফিউজি বিকেল ৪.০০ কালার্স বাংলা সিনেমা

তুম্বড় রাত ৯.০০ অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র খুব সাবধানে রাখুন। মাত্রাতিরিক্ত কথার জেরে অশান্তি হতে পারে। **বৃষ :** কোনও ধর্মীয় সভায় যোগ দিয়ে আনন্দ। আর্থিক দিক থেকে সারাদিন ভালো কাটবে। **মিথুন :** উচ্চশিক্ষায় বিদেশযাত্রার যোগ। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় ফল খুব ভালো হবে। **কর্কট :** প্রেমে সামান্য অশান্তি থাকলেও বিকেলের পর তা মিটে যাবে। কাজকর্মে গতির অভাব। **সিংহ :** বেহিসেবি খরচে মানসিক চাপ বাড়বে। শরীর স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা করার কিছু নেই। **কন্যা :** সামাজিক কোনও কাজে অংশ নিয়ে প্রশংসিত হবেন এবং দায়িত্ব বাড়বে। দাম্পত্যে সমস্যা মিটবে। **তুলা :** রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের দায়িত্ব আরও বাড়বে। স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা দূর হবে। **বৃশ্চিক :** ব্যবসায় সামান্য মন্দা থাকবে। বাড়িতে পুজোর আয়োজনে নিজেকে শামিল করুন। **ধনু :** পুরোনো রোগের বৃদ্ধিতে ভোগান্তি বাড়বে। কোনও হওয়া কাজ পণ্ড হতে পারে। **মকর :** খুব প্রিয়জন কেউ বাড়িতে আসতে পারে। কর্মক্ষেত্রে প্রশংশিত হবেন। **কুম্ভ :** অতিরিক্ত লোভের কারণে প্রচুর অর্থনষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা। সন্ধের পর বাড়িতে অতিথির আগমন। **মীন :** বাইরের খাবারদাবার থেকে খুব সাবধানে থাকুন। দম্পত্যে মতবিরোধ কাটবে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২৩ আষাঢ়, ১৪৩২, ভাঃ ১৭ আষাঢ়, ৮ জুলাই, ২০২৫, ২৩ আহার, সংবৎ ১৩ আষাঢ় সুদি, ১২ মহরম। সূঃ উঃ ৫।২, অঃ ৬।২৩। মঙ্গলবার, ত্রয়োদশী রাত্রি ১২।১০। জ্যেষ্ঠানক্ষত্র রাত্রি ৩।৪০। শুক্রযোগ রাত্রি ১১।২৭। কৌলবকরণ দিবা ১১।২৩ গতে তৈতিলকরণ রাত্রি ১২।১০ গতে গরকরণ। জন্মে- বৃশ্চিকরাশি বিপ্রবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী শনির ও বিংশোত্তরী বুধের দশা, রাত্রি ৩।৪০ গতে ধনুরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ বিংশোত্তরী কেতুর দশা। মৃতে- একপাদদোষ। যোগিনী- দক্ষিণে, রাত্রি ১২।১০ গতে পশ্চিমে। বারবেলাদি- ৬।৪২ গতে ৮।২২ মধ্যে ও ১।২৩ গতে ৩।৩ মধ্যে। কালরাত্রি- ৭।৪৩ গত ৯।৩ মধ্যে। যাত্রা- শুভ পূর্ব্বে ও উত্তরে নিষেধ, রাত্রি ৭।৪৩ গতে যাত্রা নাই, রাত্রি ৯।৩ গতে পুনঃযাত্রা শুভ পূর্ব্বে উত্তরে ও দক্ষিণে নিষেধ, রাত্রি ১২।১০ গতে পুনঃযাত্রা নাই। শুভকর্ম্ম- নাই। বিবিধ(শ্রাদ্ধ)- ত্রয়োদশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৪৪ গতে ৯।২৯ গতে ১২।৯ মধ্যে ও ৩।৪২ গতে ৪।৩৫ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৪ মধ্যে ও ১২।৪ গতে ২।৫৫ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ২।৪৯ গতে ৩।৪২ মধ্যে ও ৪।৩৫ গতে ৫।২৮ মধ্যে এবং রাত্রি ৮।৩০ গতে ৯।৫৫ মধ্যে।

কর্মখালি

কুচবিহার, শিলিগুড়িবাসীরা বাড়ি থেকে US Co-তে পার্ট/ফুলটাইম পরামর্শমূলক কাজে আর্থিক সচ্ছলতা বাড়ান। M/F (20-65 বৎঃ) চাই। 9830364767. (K)
●
A renowned Electronic Company requires Delivery Boy. Ph. : 7980288246. (K)

SITUATION VACANT

SARADA VIDYA MANDIR, CBSE (English Medium), Sudarshanpur Raiganj, U/D, Pin 733134 invites applications for recruitment of Asst. Teachers for following subjects. POL. Sc(PGT), English(TGT), Social Science(PRT) preferable from HIST. Background Qualification: For PGT & TGT, M.A/B.A with B.Ed. for PRT, Candidates must have D.L.Ed. Candidates should be efficient to teach in English. Eligible candidates are requested to submit their Boi-data/CV by 12th July, 2025. Candidates may submit their Boi-data/CV through E-mail: saradavidyamandir12@gmail.com. Mob: 9474730044.

বিক্রয়

1000 sq.ft & 800 sq.ft suitable for গোডাউন, টিউশন, অফিস space বিক্রয় হবে। ফুলেশ্বরী ইন্ডোর স্টেডিয়াম, মহমায়া কালী মন্দিরের নিকটে, দেশবন্ধুপাড়া, শিলিগুড়ি। ফোন : 9650750552/9641671146.(C/116890)

D.El.Ed ভর্তি

জলপাইগুড়ি জেলার স্বনামধন্য কলেজ Rabindranath Thakur Teachers Training Institute-এ 2025-2027 শিক্ষাবর্ষে D.El.Ed কোর্সে স্বল্প খরচে ভর্তি চলছে। যোগাযোগ- 9832632235. (C/116651)

ভর্তি

শিক্ষাবর্ষে 2025-27 D.EL-ED কোর্সে স্বল্প খরচে ভর্তি চলছে। Mob : 9851070787/8944884979. Mekliganj Netaji P.T.T.I., Cooch Behar, Pin- 735304. President. (S/C)

অ্যাফিডেভিট

আমার আধার কার্ডে ভুলবশত Md. Firoj Alam লেখা হইয়াছে। আমার সঠিক নাম Md. Firoj Aktar যাহা ভোটার কার্ডে উল্লেখিত। আমি অদ্য ইং 07.06. 2025 তারিখে শিলিগুড়ি আদালত হইতে নোটারি বলে অ্যাফিডেবিট করিয়া উক্ত বিষয়ে সংশোধন করিয়াছি। (C/117313)
●
আমার ভোটার ID কার্ড নং UHI 0881334 নাম ভুল থাকায় গত 03-07-2025, নোটারী পাবলিক, কোচবিহার অ্যাফিডেভিট বলে আমি Bina Das এবং Lalita Das (Barman) এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। টাকাগাছ, পুণ্ডিবাড়ি, কোচবিহার, পঃবঃ, পিন- 736180. (C/115997)

সংশোধনী - ০১ ও ০২
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : সিপিএম-জিএসইউ-এমএলজি-আরওবি-২০২৫-০৭, তারিখ: ৩০-০৬-২০২৫ কাজের জন্য- কাটিহার ডিভিশনের অধীনে এলসি নং ওএস-৩, লামডিং ডিভিশনের অধীনে ২ এলকে এবং ৩ এলকে নির্মাণের জন্য আরওবি নির্মাণ।
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : সিপিএম-জিএসইউ-এমএলজি-আরওবি-২০২৫-০৭, তারিখ: ৩০-০৬-২০২৫ এর সংশোধনী ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে। বিশদ বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in দেখুন।
সিপিএম/জিএস/মালিগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

অ্যাফিডেভিট

নিজ ভোটার কার্ডে (নং KDC 2345270) Md. Delbar Miya এবং ছেলে মেহেদি মিয়াঁর WBBSE-র অ্যাডমিটে (রোল 803891N নং 0007) নিজ নাম Delowar Miah থাকায় দিনহাটা EM কোর্টে (23.5.25) অ্যাফিডেভিট বলে Delbar Miya হলাম। সাং- বালাপুকুরি, চামটা। (S/M)

কর্মখালি

রেস্টুরেন্টে কুক এবং বাসন ধোয়া-মাজার জন্য ছেলে চাই। থাকা-খাওয়া ফ্রি। ঠিকানা- শিলিগুড়ি। M. No. 9832543559. (C/116888)
●
B.Tech/ Diploma in Civil, Site Supervisor (Experienced, Fresher) Computer Operator with Tallly. E mail :- sankar54168@gmail.com (C/117320)

e-Tender Notice
Office of the BDO & EO, Banarhat Block, Jalpaiguri
Notice inviting e-Tender by the undersigned for different works vide NIT No. e-NIT NO: BANARHAT/BDO/NIT-002/2025-26(4th Call) Last date of online bid submission 15/07/2025 Hrs 06:00 PM. For further details you may visit https://wbtenders.gov.in
Sd/-
BDO & EO, Banarhat Block

LAW ADMISSION
ONLY FOR EWS AND OBC CANDIDATES
SESSION:-2025-2026
Balurghat Law College is inviting online application for admission in 5 years B.A. LL.B integrated Course. Forms will be available from the College website (www.balurghatlawcollege.ac.in) on and from 08/07/2025 to 16/07/2025. Interested EWS and OBC candidates may also contact on Mobile No: 9382097598/ 9832790510.
Sd/-
Dr. Santosh Kumar Tiwary
Teacher-in-Charge
Balurghat Law College

Office of the Principal
Maharaja Jitendra Narayan Medical College & Hospital
e-Tender Notice
Tender is invited for "Providing Security Personnel" at MJNMCH vide Memo No. MJNMC/PRIN/1570/2025, Dated 05/07/2025. Details are available from the following sites: www.wbtender.gov.in, www.coochbehar.gov.in, www.mjnmch.ac.in
Sd/-
Principal, MJNMC&H
Cooch Behar

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৭০০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৭৫০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯২৬৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১০৭৭০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১০৭৮০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা
পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।
আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।
আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।
ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।
হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে
উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সতর্কীকরণ : উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

সামশাদ নিখোঁজই, থানায় বিক্ষোভ

পুলিশের বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ

অরুণ ঝা

বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে পুলিশের ধস্তাধস্তি। সোমবার ইসলামপুর থানায়।

ইসলামপুর, ৭ জুলাই : কলকাতায় জিনসের পোশাক রং করার কারখানায় কাজ করতে গিয়ে নির্যাতিত ইসলামপুরের কিশোরের খোঁজ মেলেনি আজও। সে কারণে সোমবার ইসলামপুর থানার সামনে বিক্ষোভ দেখালেন পরিবারের সদস্য এবং ছয়ঘরিয়ার বাসিন্দারা। থানায় ঢুকতে বাধা দেওয়া হলে আন্দোলনকারীদের সঙ্গে মহিলা পুলিশকর্মীদের ধস্তাধস্তি হয়। প্রায় দুই ঘণ্টা বিক্ষোভ চলে। এদিন আন্দোলনকারীদের সঙ্গে শামিল হয়েছিলেন সিপিএমের নেতা-কর্মীরাও।

নিখোঁজ কিশোরের মা রাজ্য সরকার ও পুলিশের উপর অনাস্থা প্রকাশ করেন। ছয়দিনের মধ্যে ছেলের খোঁজ না মিললে পুলিশ সুপারের অফিস ঘেরাওয়ের হুমকি দিয়েছে পরিবার। অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ডেভ্রুপ শেরপা অবশ্য জানিয়েছেন, রবীন্দ্রনগর থানার সঙ্গে তাঁরা নিয়মিত যোগাযোগ রাখছেন।

কলকাতার রবীন্দ্রনগর থানা এলাকায় জিনসের পোশাক রং করার কারখানায় কাজ করতে গিয়েছিল ছয়ঘরিয়ার কিশোর সামশাদ (১৪)। সেখানে নির্যাতনের শিকার হয়। তারপর থেকে সে নিখোঁজ। এক মাস কেটে গেলেও কিশোরের কোনও হদিস পায়নি পুলিশ। সামশাদকে উলটো করে ঝুলিয়ে বিদ্যুতের শক দেওয়ার ভিডিও (ভিডিওর সত্যতা উত্তরবঙ্গ সংবাদ যাচাই করেনি) ভাইরাল হয়েছিল।

নির্যাতনে মূল অভিযুক্ত ছয়ঘরিয়া গ্রামেরই বাসিন্দা শাহেনশা। রবীন্দ্রনগর থানার পুলিশ মুম্বই থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করেছে। কলকাতা থেকেও একাধিক সন্দেহভাজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।

কিন্তু মূল অভিযুক্ত গ্রেপ্তার হলেও এখনও সামশাদের হদিস পায়নি পুলিশ। এনিয়ে ক্ষোভ রয়েছে এলাকায়। সম্প্রতি সামশাদের মা আসিনা খাতুন রবীন্দ্রনগর থানায় ছেলের খোঁজে গিয়েছিলেন। আসিনার দাবি, বেশি আন্দোলন করলে উলটে তাঁকেই জেলে ঢোকানোর হুঁশিয়ারি দেয় সেখানকার পুলিশ। তাঁর কথায়, 'আমার ছেলে নিখোঁজ। সরকার ও পুলিশের বড়কর্তাদের পা ধরতেও বাদ রাখিনি। রবীন্দ্রনগরের পুলিশ জেলে ঢোকানোর হুমকি দিয়েছে। ইসলামপুরের পুলিশ ধাক্কাধাক্কি করেছে।'

এনিয়ে সরব হয়েছেন সিপিএমের ইসলামপুর ২ নম্বর এরিয়া কমিটির সম্পাদক সামি খান। তাঁর প্রতিক্রিয়া, 'পুলিশের নিষ্ক্রিয়তা ও ব্যবহার নিন্দনীয়। এই সরকারের আমলে পুলিশ আসলে দুর্নীতিগ্রস্ত।'

তৃণমূলের ব্লক সভাপতি জাকির হুসেন অবশ্য বলেছেন, 'কিশোর নিখোঁজে আমরাও উদ্বিগ্ন। পরিবারের পাশে আছি। অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পুলিশের উপর আমাদের আস্থা আছে। আর যাঁরা পায়ের তলায় জমি পেতে মায়ের আবেগ নিয়ে রাজনীতি করছেন, তাঁদের নিয়ে মন্তব্য করার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না।'

অতিরিক্ত পুলিশ সুপারের বক্তব্য, 'কিশোরের খোঁজে রবীন্দ্রনগরের পুলিশ তদন্ত করছে। আমরা নিয়মিত যোগাযোগ রাখছি।' এসপি অফিস ঘেরাওয়ের হুঁশিয়ারি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'ঘটনাটি অন্য থানা এলাকার। আমাদের তো যোগাযোগ করা ছাড়া অন্য কোনও ভূমিকা নেই।'

ঘেরাওয়ের হুমকি

- কলকাতায় জিনসের পোশাক রং করার কারখানায় কাজ করতে গিয়েছিল ছয়ঘরিয়ার কিশোর সামশাদ
- সেখানে নির্যাতনের শিকার হয়। তারপর থেকে নিখোঁজ
- মূল অভিযুক্ত শাহেনশাকে মুম্বই থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে
- কিন্তু এক মাস কেটে গেলেও কিশোরের কোনও হদিস পায়নি পুলিশ
- সে কারণে সোমবার ইসলামপুর থানার সামনে বিক্ষোভ দেখায় পরিবার

পুজোর আগে রাস্তা মেরামতের সিদ্ধান্ত

শিলিগুড়ি, ৭ জুলাই : শহরের যেসব রাস্তায় ভূগর্ভস্থ বিদ্যুতের কেবল বসানো হচ্ছে, পুজোর আগেই সেগুলির একাংশ মেরামতের সিদ্ধান্ত নিয়েছে পুরনিগম। পূর্ত দপ্তর যে রাস্তার দেখভাল করে, সেগুলির কাজ তারাই করবে। এজন্য পাঁচ কোটি টাকা খরচ হবে। অন্যদিকে, পুরনিগম যেসব রাস্তা দেখাশোনা করে, তা মেরামতের জন্য আড়াই কোটি টাকা দেবে বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানি। কোম্পানির তরফে অগাস্ট মাসে কিছু রাস্তা হস্তান্তর করা হবে বলে খবর। এ বিষয়ে সোমবার পুরনিগমে বৈঠক হয়। মেয়র গৌতম দেবের বক্তব্য, 'শহরের একাধিক রাস্তা অগাস্টের মধ্যে হস্তান্তর হবে। আমরা পুজোর আগে সেগুলি মেরামত করে দেব।'

পানীয় জলের পাইপলাইন পাতা, বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানির কাজের জন্য শহরের একাধিক এলাকায় খোঁড়াখুঁড়ি চলছে। এর জেরে শহরে রাস্তাঘাটের অবস্থা শোচনীয়। একাধিক জায়গায় গর্ত তৈরি হয়েছে। ঠিকমতো গর্ত বোজানো হয়নি। তাতে জল জমে দুর্ঘটনা ঘটছে। বিরোধীরা বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন তুলছিল। এরপরই সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলিকে ডেকে সোমবার পুরনিগমে বৈঠক করেন মেয়র গৌতম দেব। ছিলেন ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার সহ অন্যরা। জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তর, বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানি এবং পুরনিগমের বিভিন্ন বিভাগের আধিকারিকরা বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু গ্যাসের পাইপলাইন পাতবে যে সংস্থা, তাদের কেউ আসেনি বলে খবর। এনিয়ে মেয়র ক্ষোভ প্রকাশ করে আধিকারিকদের বিষয়টি দেখতে বলেন। দ্রুত ওই সংস্থাকে চিঠি দিয়ে বিষয়টি নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশের নির্দেশ দেন। এদিনের বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে, খোঁড়াখুঁড়ি শেষ করে কিছু রাস্তা অগাস্টের মধ্যে পুরনিগম এবং পূর্ত দপ্তরের হাতে তুলে দেওয়া হবে। রাস্তা মেরামতের জন্য পুরনিগমকে টাকা দেবে বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানি। অগাস্টেই যাতে রাস্তা হস্তান্তর করা যায়, সেই বিষয়ে নজর দিতে বলেছেন মেয়র। অন্যদিকে, অগাস্টের মধ্যে বর্ধমান রোডের উড়ালপুল চালু হয়ে যাবে বলে দাবি করেছেন গৌতম। যদিও বাস্তবে তা কতটা সম্ভব হবে, তা নিয়ে রয়েছে প্রশ্ন।

ভূগর্ভস্থ কেবলে দফারফা

নিরাপত্তার দাবি

বাগডোগরা, ৭ জুলাই : বাগডোগরার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ঠিক রাখার দাবি জানিয়ে বাগডোগরা থানায় সোমবার স্মারকলিপি দিল ভারতীয় জনতা যুব মোর্চার বাগডোগরা-গোঁসাইপুর মণ্ডল কমিটি। যুব মোর্চার মণ্ডল সভাপতি শান্তনু মহন্তর অভিযোগ, 'বাগডোগরায় চোরের উপদ্রব, মাদকাসক্তদের দৌরাত্ম্য বেড়েছে। বৃদ্ধি পেয়েছে অপরিচিত লোকজনের আনাগোনা। বিপথে পা বাড়াচ্ছে তরুণরা। অথচ এখানে বিমানবন্দর এবং সেনাছাউনির মতো গুরুত্বপূর্ণ এলাকা রয়েছে। তাই নিরাপত্তা আরও জোরদার করতে হবে। এই ইস্যুতে পুলিশকে স্মারকলিপি দেওয়া হল এদিন। পুলিশ ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছে।'

আকাশ ঘিরে মেঘ।। বৃষ্টি নামার ঠিক আগের মুহূর্ত ক্যামেরাবন্দি করেছেন বাপ্পা রাহা। শিলিগুড়িতে। সোমবার।

কমছে কর্মী, বাড়ছে অভাব, কঠিন লড়াই

ইতিহাস হারাচ্ছে তিনধারিয়া ওয়ার্কশপ

রাহুল মজুমদার

তিনধারিয়া, ৭ জুলাই : ধীরে ধীরে যেন ফিকে হচ্ছে দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ের একমাত্র ওয়ার্কশপের ইতিহাস। এটি উত্তর-পূর্ব ভারতের উচ্চতম ওয়ার্কশপও বটে। ক্রমশই কমছে কর্মীসংখ্যা, বাড়ছে যন্ত্রাংশের অভাব। ফলে নানান সমস্যায় জর্জরিত ওয়ার্কশপটি। এরই মাঝে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকার লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে হেরিটেজ ইঞ্জিন ও কামরার মেরামতির কাজের সঙ্গে যুক্ত ব্রিটিশ আমলে তৈরি তিনধারিয়া ওয়ার্কশপ।

দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে বা ডিএইচআর নামের সঙ্গে জুড়ে রয়েছে ঐতিহ্য। কিন্তু তার তিনধারিয়া ওয়ার্কশপটির কৌলিন্য ধরে রাখার লড়াইয়ে এখন মাত্র ৭২ জন কর্মী। ছাঁচে ফেলে টয়ট্রেনের যন্ত্রাংশ তৈরির কাজ বন্ধ হয়েছিল অনেক আগেই। কিন্তু কীভাবে ছাঁচে ফেলে কাজ হত, কী কী যন্ত্রাংশ তৈরি হত, সেই ঐতিহ্য তুলে ধরতে ওয়ার্কশপের ভেতরেই পৃথক একটি ডিসপ্লে সেন্টার ছিল। কিন্তু সময়ের সঙ্গে ওই ডিসপ্লে সেন্টারও তুলে দেওয়া হয়েছে। শুধু কয়েকটি ছাঁচে তৈরি যন্ত্রাংশ একটি আলমারিতে রাখা। বাকি যে সমস্ত মডেল ছিল, সেগুলি সব এদিক-ওদিক ছড়িয়ে-ছিটিয়ে। যদিও এসবের মাঝে আশার আলো বলতে, কাজের সুবিধার জন্য ওভারহেড ক্রেন আসছে তিনধারিয়া ওয়ার্কশপে। ইঞ্জিন ডিসমেন্টাল (সমস্ত যন্ত্র খুলে ফেলা) করার সময় বড় বড় যন্ত্রাংশ, এদিক-ওদিক করার জন্য এই ক্রেন ব্যবহার করা হবে। ডিএইচআরের ডিরেক্টর ঋষভ চৌধুরীর বক্তব্য, 'নতুন ডিজেল ইঞ্জিন এসেছে। ইঞ্জিনটির সমস্তরকম পরীক্ষা হবে তিনধারিয়া রেল ওয়ার্কশপে। এছাড়াও ওয়ার্কশপে আরও কিছু প্রয়োজনীয় সামগ্রী আসতে চলেছে।'

১৯৪২ এবং '৪৩ সালে পাহাড়ের শ্রমিক আন্দোলনকে রুপালি পর্দার মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে দিতে চিত্র পরিচালক তপন সিংহ ১৯৭০ সালে তৈরি করেছিলেন 'সাগিনা মাহাতো'। দিলীপকুমার এবং অভিনেত্রী সায়রা বানু অভিনীত এই সিনেমা বক্স অফিসে হইচই ফেলে দিয়েছিল। আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের জন্যও মনোনীত হয়েছিল ছবিটি। এই ছবির শুটিং হয়েছিল ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ তিনধারিয়া ওয়ার্কশপেই। ওই সময় ওয়ার্কশপটিতেই তৈরি হত টয়ট্রেনের যন্ত্রাংশ। ৩৫০-এরও বেশি কর্মী নিয়ে সেইসময় কাজ হত ওয়ার্কশপে। মাঝে একবার ওয়ার্কশপের একটা অংশ পুরোপুরি ধসে যায়। ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয় রেলের। ধসের পর ওয়ার্কশপের পরিধি কমে আসে। কমেছে কর্মীর সংখ্যাও। চোখের আড়াল হচ্ছে ঐতিহ্যের স্মারক।

এই মুহূর্তে তিনধারিয়া রেল ওয়ার্কশপে তিনটি স্টিম লোকোমোটিভ ইঞ্জিনের মেরামত চলছে। ইঞ্জিন নম্বর ৮০১, ৮০২ এবং ৮০৬-এর মেরামতির কাজ চলছে। প্রথমে ৮০১ এবং ৮০৬-এর কাজ হচ্ছে। তাই দুটি ইঞ্জিনকে পুরোপুরি ডিসমেন্টাল করে দেওয়া হয়েছে। জানা গিয়েছে, ইঞ্জিনগুলির বার্নারের অবস্থাও খুব একটা ভালো নয়। শতাব্দীপ্রাচীন ইঞ্জিন হওয়ায় একাধিক যন্ত্রাংশের অবস্থাও ভালো নয়। কিন্তু এই মুহূর্তে বার্নারের বদল হচ্ছে না। মেরামত করে ওই বার্নারই লাগানো হবে। বছর সাতেক আগে দুটি ইঞ্জিনের বার্নারের বদল করা হয়েছিল। কিন্তু এরপর থেকে আর কোনও ইঞ্জিনের বার্নার পরিবর্তন হয়নি। ওয়ার্কশপ থেকে চাহিদার তালিকা ওপরমহলে পাঠানো হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। তাই আপাতত অন্যান্য ছোটখাটো যন্ত্রাংশ বদলেই ওই ইঞ্জিনগুলি চালানো হবে বলে ওয়ার্কশপ সূত্রে খবর। কিন্তু এভাবে আর কতদিন?

চলছে ইঞ্জিন মেরামতি। তিনধারিয়া ওয়ার্কশপে। সোমবার।

- ডিএইচআরের তিনধারিয়া ওয়ার্কশপের ইতিহাস মলিন হচ্ছে সময়ের সঙ্গে
- ছাঁচে ফেলে কীভাবে যন্ত্রাংশ তৈরি হত, প্রামাণ্য হারিয়েছে ডিসপ্লে সেন্টার উধাওয়ে
- কৌলীন্য ধরে রাখার লড়াই ৭২ জন কর্মীর কাঁধে, নেই প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশ
- আশার আলো, ইঞ্জিন ডিসমেন্টাল করার জন্য মিলবে ওভারহেড ক্রেন

বিজেপির বিরুদ্ধে পথে তৃণমূল

নকশালবাড়ি, ৭ জুলাই : টিয়া হত্যাকাণ্ডে নয় নাবালককে বেঁধে মারধরের ঘটনায় ধৃত বিজেপির শ্রমিক নেতা নন্দলাল রাউতিয়ার বিরুদ্ধে সোমবার পথে নামল দার্জিলিং জেলা তৃণমূল কংগ্রেস। ওই নাবালকদের মিছিলের সামনে রেখে গোটা নকশালবাড়ি পরিক্রম করল শাসকদল। উপস্থিত ছিলেন দলের জেলা চেয়ারম্যান সঞ্জয় টিব্রুয়াল, শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ, প্রাক্তন বিধায়ক শংকর মালাকার, পাপিয়া ঘোষ প্রমুখ। সঞ্জয় টিব্রুয়াল বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রীকে বিষয়টি জানানো হয়েছে। তিনি নাবালকের পরিবারকে সবরকম সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছেন। এটা উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ কিংবা হরিয়ানা নয় যে দলিত, আদিবাসীদের ওপর বিজেপির নেতারা অত্যাচার করলে ছাড়া পেয়ে যাবেন। আমরা অভিযুক্তের কঠোর থেকে কঠোরতম শাস্তি চাই।' মিছিল থেকেই সভাধিপতি আগামী বিধানসভা ভোটে দলের কর্মীদের সংযত থাকার বার্তা দেন। তিনি বলেন, 'মানুষ মেরে, জাতপাতের নামে অশান্তি সৃষ্টি করে ক্ষমতা দখল করা যায় না। মানুষের সেবা করে ক্ষমতায় আসতে হবে।' তৃণমূলের অভিযোগ, নন্দলাল স্বামী-স্ত্রীর বিচ্ছেদের নাম করে নকশালবাড়ির একাধিক ব্যক্তির থেকে টাকা আদায় করেছেন।

যদিও নকশালবাড়ি-মাটিগাড়ার বিজেপি বিধায়ক আনন্দময় বর্মন বলেন, 'তৃণমূলের কাছে কোনও ইস্যু নেই। তাই এসব করছে। ছেলেগুলোও টিয়া পাখি মেরে ভুল করেছে। আর যিনি মেরেছেন, তিনিও ভুল করেছেন। দু'পক্ষই আদিবাসী সম্প্রদায়ের। এখানে জাতপাতের কোনও ব্যাপার নেই।' তাঁর সংযোজন, 'আমাদের মণ্ডল সভাপতির নামে যে অডিও ভাইরাল হয়েছে, সেটাও সম্পূর্ণ মিথ্যা। সাইবার ক্রাইমে দ্রুত মামলা করা হবে।' গত বুধবার নকশালবাড়ি সাতভাইয়া চা বাগানে টিয়া হত্যার অভিযোগে নয়জন নাবালককে পাঁচ ঘণ্টা আটকে রেখে বেধড়ক মারধর করেন নন্দলাল বলে অভিযোগ। রায়পাড়ার বাসিন্দা প্রশান্ত তিরকি নামে এক নাবালক জখম হয়।

নাবালকদের মারধর

স্বেচ্ছাশ্রমে সাঁকো তৈরি

কেউ কথা রাখেনি, ভোট বয়কটের হুঁশিয়ারি

কার্তিক দাস

খড়িবাড়ি, ৭ জুলাই : কেটে গেল কুড়িটা বছর। অথচ ছবিটা বদলাল না। এবারও বর্ষার শুরুতেই জলের তোড়ে ভেঙে পড়ল খড়িবাড়ি ব্লকের রাজঘাট বুন নদীর সাঁকো। আর প্রশাসনের অপেক্ষা না করে, নিজেরাই চাঁদা তুলে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে স্বেচ্ছাশ্রমে সাঁকো তৈরির কাজ শুরু করলেন গ্রামবাসীরা। স্থায়ী সেতুর দাবিতে তাঁরা আগামী বছরের বিধানসভা নির্বাচন বয়কটের হুঁশিয়ারিও দিলেন সোমবার।

খড়িবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রত্না রায় সিংহ সেতুর প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি স্বীকার করে বলেন, 'ব্রিজ তৈরি করতে যত টাকা প্রয়োজন, তা পঞ্চায়েত সমিতির পক্ষে খরচ করা সম্ভব নয়।' এ বিষয়ে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের কাছে অনুরোধ করা হয়েছে বলে তিনি জানান।

শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ কিশোরীমোহন সিংহ বলেন, 'ব্রিজ তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সেচ দপ্তরের মাধ্যমে ব্রিজটি করা হবে।'

প্রতি বছর বর্ষা এলেই খড়িবাড়ি ব্লকের রাজঘাট বুন নদীর সাঁকো জলের তোড়ে ভেঙে যায়। এবারও একই ঘটনা ঘটল। সাঁকো ভেঙে যাওয়ায় চরম ভোগান্তির শিকার এলাকাবাসীরা। অভিযোগ, কুড়ি বছর ধরে বিভিন্ন সময়ে প্রশাসনের বিভিন্ন মহলে আবেদন করেও কোনও লাভ হয়নি।

হরিশ্চন্দ্র সিংহ নামে এক স্থানীয় বাসিন্দা তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, 'ভোট এলে সব দলের নেতারা প্রতিশ্রুতি দেয়। কিন্তু ভোট মিটে গেলে কারোর টিকি খুঁজে পাওয়া যায় না। এবারও সাঁকোটি ভেঙে যাওয়ার পর সমস্ত জায়গায় জানানো হয়েছে। কেউ দেখতে পর্যন্ত আসেননি।'

বুড়াগঞ্জ ও রানিগঞ্জ পানিশালি গ্রাম পঞ্চায়েতের সংযোগস্থল দিয়ে বয়ে গিয়েছে বুন নদী। নদীর একদিকে বুড়াগঞ্জের রাজঘাট। অপরদিকে রানিগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের কেলাবাড়ি। দুই পঞ্চায়েত এলাকার লেধারামজোত, বাঘাজোত, কামরাঙ্গাগুড়ি, টুপাজোত, কেলাবাড়ি ও বলাইঝোরা গ্রামের প্রায় দশ হাজার মানুষ নদীতে ব্রিজ না থাকায় সমস্যায় ভুগছেন।

স্থানীয় বাসিন্দা বিজয় মাহাতো বলেন, 'পঞ্চায়েত, খড়িবাড়ি বিডিও অফিস, শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ সব জায়গায় স্থায়ী পাকা ব্রিজ তৈরির জন্য আবেদন করা হয়েছে। কিন্তু কেউ কাজ করেনি।'

সাঁকো ভেঙে গেলে খড়িবাড়ি ডোহাগুড়ি মোড় দিয়ে প্রায় ছয় থেকে সাত কিলোমিটার ঘুরপথে অধিকারী কিংবা বাতাসিতে যেতে হয়। স্কুল-কলেজের পড়ুয়ারা বিশেষ করে সমস্যায় পড়েন। এলাকাবাসীদের বক্তব্য, বুন নদীতে ব্রিজ তৈরি হলে হাসপাতাল, স্কুল, হাটবাজার ও রেলস্টেশনে যাতায়াতে অনেকটাই সুবিধা হবে। রাজঘাট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক নারায়ণচন্দ্র সিংহ বলেন, 'মানুষের স্বার্থে ওখানে ব্রিজ দরকার। বর্ষায় সাঁকো ভেঙে গেলে বহু পড়ুয়া স্কুলে যেতে পারে না।'

রাজঘাটে বাঁশের সাঁকো তৈরি করছেন বিক্ষুব্ধ গ্রামবাসী।

> ভোট এলে সব দলের নেতারা প্রতিশ্রুতি দেয়। কিন্তু ভোট মিটে গেলে কারোর টিকি খুঁজে পাওয়া যায় না। এবারও সাঁকোটি ভেঙে যাওয়ার পর সমস্ত জায়গায় জানানো হয়েছে। কেউ দেখতে পর্যন্ত আসেননি।
>
> **হরিশ্চন্দ্র সিংহ**
> *স্থানীয় বাসিন্দা*

জলকাদায় ভোগান্তি হাটে

চোপড়া, ৭ জুলাই : একাধিক সমস্যায় ধুঁকছে চোপড়া হাট। হাটের ভেতরে শেডটির জরাজীর্ণ অবস্থা। বৃষ্টির জল আটকাতে ব্যবসায়ীদের একাংশ নিজেরা প্লাস্টিক টাঙিয়ে নিয়েছেন। অল্প বৃষ্টি হলে জলকাদায় দুর্ভোগ পোহাতে হয় স্থানীয়দের। হাটের ভেতরের নিকাশিনালার জল উপচে রাস্তায় জমে থাকে। বেশি বৃষ্টি হলে সেই জল এলাকাবাসীর বাড়িতে ঢুকে যায়। চোপড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান জিয়ারুল রহমান বলেন, 'গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে হাটের শেডের সমস্যার বিষয়টি নিয়ন্ত্রিত বাজার সমিতির নজরে আনা হয়েছে। এছাড়া নিকাশি ব্যবস্থার সমস্যা মেটাতে গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে উদ্যোগ নেওয়া হবে।'

ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, হাটের ভেতরে সঠিক নিকাশি ব্যবস্থা না থাকায় জল জমে যায়। জমা জলের দুর্গন্ধে তাঁরা অতিষ্ঠ। হাটের সঙ্গে সংযোগকারী রাস্তাটির অবস্থা শোচনীয়। এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যে বিকাশ নাথ বলেন, 'প্রায় দু'দশক ধরে হাটের এই রাস্তাটি সংস্কার করা হয়নি। বর্ষাকালে রাস্তায় জল দাঁড়িয়ে থাকে।' ইতিমধ্যে বিভিন্ন মহল থেকে রাস্তা সংস্কারের দাবিতে অনেকে সরব হয়েছেন। হাটের এক ব্যবসায়ী নুরুল হক বলেন, 'হাটের শেডটি খুব দুর্বল হয়ে গিয়েছে। যে কোনও সময় শেডটি ভেঙে বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।' একই কথা জানান আরেক ব্যবসায়ী সুজন বসাক।

প্রচার মিছিল

চোপড়া, ৭ জুলাই : ৯ জুলাই ধর্মঘট সফল করতে চোপড়ায় সিটু এবং আইএনটিইউসি যৌথভাবে ব্লক স্ট্রাইক কমিটি গঠন করেছে। সোমবার চোপড়া সদরে এই ব্লক স্ট্রাইক কমিটির ডাকে ধর্মঘটের সমর্থনে প্রচার মিছিল বের করা হয়। এদিনের প্রচার মিছিলে ছিলেন সিটুর উত্তর দিনাজপুর জেলা সম্পাদক স্বপন গুহনিয়োগী, কংগ্রেস নেতা অশোক রায়, সিপিএম নেতা বিদ্যুৎ তরফদার, কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি মহম্মদ মসিরউদ্দিন প্রমুখ।

চোপড়ায় মেলা

চোপড়া, ৭ জুলাই : মহরম উপলক্ষ্যে শতাব্দীপ্রাচীন মেলা বসে চোপড়া ব্লকের ভৈষপিটা খালপাড়া এলাকায়। সোমবার সেখানেই লাঠিখেলার জমজমাট আয়োজন দেখেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

রবিবারে রক্তদান, ছয় বছর ধরে চাকরির চেষ্টা

তরুণীর ঝুলন্ত দেহ, মৃত্যুতে রহস্য

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৭ জুলাই : এক তরুণীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হল সোমবার দুপুরে। মৃত জয়া বর্ধন (২৬) পুরনিগমের ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের সূর্যনগর মাঠ সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দা। কী কারণে এমন ঘটনা ঘটল, তা নিয়ে ধন্দে পরিবার। শোকস্তব্ধ পরিজন, পাড়াপ্রতিবেশী। শিলিগুড়ি থানার পুলিশ এসে জয়াকে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে নিয়ে যায়। কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। মঙ্গলবার ময়নাতদন্তের জন্য দেহ উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানোর কথা।

তরুণীর ছোটবেলা থেকেই মা ও বাবা আলাদা থাকতে শুরু করেছিলেন। বাবার বাড়িতে ছেলেমেয়েকে নিয়ে ওঠেন কাকলি বর্ধন। সংসার সামলানোর পাশাপাশি পরম আদরযত্নে বড় করেছেন দুই সন্তানকে। আর্থিক অসচ্ছলতা ছিল সংসারের নিত্যসঙ্গী। কাকলি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে রান্না করে যেটুকু আয় করতেন, তা দিয়ে ভাইবোনের লেখাপড়ার পাশাপাশি অন্য খরচ চলত। বছর দুয়েক আগে ছেলে বিশ্বরূপ বর্ধন পুলিশে চাকরি পান।

ছোট থেকে মেধাবী হিসেবে পরিচিত ছিলেন জয়া। কলেজে পড়ার সময় থেকেই সরকারি চাকরির পরীক্ষা দিয়ে যাচ্ছিলেন একের পর এক। কাকলির আশা ছিল, ছেলের মতো মেয়েও সাফল্যের মুখ দেখবে। সামনেই একটি পরীক্ষা ছিল জয়ার। প্রস্তুতি চলছিল জোরকদমে। রবিবার একটি শিবিরে গিয়ে রক্তদান করে আসেন তিনি। তারপর এদিনের ঘটনায় অবাক গোটা পাড়া।

দুপুরে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র থেকে ফিরে ঘরের দরজা খুলতেই আঁতকে ওঠেন কাকলি। চোখের সামনে তখন ঝুলন্ত অবস্থায় একমাত্র মেয়ে। বাঁচাতে ছুটে গিয়েছিলেন। কিন্তু ততক্ষণে হয়তো অনেকটা দেরি হয়ে গিয়েছে। 'আমার মেয়েটা এভাবে চলে যেতে পারে না', বলতে বলতে জ্ঞান হারাচ্ছিলেন বারবার।

ভক্তিনগর ট্রাফিক গার্ডে তখন ডিউটিরত বিশ্বরূপ। ফোনে খবর শুনে কিছুক্ষণের মধ্যেই বাড়ি পৌঁছালেন। পরিচিত এক বন্ধুকে শুধু একটি কথা বলেই বসে পড়লেন তিনি, 'সব শেষ হয়ে গেল।'

তদন্তকারীদের প্রাথমিক অনুমান, জয়া আত্মহত্যা করেছেন। তবে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলে সঠিক কারণ জানা যাবে। প্রতিবেশীদের প্রশ্ন, যদি সত্যিই জয়া আত্মহত্যা করেন, তবে কোন কারণে এমন সিদ্ধান্ত? কোনও কারণে অবসাদ নাকি অন্য রহস্য? দাদা কাঁদতে কাঁদতে শুধু বললেন, 'কিছুই বুঝতে পারছি না। কেন এমন করল।'

মৃতার বাড়ির সামনে অ্যাম্বুল্যান্স। সূর্যনগর মাঠের কাছে। সোমবার।

শোকের ছায়া

- ছোট থেকেই মেধাবী হিসেবে পরিচিত জয়া
- কাজ থেকে ফিরে দরজা খুলে মা মেয়েকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখেন
- পরীক্ষার জন্য রেসিডেন্সিয়াল সার্টিফিকেট নেওয়ার কথা ছিল এদিন
- একটি পা খাটের সঙ্গে ঠেকানো ছিল, অপরটি ছুঁয়েছিল মাটি
- পুলিশের প্রাথমিক অনুমান আত্মহত্যা, তদন্ত চলছে

ওয়ার্ড কাউন্সিলার লক্ষ্মী পাল এসেছিলেন জয়াদের বাড়িতে। তাঁর কথায়, 'শনিবারই জয়া এসেছিলেন কাউন্সিলারের কার্যালয়ে। পরীক্ষা দিতে নাকি রেসিডেন্সিয়াল সার্টিফিকেট দরকার। কথা হয়েছিল। সেইমতো পুরনিগমের সেক্রেটারির স্বাক্ষর করা সার্টিফিকেট আজ ওর নেওয়ার কথা। এরমধ্যেই এমন ঘটনা ঘটে গেল।'

কাকলি দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে দেখেন, সিলিংয়ের লোহার কাঠামোর সঙ্গে গলায় দড়ি বাঁধা অবস্থায় ঝুলে রয়েছেন জয়া। তদন্তকারীদের অনুমান, শেষমুহূর্তে বাঁচার চেষ্টা করেছিলেন জয়া। কারণ, একটি পা বাঁকা অবস্থায় খাটের ওপর ঠেকানো। আর একটি পা মাটিতে নেমে এসেছিল। স্থানীয় মদন ভট্টাচার্যর কথায়, 'রবিবার মেয়েটি রক্তদান শিবিরে অংশ নিয়েছিল। ওকে দেখে তো মনে হয়নি যে দুশ্চিন্তা করছে বা বড় সমস্যা হয়েছে।'

ঘটনাকে ঘিরে রহস্য ঘনাতে শুরু করেছে। অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে তদন্ত করছে পুলিশ। শান্তশিষ্ট, সকলের প্রিয় মেয়েটা যে এভাবে চলে যাবে, তা কিছুতেই মানতে পারছেন না পাড়ার লোকজন।

দুই গাড়ির সংঘর্ষে নিহত

বাগডোগরা, ৭ জুলাই : আমবোঝাই একটি পিকআপ ভ্যানের সঙ্গে ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু হল একজনের। আহত দুইজন। জখমদের উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। তিনজনই পিকআপ ভ্যানে ছিলেন।

মৃতের নাম গুড্ডুকুমার যাদব। তিনি বিহারের ছাপড়ার বাসিন্দা। আহতদের একজন পিকআপ ভ্যানের চালক, অপরজন আরোহী। গুড্ডুকুমার চালকের পাশেই বসেছিলেন। দুর্ঘটনাটি ঘটে বাগডোগরার কাছে এশিয়ান হাইওয়ে টু সড়কের ওপর সঙ্গীঝোরা চা বাগানের সামনে। সোমবার ভোর সাড়ে ৫টা নাগাদ বিহার থেকে ভ্যানটি শিলিগুড়ির নিয়ন্ত্রিত বাজারের উদ্দেশে যাচ্ছিল। দুর্ঘটনার জেরে ওই গাড়ি আংশিকভাবে দুমড়ে-মুচড়ে গিয়েছিল। বাগডোগরা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পিকআপ ভ্যানের ভেতরে আটকে পড়া তিনজনকে উদ্ধার করে। মেডিকেল কলেজে নিয়ে যাওয়া হলে গুড্ডুকুমারকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা। দুটি গাড়ি হেপাজতে নিয়েছে পুলিশ।

ত্রাণশিবিরে দুষ্কৃতী ঠেক

চাকুলিয়া, ৭ জুলাই : ত্রাণশিবির এখন আর প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের আশ্রয় দেয় না। বরং ত্রাণশিবির এখন দুষ্কৃতীদের আস্তানা। আর ভবনের দেওয়াল হয়ে উঠেছে ঘুঁটে লেপার জায়গা। চাকুলিয়া হাইস্কুল সংলগ্ন ভবনটিতে রাতের অন্ধকার নামলেই বসছে মদ, জুয়ার আসর।

যদিও গোয়ালপোখর-২ ব্লকের বিডিও সুজয় ধর বলেন, প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে। চাকুলিয়া পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যা দিলরুবা খাতুন বলেন, 'ত্রাণশিবিরটি পুনরুদ্ধারের জন্য ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে।' বাম আমলে নির্মিত ত্রাণশিবিরটি রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে কার্যত ধ্বংসস্তূপের চেহারা নিয়েছে।

স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, এই অবস্থার জন্য প্রশাসনের উদাসীনতা মূলত দায়ী। এলাকার রতন দাস বলেন, 'প্রশাসন সময়মতো ব্যবস্থা নিলে ভবনটি আবার জনকল্যাণে ব্যবহার করা যেত।' চাকুলিয়া হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক বাসুদেব দে'র কথায়, 'দুষ্কৃতীদের তাণ্ডব স্কুলের পড়ুয়াদের উপরও নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। এজন্য আমরা উদ্বিগ্ন। অনেক সময় স্কুলের আনাচে-কানাচে দুষ্কৃতীদের ফেলে রাখা মদের বোতল পড়ে থাকতে দেখা যায়।'

চাকুলিয়ার প্রাক্তন বিধায়ক আলি ইমরান রমজ ওরফে ভিক্টর বলেন, 'রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী হাফিজ আলম সইরানির উদ্যোগে ত্রাণশিবিরটি নির্মাণ করা হয়েছিল। এখন সরকারের উদাসীনতায় ভবনটি পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে।' ভবনটিকে উন্নয়নমূলক কাজে ব্যবহারের জন্য সরকারের নজর দেওয়া উচিত বলে মনে করেন প্রাক্তন বিধায়ক।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

সবে মিলে দেখি ফোন।।
ইসলামপুরে ছবিটি তুলেছেন আরিফ আলম।

জল কিনে খান বাসিন্দারা

তৃষ্ণার্ত তরিবাড়ি, রাজফাঁপড়ি

শিলিগুড়ি, ৭ জুলাই : এলাকায় বেড়েছে বসতি। পর্যটকদের আনাগোনা বাড়ায় একের পর এক রেস্তোরাঁ গজিয়ে উঠেছে। অথচ এই এলাকায় পানীয় জলের সুষ্ঠু কোনও ব্যবস্থা এখনও গড়ে ওঠেনি। এই পরিস্থিতিতে পানীয় জলের সমস্যায় ভুগছেন ডাবগ্রাম (১) গ্রাম পঞ্চায়েতের তরিবাড়ির বাসিন্দারা।

শুধু ওই এলাকাই নয়, রাজফাঁপড়ি এলাকাতেও পানীয় জলের সংকটে প্রাণ ওষ্ঠাগত স্থানীয়দের। গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান অভিরাম সাইবো বলছেন, 'তরিবাড়িতে পানীয় জলের সমস্যা মেটাতে জলের ট্যাংকের জন্য টেন্ডার করা হয়েছে। রাজফাঁপড়ি এলাকায় জলের ট্যাংক বসানোর মতো জায়গা নেই। তাই সেখানে জলের সমস্যা মেটাতে আলাদা ব্যবস্থা করা হচ্ছে।'

মূলত জঙ্গলে ঘেরা ডাবগ্রাম (১) গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার তরিবাড়ি ও রাজফাঁপড়ি এলাকায় আগের থেকে বসতি অনেকটাই বেড়েছে। আধুনিকতার সঙ্গে তাল মেলাতে ক্যাফে, রেস্তোরাঁ তৈরি হয়েছে। সাধারণ মানুষ ঘুরতে এসে দুই জায়গাতেই খাওয়াদাওয়া সারছেন। কিন্তু জলের ব্যবস্থা করতে হিমসিম খাচ্ছেন এলাকার সাধারণ মানুষ থেকে রেস্তোরাঁ, ক্যাফের ব্যবসায় স্বনির্ভর হয়ে ওঠা এলাকার মানুষ। সোমবার তরিবাড়ির স্থানীয় বাসিন্দা অর্চনা থাপা বলেন, 'এলাকায় একসময় কুয়োর জলই ছিল পানীয় জলের উৎস। পরবর্তীতে কুয়োর জল শুকিয়ে যাওয়ায় এলাকায় জলকষ্ট বাড়তে থাকে। নতুন করে জলের সেরকম কোনও ব্যবস্থা না হওয়ায় অনেকসময় আমাদের জল কিনে খেতে হয়। এলাকার অধিকাংশ মানুষই সামান্য চাষবাস করে দিন কাটানোয় তাঁদের জল কিনে খাওয়ার সামর্থ্য থাকে না। ফলে অনেকসময় তাঁরা নদী থেকে জল নিয়ে প্রয়োজন মেটাচ্ছেন।'

নাগরিক সমস্যা

একই কথা বলছিলেন এলাকার আর এক বাসিন্দা পবিত্র রায়। পবিত্র ঘরের জায়গার একপাশে একটি রেস্তোরাঁ খুলেছেন। পবিত্র বলেন, 'বাইরে থেকে রোজ জল কিনে আনতে হয়। তাছাড়া অন্য কোনও উপায় থাকে না।'

একই কথা বলছিলেন রাজফাঁপড়ির বাসিন্দা ইন্দ্র রাই। তিনি বলেন, 'এলাকায় পানীয় জলের জন্য অনেকসময় শহর এলাকায় যেতে হয়। তাছাড়া তো অন্য কোনও উৎস থাকে না। এভাবে আর কতদিন চলবে, সত্যিই জানা নেই।' উপপ্রধান অবশ্য বলছেন, 'পানীয় জলের সমস্যার যত দ্রুত সম্ভব সমাধানের চেষ্টা করা হচ্ছে।'

ভাইকে খুন, গুজরাটে গ্রেপ্তার

গোয়ালপোখর, ৭ জুলাই : জমি সংক্রান্ত বিবাদের জেরে খুড়তুতো ভাই আনওয়ারুল হককে খুনের অভিযোগ ওঠে লাল মহম্মদের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি গোয়ালপোখর থানার গোয়াবাড়ি চেনপুরের। পুলিশ মহম্মদ খিজির নামে লালের এক শাগরেদকে গ্রেপ্তার করলেও মূল অভিযুক্ত লাল পলাতক ছিলেন। দীর্ঘ এক মাস পর অবশেষে পুলিশের জালে ধরা পড়লেন তিনি।

শুক্রবার গুজরাটে অভিযান চালিয়ে লাল মহম্মদ, তাঁর স্ত্রী, ছেলে ও মেয়েকে গ্রেপ্তার করেন তদন্তকারীরা। তাঁদের ট্রানজিট রিমান্ডে নিয়ে রবিবার রাতে আনা হয় গোয়ালপোখর থানায়। সোমবার ইসলামপুর আদালতে তোলা হলে বিচারক সাতদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন।

আনওয়ারুল ও লালের মধ্যে জমি নিয়ে দীর্ঘদিনের বিবাদ। আনওয়ারুলের পরিবারের অভিযোগ, আমিনের নির্ধারিত সীমানায় প্রাচীর তুলতে গেলে লাল লোকজন সঙ্গে এনে বাধা দেন কাজে। এরপর দু'পক্ষের ঝামেলা চলাকালীন রডের আঘাতে জ্ঞান হারান আনওয়ারুল। তাঁকে প্রথমে ইসলামপুর হাসপাতাল, পরে শিলিগুড়ির একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ২৬ মে রাতে মৃত্যু হয় তাঁর। ঘটনার দিন থেকে মূল অভিযুক্ত লাল পরিবার নিয়ে পলাতক ছিলেন। মোবাইল নম্বর ট্র্যাক করে অভিযুক্তদের গতিবিধির উপর নজরদারি চালাচ্ছিল পুলিশ। খবর আসে, সুরাটে পরিবার নিয়ে আত্মগোপন করে রয়েছেন লাল। অবশেষে গুজরাটের পুলিশের সহযোগিতায় তাঁদের পাকড়াও করা হয়।

এদিন স্থানীয় মহম্মদ রাহিমুদ্দিন বললেন, 'এক ভাই আর এক ভাইকে খুন করবে, ভাবতেই পারি না। এটা জঘন্যতম অপরাধ। দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হওয়া উচিত। পুলিশ কী পদক্ষেপ করে, সেদিকে নজর রাখছি আমরা।'

টনক নড়ল, খাবারের দোকানে হানা

শিলিগুড়ি, ৭ জুলাই : সোমবার সকালে উত্তরবঙ্গ সংবাদে 'রেস্তোরাঁয় যাওয়ার সময় নেই' প্রকাশিত খবরটি পড়েই টনক নড়ে গিয়েছিল প্রশাসনের। খাবারের মান যাচাইয়ে এদিন বিকালে ফের ময়দানে নামল স্বাস্থ্য দপ্তর এবং পুরনিগমের যৌথ প্রতিনিধিদল। স্টেশন ফিডার রোডে অভিযান চালানো হয়।

অভিযোগ ছিল, রাস্তার পাশে খাবারের দোকানগুলোতে স্বাস্থ্যবিধি মানা হচ্ছে না। সেজন্যই এদিন খাদ্য সুরক্ষা আধিকারিকের উপস্থিতিতে পুরনিগমের স্যানিটারি ইনস্পেকটররা অভিযানে বের হন। একাধিক দোকান থেকে খাবার ও রান্নার উপকরণের নমুনা সংগ্রহ করা হয়। পাশাপাশি দোকানগুলো থেকে প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগ বাজেয়াপ্ত করেন আধিকারিকরা।

পরবর্তীতে পুরনিগমের স্যানিটারি ইনস্পেকটর রাজ ঘোষ বলেন, 'ওই এলাকার খাবার নিয়ে নির্দিষ্ট কিছু অভিযোগ ছিল। সেজন্য নমুনা সংগ্রহ করা হল। এসব পরীক্ষার জন্য ল্যাবরেটরিতে পাঠানো হচ্ছে।' মানুষের স্বাস্থ্য সুরক্ষার কথা মাথায় রেখে খাবারের মান যাচাইয়ে শহরজুড়ে লাগাতার অভিযান চলবে, জানালেন তিনি।

ফুটপাথে থাকা ফুচকা, মোমো সহ অন্যান্য ফাস্ট ফুডের দোকানে অভিযান চালানো হয়েছে। একটি মোমোর দোকানের ভেতরে ঢুকে আগে থেকে বানানো উপকরণের নমুনা সংগ্রহ করেন আধিকারিকরা। দেখা গিয়েছে, একটি দোকানেও ন্যূনতম স্বাস্থ্যবিধি মেনে খাদ্যদ্রব্য তৈরি বা বিক্রির ব্যবস্থা নেই। পুরনিগমের স্যানিটারি ইনস্পেকটর জানিয়েছেন, প্রত্যেককে সতর্ক করা হল এদিন। আগামীতে ফের অভিযান হবে। তখনও যদি নিয়মভঙ্গের ছবি চোখে পড়ে, তবে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

পড়ুয়াদের চাপ বাড়ছে সূর্য সেন কলেজে।

অর্থবরাদ্দ হয়নি, দ্বিতীয় ক্যাম্পাসের জমি দখল

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ৭ জুলাই : ১২ বিঘা জমিতে বিস্তৃত ক্যাম্পাসে স্নাতক থেকে স্নাতকোত্তর স্তর পর্যন্ত নানা বিষয়ে পঠনপাঠনের পরিকাঠামো তৈরির কথা ছিল। সেই কাজ হয়নি। বরং খাঁখাঁ করছে সূর্য সেন মহাবিদ্যালয়ের দ্বিতীয় ক্যাম্পাস। ২০১৯ সালে শিক্ষা দপ্তর সাহুডাঙ্গি শ্মশানের পাশে সূর্য সেন মহাবিদ্যালয়ের দ্বিতীয় ক্যাম্পাস তৈরির জায়গা দেয়। তবে পরিকাঠামো তৈরির অর্থ না মেলায় দ্বিতীয় ক্যাম্পাসের পরিকল্পনা অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মুখে। দীর্ঘদিন জমি ফাঁকা থাকায় তা দখল হয়ে যাচ্ছে বলে কলেজ কর্তৃপক্ষের অভিযোগ। সীমানা প্রাচীর নেই, তাই আশপাশে যাঁদের বাড়ি ও দোকান, তাঁরা ধীরে ধীরে দখল করছে দ্বিতীয় ক্যাম্পাসের জমির একাংশ।

এনিয়ে সূর্য সেন কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ প্রণবকুমার মিশ্র বললেন, 'দ্বিতীয় ক্যাম্পাস হলে সেখানে পড়ুয়াদের জন্য নানা ধরনের কর্মমুখী কোর্স চালু করার ভাবনা ছিল। কোর্স শেষে যাতে পড়ুয়ারা দ্রুত চাকরি পায়। এছাড়াও স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর স্তরে কিছু বিষয় চালুর ভাবনাও ছিল।'

কলেজের অধ্যাপক ডঃ সুফল বিশ্বাস বলেন, 'দ্বিতীয় ক্যাম্পাস নিয়ে পড়ুয়াদের অনেক আশা ছিল। পরিকাঠামো তৈরির জন্য কলেজের তহবিল থেকে এক কোটি টাকা খরচ করা যেতে পারে। বাকি টাকা পাব কোথায়? দ্বিতীয় ক্যাম্পাস তৈরির জন্য উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী উদয়ন গুহের কাছে অধ্যক্ষ আর্থিক সমস্যার কথা জানিয়েছেন। মন্ত্রী জানিয়েছেন, এখন তহবিল নেই।'

কলেজ কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়েছে, দ্বিতীয় ক্যাম্পাসের পরিকাঠামো নির্মাণের জন্য প্রায় পাঁচ কোটি টাকার প্রয়োজন। টাকার জন্য শিক্ষা দপ্তরের কাছে বহুবার আবেদন জানিয়েও সাড়া মেলেনি। এখন প্রায় ৯ হাজার পড়ুয়া শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৩৪ নম্বর ওয়ার্ডে অবস্থিত সূর্য সেন মহাবিদ্যালয়ে লেখাপড়া করছেন।

শুধু স্থানীয় বাসিন্দারা নন, পাহাড় সহ উত্তরবঙ্গের নানা জায়গা থেকে পড়ুয়ারা এখানে পড়তে আসেন। সবথেকে বড় সমস্যা হল, কলেজের পড়ুয়াদের থাকার কোনও হস্টেল নেই। কলেজ কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, দ্বিতীয় ক্যাম্পাসে ছাত্রছাত্রীদের জন্য পৃথক হস্টেল তৈরির পরিকল্পনা ছিল। আর্থিক বরাদ্দ না মেলায় তা এখন বিশবাঁও জলে।

সূর্য সেন মহাবিদ্যালয়

১৯৯৮ সালে সূর্য সেন মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এরপর থেকে কলেজের উন্নয়নমূলক কাজ কখনও হয়েছে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের সহযোগিতায়, কখনও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার মাধ্যমে। এভাবে লাইব্রেরি, দুটি নতুন শিক্ষাভবন তৈরি করা হয়েছে। পড়ুয়ারা এই কলেজে পড়তে আগ্রহী হওয়ায় নানা নতুন বিষয়ে পঠনপাঠনের জন্য কলেজের পরিচালন সমিতির তৎকালীন সভাপতি প্রয়াত কৃষ্ণ পালের উদ্যোগে দ্বিতীয় ক্যাম্পাস তৈরির জন্য শিক্ষা দপ্তরে আবেদন জানানো হয়েছিল।

কীটনাশক খেয়ে মৃত্যু কনের

ময়নাগুড়ি, ৭ জুলাই : বিয়েতে বসার কিছুক্ষণ আগে কনে কীটনাশক খেলেন। রবিবার রাতে তড়িঘড়ি তাঁকে নার্সিংহোমে নিয়ে যাওয়া হয়। সোমবার সকালে তাঁর মৃত্যু হয়। মৃতার নাম বাবলি রায় (১৮)। বিয়েবাড়ির আনন্দ যে মুহূর্তে বিষাদে পরিণত হবে তা কেউ কল্পনাও করতে পারেননি।

মর্মান্তিক এই ঘটনাটি ময়নাগুড়ি বার্নিশ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার। জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানার পুলিশ দেহটি উদ্ধার করেছে। মঙ্গলবার জলপাইগুড়ি সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে দেহটির ময়নাতদন্তর পর পরিবারের লোকেদের হাতে তুলে দেওয়া হবে।

বাবলি ময়নাগুড়ি ব্লকের বার্নিশ গ্রাম পঞ্চায়েতের বাঁশদহ মোড় মেহেড়িপাড়া এলাকার বাসিন্দা ছিলেন। তাঁর সঙ্গে ময়নাগুড়ি রামশাই এলাকার এক তরুণের বিয়ে ঠিক হয়। রবিবার ছিল বিয়ের দিন।

ময়নাগুড়ি

কনেকে সাজানোর তোড়জোড় চলছিল। প্রায় ৫০০ জন আমন্ত্রিত ছিলেন। সন্ধ্যা থেকেই আমন্ত্রিতরা আসতে শুরু করেন। এরমধ্যে হঠাৎ সবার নজর এড়িয়ে বাবলি কীটনাশক খেয়ে নেন।

বাড়ির লোকেরা বিষয়টি বুঝতে পেরে বাবলিকে জলপাইগুড়ির একটি নার্সিংহোমে ভর্তি করান। এদিকে, বিয়ের উদ্দেশ্যে রামশাই থেকে পাত্র রওনা হয়ে যান। কিন্তু মাঝপথে কনের বাড়ির তরফে পাত্রের পরিবারকে জানানো হয়, কনে অসুস্থ থাকায় নার্সিংহোমে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তাই বিয়ে হবে না। অগত্যা পাত্রকে ফিরে যেতে হয়। সোমবার সকালে কনের কীটনাশক খাওয়ার ব্যাপারটি জানাজানি হয়।

রবিবার রাতে বাবলিকে নার্সিংহোমে ভর্তির পর সোমবার সকালে তাঁর মৃত্যু হয়। বাবলির জামাইবাবু রাকেশ দাস বলেন, 'কেন এমন ঘটনা ঘটাল সেটা বোঝা যাচ্ছে না। বিয়েতে বসার কিছুক্ষণ আগে বাবলি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে আমরা তড়িঘড়ি নার্সিংহোমে নিয়ে যাই। কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি।'

তবে কী কারণে ওই তরুণী কীটনাশক খেলেন তা স্পষ্ট নয়। বিষয়টির সঙ্গে কোনও প্রণয়ঘটিত ব্যাপার জড়িত কি না তা পুলিশ খতিয়ে দেখছে। সোমবার বাবলির মৃত্যুর খবর পৌঁছাতেই গোটা বাড়ি শোকস্তব্ধ হয়ে পড়ে। পরিবারের লোকেরা কান্নায় ভেঙে পড়েন।

জলপ্রকল্প নিয়ে ক্ষোভ

চোপড়া, ৭ জুলাই : সৌরবিদ্যুৎচালিত পানীয় জলের প্রকল্পের ব্যর্থতায় ক্ষুব্ধ সদর চোপড়ার রবীন্দ্রনগর কলোনি এলাকার বাসিন্দারা। অভিযোগ, এক বছর আগে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের সামনে প্রকল্পের উদ্বোধন হলেও পরিষেবা অমিল। পঞ্চায়েত সমিতির তরফে ৩ লক্ষ ৩৯ হাজার ৩৭৫ টাকা খরচ দেখানো হয়। পঞ্চায়েত সদস্য রিতা বিশ্বাস বলেন, 'বিষয়টি মৌখিকভাবে গ্রাম পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতিতে জানানো হয়েছে।' পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য তনয় কুণ্ডু অবশ্য বলেন, 'খোঁজ নিয়ে দেখা হবে।' অন্যদিকে, স্থানীয় বাসিন্দা অনিল দেবনাথ ও প্রমিলা রাম বলছেন, 'এলাকায় এমনিতেই জলের সমস্যা। কিন্তু প্রকল্পের জল কোনওভাবে ব্যবহার করা যাচ্ছে না।' রবীন্দ্রনগর কলোনি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের কর্মী শীলা কুণ্ডু নাহা বলেন, 'সামনে জলপ্রকল্প থাকলেও পাশের বাড়ি থেকে জল এনে রান্না চলছে।'

সচেতনতা

চালসা, ৭ জুলাই : প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও আপৎকালীন পরিস্থিতিতে নিজেকে ও অন্যকে কীভাবে রক্ষা করতে হবে, সেই বিষয়ে সোমবার পড়ুয়াদের নিয়ে একটি সচেতনতা শিবির করা হল। মাল দমকল বিভাগ, সিভিল ডিফেন্স ও মেটেলি থানার উদ্যোগে পূর্ব বাতাবাড়ি সিএম হাইস্কুলে ওই শিবির হয়।

স্টেশন ফিডার রোডে স্বাস্থ্য দপ্তর এবং পুরনিগমের যৌথ প্রতিনিধিদলের অভিযান। সোমবার। ছবি : সূত্রধর

সুরিপাড়ায় 'বরযাত্রী' গজরাজ

সুভাষ বর্মন

শালকুমারহাট, ৭ জুলাই : ছাঁদনাতলায় বিয়ে চলছে। প্যান্ডেলের ভেতরে তখন বরযাত্রীরা খাচ্ছিলেন। হঠাৎ সেই বিয়েবাড়িতে যেন বরযাত্রী হিসেবে এসে হাজির গজরাজ! রবিবার রাতে আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের শালকুমার-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের সুরিপাড়া গ্রামের ঘটনা। জলদাপাড়ার জঙ্গল থেকে বেরিয়ে সেখানকার এক বিয়েবাড়িতে চলে আসে একটি নয়, জোড়া হাতি। একটি হাতি তো একেবারে বিয়েবাড়ির প্যান্ডেলের সামনে চলে এসেছিল। আরেকটি হাতি জঙ্গল ও গ্রামের সীমানায় দাঁড়িয়ে যেন পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছিল।

এমন ঘটনায় বিয়েবাড়িজুড়ে হুলুস্থুল পড়ে যায়। পরে অবশ্য গ্রামবাসী ও বনকর্মীদের চেষ্টায় হাতি দুটিকে জঙ্গলে ঢোকানো সম্ভব হয়। তারপর হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন বরযাত্রী ও কনের বাড়ির লোকজন। তবে হাতির হানায় কোনও ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। কিন্তু সোমবারও এলাকাবাসীর মধ্যে আতঙ্কের ছাপ স্পষ্ট।

জলদাপাড়া পূর্ব রেঞ্জের ধইধইঘাট বিটের পাশেই সুরিপাড়া গ্রাম। সম্প্রতি এই গ্রামে কয়েকবার গন্ডারও চলে এসেছে। আর হাতির হানা অবশ্য নতুন কিছু নয়। মাঝেমধ্যেই হাতি ঢোকে। তবে কোনও বিয়েবাড়ি বা সামাজিক অনুষ্ঠানের জায়গায় এভাবে হাতি চলে আসার ঘটনা আগে কখনও ঘটেনি বলে স্থানীয়রা জানিয়েছেন।

জলদাপাড়া পূর্বের রেঞ্জ অফিসার বিশ্বজিৎ বিশোইয়ের কথায়, 'রোজ রাতেই বনকর্মীদের টিম নজরদারি চালায়। ওখানে হাতি ঢোকার খবর পেয়েই বনকর্মীরা যান। বাকি রাত কড়া নজরদারি চলে। তাই পরে আর হাতি বের হয়নি। এমনিতে কোনও ক্ষয়ক্ষতির খবর নেই।' কনের বাবা প্রকাশ এনিয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি। বরের বাড়ি শালকুমার-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের নতুনপাড়া গ্রামে। নতুনপাড়া গ্রামও জলদাপাড়া জঙ্গল লাগোয়া। বুনোর আনাগোনা সম্পর্কে 'অভিজ্ঞ' তাঁরাও।

রবিবার সন্ধ্যা থেকেই বিয়েবাড়িতে ভিড় উপচে পড়ে। রাতে বরযাত্রীরা আসেন। ছাঁদনাতলায় বিয়ে চলতে থাকে। রাত তখন পৌনে দুটা। হঠাৎ চিৎকার, বিয়েবাড়ির দিকে তেড়ে আসছে হাতি। হইচই পড়ে যায়। কেউ কেউ প্রাণভয়ে লুকোনোর চেষ্টাও করেন। বিয়েবাড়িতে এলাকার লোকজন তো ছিলেনই। তাঁরাই প্রথমে হাতি তাড়ানোর চেষ্টা করেন। সমানে বাজি, পটকা ফাটানো হয়। হাতিকে সার্চলাইট দেখানো হয়। বনকর্মীরাও এলাকায় আসেন। তারপর সবার চেষ্টায় হাতিকে জঙ্গলে ঢোকানো সম্ভব হয়।

এই বিয়েবাড়িতেই রবিবার রাতে হাতি চলে এসেছিল।

বৈঠকে ববি

কলকাতা শহরে অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা খতিয়ে দেখতে সোমবার কলকাতা পুরসভায় বৈঠকে বসল টাস্ক ফোর্স। উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম, সুজিত বসু, অরূপ বিশ্বাস প্রমুখ।

ক্ষমতা কমল

রাজ্য পুলিশের গোয়েন্দা দপ্তরের এডিজি পদে থাকা জ্ঞানবন্ত সিংয়ের ক্ষমতা খর্ব করা হল। তাঁকে এই পদ থেকে সরিয়ে ট্রাফিক অ্যান্ড রোড সেফটি বিভাগের এডিজি পদে পাঠানো হয়েছে।

বাধ্যতামূলক

৯ জুলাই সর্বভারতীয় শ্রমিক ধর্মঘটের দিন নবান্ন সহ রাজ্যের সমস্ত সরকারি দপ্তরে কর্মীদের হাজিরা বাধ্যতামূলক করল রাজ্য সরকার। সোমবারই এই নিয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে নবান্ন।

বায়োশিল্ড

রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের উদ্যোগে ঝাড়গ্রামে সাত কিলোমিটার এলাকাজুড়ে বায়ো শিল্ড গড়ার কাজ শুরু হল। বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্ধমান ও বীরভূম জেলাতেও এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হবে।

ঘোষণা একুশে

ভোটের লক্ষ্যে জেলায় দায়িত্ব

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ৭ জুলাই : নিয়োগ দুর্নীতি, ২৬ হাজার শিক্ষকের চাকরি বাতিল সহ একাধিক ইস্যুতে চরম বিব্রত রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল। তাই আগামী বছর বিধানসভা নির্বাচনে দলের জয় অব্যাহত রাখতে এখন থেকেই জেলাভিত্তিক কমিটি গঠন করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল ঘাসফুল শিবির।

একুশে জুলাইয়ের সমাবেশ থেকেই জেলাভিত্তিক ওই কমিটির দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতাদের নাম ঘোষণা করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখান থেকেই বিধানসভা নির্বাচনের জন্য এখন থেকেই ঝাঁপিয়ে পড়তে নির্দেশ দেবেন তৃণমূলনেত্রী।

রবিবারই তৃণমূলনেত্রীর সঙ্গে একপ্রস্থ বৈঠক করেছেন অভিষেক। ওই বৈঠকেই জেলার কোন কোন নেতার নেতৃত্বে দল লড়াই করবে, তার তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে। বিধানসভা নির্বাচনে এবার তৃণমূলের পাখির চোখ উত্তরবঙ্গ ও মতুয়া অধ্যুষিত এলাকা। সেই কারণে সেখানে দলের নেতৃত্ব বাছাইয়ের ক্ষেত্রে চরম সতর্কতা নিয়েছেন দলের শীর্ষ নেতৃত্ব।

তৃণমূল সূত্রে খবর, কোচবিহারে রাজ্যের মন্ত্রী উদয়ন গুহকে সামনে রেখেই লড়াইয়ে নামবে দল। তবে তাঁকে সহযোগিতা করার জন্য দলের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে নাগ ও কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষকে দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে। সাংসদ জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়ার সঙ্গে উদয়নের সম্পর্ক ভালো। তাই তাঁকে উদয়নকে সঙ্গ দিতে বলা হয়েছে। আলিপুরদুয়ারে দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে জেলা সভাপতি প্রকাশ চিক বরাইককে। তাঁকে সহযোগিতা করবেন গঙ্গাপ্রসাদ শর্মা, সুমন কাঞ্জিলাল।

উল্লেখযোগ্যভাবে চরম কোণঠাসা করা হচ্ছে প্রাক্তন বিধায়ক সৌরভ চক্রবর্তীকে। জলপাইগুড়িতে দায়িত্বে থাকছেন জেলা সভানেত্রী মহুয়া গোপ। রাজ্যের মন্ত্রী বুলুচিক বরাইক তাঁকে সহযোগিতা করবেন। দার্জিলিং সমতলে গৌতম দেবের ওপরই ভরসা রাখছে দল।

উত্তর দিনাজপুর জেলায় কানাইলাল আগরওয়ালকে সামনে রেখে লড়াইয়ে নামতে চাইছে তৃণমূল। দক্ষিণ দিনাজপুরে বিপ্লব মিত্রকে সামনে রাখতে চাইছে দল। আবার মতুয়া অধ্যুষিত বনগাঁয় জেলা সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস ও রানাঘাটে শান্তিপুরের বিধায়ক ব্রজকিশোর গোস্বামীর ওপর ভরসা রাখছে দল। এই দুই নেতাই মতুয়া সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত।

একুশে জুলাইয়ের শহিদ সমাবেশ থেকে ওই নেতাদের নাম ঘোষণা করতে পারেন তৃণমূল সুপ্রিমো। এখন থেকেই যে বিধানসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি শুরু হবে, সেই বার্তা দেবেন তৃণমূলনেত্রী।

সম্ভাব্য নাম

- কোচবিহার- উদয়ন গুহ
- আলিপুরদুয়ার- প্রকাশ চিক বড়াইক
- জলপাইগুড়ি- মহুয়া গোপ
- দার্জিলিং সমতল- গৌতম দেব
- উত্তর দিনাজপুর- কানাইয়ালাল আগরওয়াল
- দক্ষিণ দিনাজপুর- বিপ্লব মিত্র

আকাশ ঘিরে মেঘ করেছে... সোমবার বীরভূমের সিউড়িতে তথাগত চক্রবর্তীর তোলা ছবি।

ভাইস প্রিন্সিপালের উপস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন

বহিরাগত আটকাতে নজর, ভীত অভিভাবকরা

রিমি শীল

কলকাতা, ৭ জুলাই : সাউথ ক্যালকাটা ল কলেজে গণধর্ষণের সময় ভাইস প্রিন্সিপাল নয়না চট্টোপাধ্যায় কি ক্যাম্পাসেই ছিলেন? কলেজের হাজিরা খাতায় সই দেখে সেই প্রশ্ন উঠেছে। ওই দিন কলেজের রেজিস্টারে তিনি ৯টা ৫০ মিনিটে এসেছিলেন বলে উল্লেখ আছে। কিন্তু ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে তাঁর কলেজ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় সেই ৯টা ৫০ মিনিটই থাকায়। যদিও সেই সময় এএম না পিএম, তা স্পষ্ট করা নেই।

ফলে মনোজিৎ মিশ্রের দুষ্কর্মের সময় ভাইস প্রিন্সিপালের উপস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। তাঁর কলেজে আসার এবং বেরোনোর সময় কীভাবে একই হল, তার জবাব মেলেনি। এব্যাপারে মন্তব্য করতে রাজি হননি নয়না চট্টোপাধ্যায়।

তিনি কলেজ থেকে বেরোনোর সময় সাংবাদিকরা প্রশ্ন করলে ভিড় ঠেলে চলে যান ভাইস প্রিন্সিপাল। ঘটনার দিন সন্ধ্যা সাড়ে ৭টা থেকে রাত ১১টা পর্যন্ত ছাত্রীর ওপর মনোজিতের নিগ্রহ চলে বলে অভিযোগ।

কলেজের রেজিস্টারের নথি উত্তরবঙ্গ সংবাদের হাতে রয়েছে। তাতে দেখা গিয়েছে, জুন মাসের ১ তারিখ থেকে ২৫ তারিখ পর্যন্ত রেজিস্টারে এএম, পিএমের উল্লেখ ছিল না। তবে বিস্ময়কর হল ২৬ জুন তা উল্লেখ করেন নয়না। ইনটাইমে সকাল সাড়ে ৯টা লেখা হয়েছে। পরে তা কেটে ১০টা ১৫ মিনিট করা হয়েছে। আউটটাইম লেখা ছিল ৮টা ৩০মিনিট। পরে তা কেটে হাফ ডে ছুটি নেওয়ার কথা লেখা হয়। এতেও সন্দেহ দেখা দিয়েছে।

সোমবার অবশ্য কসবার ওই কলেজ খুলেছে। পঠনপাঠন শুরু না হলেও ফর্ম ফিলাপ চলছে। ঠিক হয়েছে এখন থেকে কলকাতা পুলিশের জয়েন্ট কমিশনারের অনুমতি নিয়ে সকাল ৮টা থেকে দুপুর ২টো পর্যন্ত খোলা থাকবে কলেজ।

শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের জন্য একই সময় নির্ধারিত। কলেজ শেষ হলে স্থায়ী নিরাপত্তাকর্মী সমগ্র কলেজ পরিদর্শন করে মেন গেট বন্ধ করে দেবে। সকলকে পরিচয়পত্র দেখিয়ে ক্যাম্পাসে ঢুকতে হবে। বহিরাগত আটকাতে বিশেষ নজর দেওয়া হচ্ছে। অনুমতি ছাড়া কোনও অফিসিয়াল নথিপত্র নষ্ট করা যাবে না। কলেজের বাইরে পুলিশ প্রহরা থাকছে।

তবে ভীতি কাটেনি অভিভাবকদের। কসবার ঘটনায় এদিন উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। জানা গিয়েছে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্বর্তীকালীন উপাচার্যের সঙ্গে ঘটনাবলি সম্পর্কে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছেন তিনি। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে থাকা কলেজগুলির প্রশাসন যাতে নিয়মকানুন মেনে কঠোরভাবে তা পালন করে সেই বিষয়ে বলা হয়েছে।

সোমবার খোলার পর কড়া পুলিশি প্রহরায় চলছে কলেজে ঢোকা এবং বেরোনো। শুধু ফর্ম ফিলাপের কাজ হয়েছে। ছবি-আবির চৌধুরী।

প্রশ্ন যেখানে

- জুনের ১-২৫ পর্যন্ত রেজিস্টারে এএম, পিএমের উল্লেখ ছিল না
- ২৬ জুন তা উল্লেখ করেন নয়না
- ইন টাইম প্রথমে লেখা হয় সকাল সাড়ে ৯টা
- পরে তা কেটে হয় ১০টা ১৫ মিনিট
- আউট টাইম ছিল সাড়ে ৮টা
- পরে তা কেটে হাফ ডে ছুটির কথা লেখা হয়

হঠাৎ সুর বদল শুভেন্দুর

‘আমি অন্যদের ভোট চাই না তা নয়, পাই না- এটাই বাস্তব’

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ৭ জুলাই : নন্দীগ্রামে সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকায় দাঁড়িয়ে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বললেন, তিনি ‘অন্যদের’ও ভোট চান। সোমবার বিজেপির কন্যা সুরক্ষা যাত্রায় নন্দীগ্রামের তেরপেখিয়া বাসস্ট্যান্ড থেকে বয়াল দে রোড পর্যন্ত প্রায় তিন কিলোমিটার রাস্তা মিছিল করেন শুভেন্দু। মিছিলের শেষে সভায় শুভেন্দু বলেন, ‘আমি যে অন্যদের ভোট চাই না তা নয়, পাই না। এটাই কঠিন বাস্তব।’

রাজ্যে বিজেপির হিন্দুত্বের পোস্টারবয় বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। ২৬-এর বিধানসভা ভোটে হিন্দু ভোট একজোট করে রাজ্যে বিজেপির সরকার গড়াকেই পাখির চোখ করেছেন শুভেন্দু। সেই লক্ষ্যেই নিয়ম করে প্রতিটি সভা-সমিতিতে উগ্র হিন্দুত্বের বার্তা দিয়ে চলেছেন তিনি। সাম্প্রতিককালে একাধিকবার শুভেন্দু দাবি করেছেন, বিজেপির ভোট মানেই হিন্দু ভোট। সংখ্যালঘুরা বিজেপিকে ভোট দেয় না। বিজেপি মুসলিম ভোট প্রত্যাশাও করে না। কিন্তু সম্প্রতি নতুন রাজ্য সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পরই শমীক ভট্টাচার্য সংখ্যালঘুদের সম্পর্কে ভিন্ন সুরে বার্তা দিয়েছেন। বলেছেন, রাজ্যকে বাঁচাতে আমরা সংখ্যালঘুদেরও সমর্থন চাই। সংখ্যালঘু মুসলিমরা বিজেপির শত্রু নয়। বরং তৃণমূলের আমলেই রাজ্যে সংখ্যালঘুদের দুর্গতি বেড়েছে। ভোট রাজনীতির স্বার্থে তাদের ব্যবহার করতে গিয়ে মুসলিমদের একাংশকে অন্য অংশের বিরুদ্ধে লড়িয়ে দিচ্ছে তৃণমূল। শমীকের কথায়, মারছে মুসলমান, মরছে মুসলমান। মুসলিমদের বিষয়ে রাজ্য বিজেপির অবস্থানের এই পরিবর্তনের আবহে এদিন শুভেন্দুর এই মন্তব্য যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ।

এদিন নন্দীগ্রামের যে এলাকা দিয়ে মিছিল করেছেন শুভেন্দু, সেটি কার্যত মুসলিম অধ্যুষিত এলাকা। নন্দীগ্রাম বিধানসভার ভোটে এই বুথের ৮০০ ভোটের মধ্যে ৭৯০টি পেয়েছিল তৃণমূল। সিপিএম ৮, শুভেন্দু পেয়েছিলেন ২টি ভোট। সেই ঘটনার কথা মনে করিয়ে দিয়ে শুভেন্দু বলেন, ‘এলাকা দিয়ে আসার সময় ওদেরকে বললাম আজকের যে মিছিল তা যেমন আরজি করের অভয়ার জন্য, কসবা ল কলেজের নিগৃহীতা বোনটির জন্য, তেমনই আপনাদের বোমায় উড়ে যাওয়া তামান্নার জন্যও।’

বিজেপিতে যোগ দেওয়ার জন্যই মুসলিমরা যে তাঁকে ভোট দেয় না তা নিয়ে মনে ক্ষোভ রয়েছে শুভেন্দুরও। তারই প্রতিফলন এদিন শুভেন্দুর মুখে, ‘আমি যে অন্যদের ভোট চাই না তা নয়, পাই না। এটাই কঠিন বাস্তব।’

তবে পর্যবেক্ষকদের মতে কিছুদিন আগেও শুভেন্দুর মুখে এমন কথা শোনা যায়নি। মুসলিমদের ভোট না দেওয়াকে কার্যত উপেক্ষাই করেছেন তিনি। সেই জায়গা থেকে শুভেন্দুর এই ভাবান্তর যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

পদ্মে রদবদল খুব শীঘ্র

কলকাতা, ৭ জুলাই : রাজ্য বিজেপির নতুন সভাপতি হিসেবে শমীক ভট্টাচার্য নির্বাচিত হওয়ার পরেই সভাপতির ক্যাবিনেটে রদবদল আসন্ন হয়ে পড়েছে। এমনটাই মনে করছে বিজেপির একাংশ। সূত্রের খবর, ৫ সদস্যের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক পদে গুরুত্বপূর্ণ কিছু পরিবর্তন হতে পারে। ইতিমধ্যেই তা নিয়ে রাজ্যের সাধারণ সম্পাদক সংগঠন অমিতাভ চক্রবর্তীর সঙ্গে কথা বলেছেন শমীক। বিজেপির নিয়ম অনুযায়ী পুরোনো কমিটির ৫০ শতাংশ বহাল রেখে নতুন কমিটি করতে হবে। সেক্ষেত্রে ৫ সাধারণ সম্পাদকের মধ্যে ২ জনের পরিবর্তন করতে পারেন শমীক।

প্রাথমিকের মামলা

পার্শ্বশিক্ষকদের অবস্থান নিয়ে সংশয়

কলকাতা, ৭ জুলাই : ৩২ হাজার প্রাথমিক শিক্ষক সংক্রান্ত মামলায় পার্শ্বশিক্ষকদের অবস্থান নিয়ে সংশয় তৈরি হল। একক বেঞ্চের রায়ে তাঁরা প্রভাবিত হয়েছে কি না তা নিয়ে আদালতে প্রশ্ন উঠল। তৎকালীন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের বিচার প্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন তুলে পার্শ্বশিক্ষকদের একাংশের আইনজীবী দাবি করেন, এঁদের মধ্যে যাঁরা প্রাথমিক শিক্ষক, তাঁদের আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগও দেওয়া হয়নি। ডিভিশন বেঞ্চের প্রশ্ন, ‘আপনাদের বিরুদ্ধে তো অভিযোগ নেই, তাহলে আপনারা ভীত কেন?’

পার্শ্বশিক্ষকদের একাংশের আইনজীবীর দাবি, মোট শূন্য পদ ৪২৯৪৯ থেকে পার্শ্বশিক্ষকদের জন্য ১০ শতাংশ আসন সংরক্ষণ করা হয়েছিল। অর্থাৎ ৪২৯৫ আসনের মধ্যে ৩২০৫টি আসনে নিয়োগ হয়। এর মধ্যে ২৩৯ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও ২৯৬৬ জন কর্মসীমার মধ্যেই পর্ষদের নির্দেশ অনুযায়ী প্রশিক্ষণ নেন। পার্শ্বশিক্ষকদের নিয়মের বিধি আলাদা। তাই এদের আলাদা করে চাকরিতে বহাল থাকার নির্দেশ দিক। তাঁরা আদালতের কাছে বিচারপ্রার্থী। ‘ল্যান্ড লুজার’ ক্যাটেগোরির আইনজীবী দাবি করেন, এই বিভাগে নিয়োগে দুর্নীতির সম্ভাবনা নেই। তবে সংরক্ষিত আসনগুলির ক্ষেত্রে মোট আসনের তুলনায় কম প্রার্থী নিয়োগ পেয়েছেন। নিয়োগ প্রক্রিয়ার শেষে শূন্য পদ রয়ে গিয়েছে। এই সংরক্ষিত বিভাগে মোট আসনের চেয়ে প্রার্থী যেহেতু কম তাই কোনও দুর্নীতি না করেও তাঁরা চাকরি হারিয়েছেন।

কালীগঞ্জে কমিশন

কলকাতা, ৭ জুলাই : কালীগঞ্জে বোমার আঘাতে নিহত নাবালিকার বাড়িতে গেলেন জাতীয় মহিলা কমিশনের সদস্যরা। নাবালিকার মায়ের সঙ্গে দেখা করেন তাঁরা। তাঁদের দেখে কান্নায় ভেঙে পড়েন মৃতার মা।

তুমি না আমি... সোমবার কলকাতায় আবির চৌধুরীর তোলা ছবি।

সরকারি কর্তাকে হুমায়ুনের লাথির ভিডিও ভাইরাল

কলকাতা, ৭ জুলাই : রাজ্যের স্বাস্থ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী রেজিস্ট্রারকে ঘরে ঢুকে লাথি ও ঘুসি মারলেন ডেবরার তৃণমূল বিধায়ক প্রাক্তন আইপিএস অফিসার হুমায়ুন কবীর। ৩ জুলাইয়ের এই ঘটনার সিসিটিভি ফুটেজ এদিন নিজের এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করেছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সেই ভিডিওতে দেখা গিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী রেজিস্ট্রারের ঘরে ঢুকে তাঁকে শারীরিকভাবে নিগ্রহ করছেন হুমায়ুন। যদিও ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি ‘উত্তরবঙ্গ সংবাদ’।

> সহকারী রেজিস্ট্রার, প্রিন্সিপাল থেকে অধ্যাপক কাউকেই রেয়াত করছে না তৃণমূল। জগ ছুড়ে মারা থেকে শুরু হয়েছিল। কিছুদিন আগে সরকারি কলেজের এক প্রিন্সিপালকে থাপ্পড় মারা হয়েছে। এখানে লাথি মারা হয়েছে। প্রতিটি কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়কে লুম্পেনদের স্বর্গরাজ্যে পরিণত করেছে তৃণমূল।
>
> **সুকান্ত মজুমদার**

অভিযোগ অস্বীকার করেছেন হুমায়ুন।

শুভেন্দুর পোস্ট করা ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, রাজ্য স্বাস্থ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী রেজিস্ট্রার প্রলয় চক্রবর্তীর ঘরের চেয়ারে বসে আছেন হুমায়ুন। ঘরে ঢুকে নিজের চেয়ারে বসার পরই প্রলয়ের দিকে আঙুল উঁচিয়ে কিছু বলতে দেখা যায় হুমায়ুনকে। এরপরই চেয়ার ছেড়ে উঠে প্রলয়কে সপাটে লাথি মারেন তিনি। ঘটনার আকস্মিকতায় খানিকটা ঘাবড়ে গিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যেতে উদ্যত হওয়ায় তাঁর দিকে তেড়ে গিয়ে ঘুসি মারতে থাকেন হুমায়ুন।

এই ভিডিও পোস্ট করেই শুভেন্দু রাজ্যের সরকারি দপ্তরে আইনশৃঙ্খলা ও সুশাসন নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। মুখ্যমন্ত্রী ও প্রশাসনের উদ্দেশে শুভেন্দু বলেছেন, ‘সরকারি দপ্তরে কর্তব্যরত একজন আধিকারিকের ওপর এই ঘটনার পরও মুখ্যমন্ত্রী ও প্রশাসন নীরব কেন?’ কিছুদিন আগে অনুব্রত মণ্ডলও এক আইসিকে অশালীনভাবে গালিগালাজ করে হুমকি দিয়েছিলেন। তারপরও সেই ঘটনা নিয়ে বিশেষ তৎপরতা দেখায়নি প্রশাসন। শুভেন্দুর প্রশ্ন, বারবার এধরনের ঔদ্ধত্য দেখানোর পরও কি গোটা বিষয়টিকে চেপে দেওয়ার চেষ্টা করছে রাজ্য প্রশাসন।

পালটা আইনি পদক্ষেপের হুমকি

এদিনই সীতাইয়ের সভায় মন্ত্রী উদয়ন গুহ ও সাংসদ জগদীশ বাসুনিয়ার উপস্থিতিতে দলীয় কর্মীদের উদ্দেশে উদয়ন বলেন, ‘নির্বাচনে বিরোধীরা যাতে এজেন্ট দেওয়ার কথা ভাবতেও না পারেন সেই পরিস্থিতি তৈরি করতে হবে।’ হুমায়ুন, উদয়নদের সমালোচনায় সরব হয়েছেন সুকান্ত থেকে শুভেন্দু। শুভেন্দু-সুকান্তর মতে, এসবই হল তৃণমূলের সীমাহীন ঔদ্ধত্যের নমুনা। সহকারী রেজিস্ট্রারকে নিগ্রহ করার নিন্দা করে সুকান্ত মজুমদার বলেন, ‘সহকারী রেজিস্ট্রার, প্রিন্সিপাল থেকে অধ্যাপক কাউকেই রেয়াত করছে না তৃণমূল। জগ ছুড়ে মারা থেকে শুরু হয়েছিল। কিছুদিন আগে সরকারি কলেজের এক প্রিন্সিপালকে থাপ্পড় মারা হয়েছে। এখানে লাথি মারা হয়েছে। প্রতিটি কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়কে লুম্পেনদের স্বর্গরাজ্যে পরিণত করেছে তৃণমূল।’

নিগ্রহের শিকার হওয়া প্রলয় চক্রবর্তীর কাছে শুভেন্দুর আর্জি, ভয় না পেয়ে ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশ্যে আনুন। প্রয়োজনে আইনের শরণাপন্ন হন। যদিও গোটা বিষয়টি মিথ্যা বলে দাবি করে হুমায়ুন বলেন, ‘দলকে সবটা জানিয়েছি। এই মিথ্যাচার ও সম্মানহানির জন্য আমি ওঁর বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেব।’

অভিযোগ রাজন্যার বাবার দিকেও

নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ৭ জুলাই : হাওড়ার নরসিংহ দত্ত কলেজের ইউনিয়ন রুমে দীর্ঘ সময় ধরে নবাগত পড়ুয়াদের র‍্যাগিংয়ের অভিযোগের ভিত্তিতে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সহ সভাপতি শৌভিক রায়কে শোকজ নোটিশ পাঠাল তৃণমূল। তবে অভিযোগ অস্বীকার করেছেন শৌভিক। তৃণমূল ছাত্র পরিষদের নেত্রী রাজন্যা হালদারের বাবা ঋত্বিক হালদারের বিরুদ্ধেও সোমবার নিয়োগ দুর্নীতির অভিযোগ তুলে সরব তৃণমূল নেতাই। আশুতোষ কলেজে ‘হেড ক্লার্ক’ পদে কর্মরত দক্ষিণ কলকাতার তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতি সার্থক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে মনোজিৎ মিশ্রের ছবি ভাইরাল হওয়ায় বিতর্ক উসকেছিল ২৫ জুনের পরেই। ছবি সহ সার্থকের সম্পত্তির দীর্ঘ তালিকা তুলে ধরে বিজেপি এদিন সমাজমাধ্যমে দাবি করেছে, কলেজের প্রিন্সিপালের পরোক্ষ সমর্থনেই সার্থকের মতো ‘নেতা’দের বাড়বাড়ন্ত।

রাজ্যজুড়ে ‘মনোজিৎ মডেল’-এর ছায়া বাড়ায় যথেষ্ট দুশ্চিন্তায় তৃণমূল। নরসিংহ দত্ত কলেজের ঘটনায় সিপিএমের ছাত্র সংগঠন এসএফআই ২০২৩ সালে অভিযোগ জানিয়েছিল, পড়ুয়াদের ওপর দীর্ঘদিন ধরে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চালাতেন শৌভিক। র‍্যাগিংয়ের নামে চলত যৌন নিপীড়নও। ‘জিরো টলারেন্সে’ বিশ্বাসী তৃণমূল এই ঘটনায় এবার শৌভিককে কারণ দর্শানোর নির্দেশ দিল। তাঁর যুক্তি, ‘কলেজে ঢুকতে বারণ করা হয়নি আমাকে। এর আগে যখন অভিযোগকারিণী আমার নামে অভিযোগ জানিয়েছিলেন, তখন দলকে সব উত্তরই দিয়েছিলাম। ২০২৩ সালের পর থেকেই আমার কলেজে যাতায়াত বন্ধ। দলের শোকজের উত্তর শীঘ্রই লিখিতভাবে দেব।’ কলেজের অধ্যক্ষ সোমা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, ‘এর আগে পড়ুয়ারা যখন থানায় শৌভিকের বিষয়ে অভিযোগ করেন, তখনই পরিচালন সমিতি সিদ্ধান্ত নিয়ে তাঁর প্রবেশ বন্ধ করে দেয়।’

শোকজ শৌভিককে

নিয়োগ দুর্নীতির তালিকায় নতুনভাবে নাম জুড়ল রাজন্যার বাবা ঋত্বিকের। তৃণমূল নেতা মৃত্যুঞ্জয় পাল দাবি করেন, বাম আমলে পরীক্ষা ছাড়াই জয়পুরিয়া কলেজে নিযুক্ত হয়েছিলেন ঋত্বিক।

হাইকোর্টের রায়ে স্বস্তিতে শান্তনু

কলকাতা, ৭ জুলাই : কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে অবশেষে স্বস্তি পেলেন তৃণমূলের বহিষ্কৃত নেতা শান্তনু সেন। রাজ্য মেডিকেল কাউন্সিলের নির্দেশে দু’বছরের জন্য তাঁর রেজিস্ট্রেশন বাতিল হয়ে যায়। তার বিরুদ্ধে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন তিনি। সোমবার বিচারপতি অমৃতা সিনহা কাউন্সিলের নির্দেশ খারিজ করে মন্তব্য করেন, ‘এটি একটি নন স্পিকিং ক্রিপটিক অর্ডার।’ বিচারপতি নির্দেশ দেন, মেডিকেল কাউন্সিল এই বিষয়ে তদন্তের সমস্ত রিপোর্ট শান্তনু সেনকে পাঠাবে। তাঁর বক্তব্যও শুনতে হবে কাউন্সিলকে। ফলে শান্তনু আগের মতোই ডাক্তারি করতে পারবেন। আদালতের এই নির্দেশের পরে শান্তনু জানান, ‘ইয়ে

ডর মুঝে আচ্ছা লাগা। আদালত যোগ্য জবাব দিয়েছে। আমি রাজ্য মেডিকেল কাউন্সিলের সভাপতি হলে এখনই পদ ছেড়ে বাড়ি চলে যেতাম।’

শান্তনুর আইনজীবী বিশ্বরূপ ভট্টাচার্য অভিযোগ করেন, ২০ বছর ধরে শান্তনু প্র্যাকটিস করছেন। হঠাৎ কেন এই পদক্ষেপ করা হয়েছে। সভাপতি সাংবাদিক বৈঠক করে এই সিদ্ধান্ত জানিয়েছেন। বিচারপতি মন্তব্য করেন, ‘কেন আবেদনকারীর রেজিস্ট্রেশন বাতিল করা হচ্ছে তা জানানোর প্রয়োজন ছিল। কারোর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করতে হলে সমস্ত নিয়ম মেনে কারণ জানানো উচিত ছিল।’ মেডিকেলকে আগে শান্তনুর বক্তব্য শুনতে হবে, তার পরে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

বেবি কোলেকে বহিষ্কার তৃণমূলের

কলকাতা, ৭ জুলাই : খড়্গপুরে বামনেতা অনিল দাসকে প্রকাশ্যে জুতোপেটার ঘটনায় তৃণমূল ‘নেত্রী’ বেবি কোলেকে বহিষ্কার করল দল। শাসকদলের শোকজ নোটিশের উত্তর বেবি দেওয়ার পরেই এই সিদ্ধান্ত নিলেন দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সী। জেলা সভাপতি সুজয় হাজরাকে এই মর্মে চিঠি দিয়েছেন তিনি। দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও দলের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ‘জিরো টলারেন্স’ অবস্থানে বিশ্বাসী হওয়ায় কোনও অসামাজিক বা অশালীন কার্যকলাপ দল মেনে নেবে না বলেই জানিয়েছেন তৃণমূলের রাজ্য সহ সভাপতি জয়প্রকাশ মজুমদার।

জয়প্রকাশের কথায়, ‘দুর্ভাগ্যজনকভাবে বেবি কোলে আমাদের কর্মী বলে পরিচিত। বয়স্ক বামপন্থী নেতাকে অশালীন ও অসামাজিক ব্যবহার করার কারণে তাঁকে শোকজ করা হয়েছিল। আমাদের দলের অনুশাসন খুবই কঠোর।’ কটাক্ষ করেন সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুজন চক্রবর্তীও। তাঁর মত, ‘এটা কোনও ব্যবস্থাই নয়। ঘটনার পর ১৫ দিন পেরিয়ে গেলেও পুলিশ গ্রেপ্তার করল না কেন? খড়্গপুরের মানুষের প্রতিক্রিয়ার জন্যই তাঁকে কাঁধ থেকে ঝেড়ে ফেলল তৃণমূল।’ সোমবার মেদিনীপুরে ২১ জুলাইয়ের প্রস্তুতি বৈঠকে যোগদান করে এই সিদ্ধান্ত জানিয়েছেন জয়প্রকাশ। বেবি এই ঘটনায় কোনওরকম অনুতাপ প্রকাশ না করায় দল এমন সিদ্ধান্ত গ্রহণে বাধ্য হয়েছে। অনিল বলেন, ‘খড়্গপুরের বাসিন্দাদের প্রতিবাদে ও সমাজের অন্যান্য স্তর সরব হওয়ার জন্যই দল দেরিতে হলেও এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আমি খুশি।’

■ ৪৬ বর্ষ ■ ৫১ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ২৩ আষাঢ় ১৪৩২

অস্থিরতাও কৌশল

আমেরিকা এখন এক নতুন রাজনীতির সাক্ষী। যাকে নীতি বা নির্দিষ্ট ভাবনা বলে সংজ্ঞায়িত করা মুশকিল। আপাতদৃষ্টিতে খামখেয়ালি, একরোখা ও উদ্ভট চিন্তা বা কার্যকলাপ পৃথিবীর অন্যতম শক্তিধর দেশকে পরিচালিত করছে। যাকে ট্রাম্প 'সিনড্রোম' বলা যেতে পারে। যেখানে কোনও কিছু আগাম আঁচ করা কঠিন। আবার কোনও অবস্থানের স্থিরতাও তেমন নেই। এই রাজনীতির ধরনের নির্দিষ্ট নামকরণ করা কঠিন। যদিও কেউ কেউ একে দক্ষিণপন্থী জনপ্রিয়তাবাদ বলছেন।

এই জনপ্রিয়তাবাদে দেখানো হচ্ছে, আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নিজের মেজাজ-মর্জিমতো যা খুশি তাই করছেন। যেমন ইরানের বিরুদ্ধে আমেরিকার যুদ্ধ সম্ভাবনা নিয়ে প্রথমে তাঁর মন্তব্য ছিল হেঁয়ালিতে ভরা। তিনি বলেছিলেন, 'কেউ জানে না আমি কী করব। আমি এটা করতেও পারি, নাও করতে পারি।' এটা বলতে তিনি যুদ্ধের প্রতি ইঙ্গিত করেছিলেন মনে হয়। তারপর দু'সপ্তাহ চিন্তাভাবনা করবেন বলেও শেষে ইরানকে আক্রমণ করে বসলেন।

বিভিন্ন দেশের সঙ্গে শুল্ক-সংঘাত নিয়ে তাঁর মন্তব্য ও পদক্ষেপ এমনই অসংগতিতে ভরা, যাকে কোনও পরিস্থিতিতে নির্ভর করা মুশকিল। ডোনাল্ড ট্রাম্পের কথা, নীতি বা ঘোষণা ইত্যাদি কোনও কিছুর ধারাবাহিকতা নেই। তাই আগে থেকে কোনও কিছু অনুমান করা কঠিন। খামখেয়ালিপনাকে তিনি কার্যত নীতি বানিয়ে ফেলেছেন। যে নীতি শুধু তাঁর দেশ নয়, বিশ্বকে প্রভাবিত করে চলেছে।

মনে করার কারণ নেই যে, এইসব নিছক পাগলামো কথা বা অস্থিরমতি পদক্ষেপ। এর পিছনে আছে দেশের ভেতরে বা বাইরে প্রতিপক্ষকে চাপ দিয়ে হোক, ভয় পাইয়ে হোক বশে রাখার কৌশল। এমনকি, আমেরিকার বন্ধু দেশগুলির সম্পর্ক ট্রাম্প একইভাবে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছেন। যেমন হঠাৎ মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলে বসলেন কানাডার তো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্য হওয়া উচিত। কিংবা প্রেসিডেন্ট হওয়ার পরপরই তাঁর গ্রিনল্যান্ড দখল করার লক্ষ্যে সামরিক শক্তি ব্যবহারের মন্তব্যটি স্মরণ করা যেতে পারে।

এ ধরনের মন্তব্য অনেকটা কর্তৃত্ববাদের লক্ষণ। কোনও জাতির আত্মপরিচয়ের সমস্যা কিংবা কোনও দেশে অর্থনীতির সংকট দেখা দিলে বা রাজনৈতিক-সামাজিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হলে অনেক সময় কর্তৃত্ববাদকে মানুষ মেনে নেয়। ডোনাল্ড ট্রাম্প সেই তত্ত্ব অনুযায়ী চলছেন। আপাতদৃষ্টিতে অগণতান্ত্রিক, অমানবিক ইত্যাদি মনে হলেও এই ধরনের কর্তৃত্ববাদ কখনো-কখনো মানুষ গ্রহণ করে।

ট্রাম্পের 'আমেরিকা ফার্স্ট' নীতি প্রকৃতপক্ষে উগ্র জাতীয়তাবাদী চেতনার বীজ বুনে দেওয়ার কৌশল। এতে ব্যক্তিস্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের অবক্ষয় ঘটলেও মানুষ মেনে নেয়। ডোনাল্ডের মতো শাসকরা সেই সুযোগ গ্রহণ করেন ভোটে জিততে ও ক্ষমতায় টিকে থাকতে। ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু সেই একই কারণে দেশবাসীর একাংশের বিরোধিতা সত্ত্বেও দেশের ওপর যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়েছেন শুধু নয়, অহেতুক যুদ্ধ চালিয়ে যেতে অনড়।

বিশ্বে একটা যুদ্ধং দেহি পরিস্থিতি জিইয়ে রাখা ট্রাম্পের অন্যতম লক্ষ্য। এতে অস্ত্র ব্যবসা বাড়বে, প্রযুক্তির কেনাবেচা হবে। রিয়েল এস্টেটের কারবারি ট্রাম্প অনেক হিসেব কষে বিশ্বজুড়ে অস্থিরতার পরিবেশ বজায় রাখতে মরিয়া। বরের ঘরের মাসি, কনের ঘরের পিসির মতো তিনি কখনও একতরফা যুদ্ধবিরতির নিদান দিচ্ছেন আবার কখনও যুদ্ধে প্ররোচনা জোগাচ্ছেন। ইজরায়েল, ইরান যুদ্ধ বন্ধ করলেও গাজায় হামলা বন্ধ করতে কিন্তু তিনি তেল আভিভকে বাধ্য করছেন না।

আপাতদৃষ্টিতে যাকে ট্রাম্পের অনিশ্চয়তার নীতি মনে হয়, সেটাই আসলে তাঁর 'ট্রাম্প কার্ড।' এভাবে তিনি দেশের মানুষকে ও বাইরের প্রতিপক্ষকে বিভ্রান্ত করে রাখতে চান। এই কৌশলে তিনি নিজেকে আমেরিকাবাসীর স্বার্থ সুরক্ষার পাহারাদার হিসেবে দেখাতে চান, অন্যদিকে ভিন্নমতাবলম্বীদের স্বার্থপর বলে দেগে দেন। বর্তমান বিশ্বে ট্রাম্প কৌশল এক নতুন প্রবণতা, যা শাসকের নিজের সুরক্ষার অন্যতম অস্ত্র হয়ে উঠবে দিনে দিনে।

অমৃতধারা

একাগ্রতা সাধনে প্রথম করণীয় কাজ হল চঞ্চল মনকে সর্বদা শিক্ষা দেওয়া যেন সে কোনও একটিমাত্র প্রসঙ্গ সম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট মননের একটি মাত্র ধারা স্থির ও অচঞ্চলভাবে অনুসরণ করায় অভ্যস্ত হয়, আর এ তার করা চাইই এমনভাবে, যাতে তার মনোযোগ বিচ্যুত করার সকল প্রলোভন ও প্রতিকূল আহ্বান অগ্রাহ্য করে অবিক্ষিপ্ত থাকে। আমাদের সাধারণ জীবনে এরকম একাগ্রতা প্রায়ই আসে, কিন্তু মনকে নিযুক্ত রাখার জন্য যখন কোনও বাহ্য বস্তু বা ক্রিয়া থাকে না তখন আন্তরভাবে এই একাগ্রতা সাধন আরও দুরূহ হয়ে ওঠে, অথচ এই আন্তর একাগ্রতাই জ্ঞানসাধকের অবশ্য সাধ্য। যার একমাত্র উদ্দেশ্য হল অবধারণ করা ও প্রত্যয়গুলোকে বুদ্ধিগতভাবে যুক্ত করা।

- শ্রীঅরবিন্দ

নিজস্ব ছটায় শেষ দিন পর্যন্ত স্বতন্ত্র

জন্মদিনে আজ জ্যোতি বসুকে ফিরে দেখা। জ্যোতিহীন সিপিএমকে টেনে তুলতে পারেন এমন নেতা কই?

আশিস ঘোষ

কমরেড স্তালিন কি হাসেন? সোভিয়েত জমানায় চালু রসিকতা ছিল, রুশ নেতাকে কেউ নাকি কখনও হাসতে দেখেননি। মোটা গোঁফের আড়াল ভেদ করে হাসি আর সর্বসমক্ষে আসত না। জ্যোতি বসুকে নিয়ে এমনই ঠাট্টা চালু ছিল সাংবাদিক মহলে। তিনি গম্ভীর, আর পাঁচজনের মতো নন। তাঁকে প্রকাশ্যে আড্ডা মারতে কিংবা হো হো করে হাসতে কেউ দেখেছেন বলে শুনিনি। তবে নিজস্ব বন্ধুদের বৃত্তে তিনি যে বেশ জমিয়ে আড্ডা মারতেন শুনেছি সে কথাও।

তিনি আলাদা। তিনি স্বতন্ত্র। অন্য নেতারা দাদা হলেও একমাত্র বাবু ছিলেন জ্যোতিবাবু। তাঁকে হাতেগোনা জনাদুয়েক সাংবাদিক ছাড়া কেউ জ্যোতিদা বলে ডেকেছেন এমনটা শুনিনি কখনও। একটা কমিউনিস্ট পার্টির নেতা হয়েও তাঁর উপর সর্বদা ছিল আলো। তিরুবনন্তপুরম পার্টি কংগ্রেসে দেখেছি, মঞ্চে তাঁর জন্য আলাদা চেয়ার। বাকি তাবড় সব নেতা বেশ কিছুটা তফাতে। অন্য কেউ হলে বলাবলি হত। জ্যোতিবাবু বলেই কেউ উচ্চবাচ্য করেনি। তাঁকে ওই তফাতে থাকাটাই মানাত।

সাদা পাটভাঙা ধুতি, পাঞ্জাবি, ঝকঝকে জুতোয় বরাবর তিনি ফিটফাট। পাঞ্জাবিতে সামান্য ভাঁজও কেউ কখনও দেখেনি। তিনি তবুও শ্রমিক, কৃষকদের পার্টির অবিসংবাদিত নেতা। তার উপর তিনি ছিলেন বিলেত ফেরত ব্যারিস্টার। এই আভিজাত্য ছিল না আর কারও। তাঁকে সমীহ করত সবাই। সেই সময় থেকে তাঁর ঘনিষ্ঠ বৃত্তে ভূপেশ গুপ্ত, স্নেহাংশু আচার্যের মতো বিলেত ফেরতরা। আরেক ব্যারিস্টার সিদ্ধার্থশংকর রায় তাঁকে বিধানসভার মধ্যেই তাঁর ডাকনাম 'গদা' বলে ডাকতেন। তা নিয়ে আপত্তি জানাতেন দলের অন্য বিধায়করা। দেশে ফিরে লেগে গেলেন পার্টির কাজে। ব্যারিস্টার হয়েও কলকাতা হাইকোর্টে ওকালতি করেননি তিনি। তখন থেকেই পার্টির হোলটাইমার। প্রথমে কলকাতা বন্দর, তারপর রেল ইউনিয়নের কাজ। সেখানেই হুমায়ুন কবিরকে হারিয়ে রেল কেন্দ্র থেকে জিতে আইনসভায়। আর পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি। সকলের নজরে পড়েন তখন থেকেই। বিরোধী কমিউনিস্টদের মধ্যে তিনি ছাড়া রতনলাল ব্রাহ্মণ আর রূপনারায়ণ রায় ছিলেন। জ্যোতিবাবুর পাশে তাঁরা নিতান্তই সাদামাঠা। তখন থেকে একটানা বিধানসভা তাঁর কর্মক্ষেত্র। একমাত্র বাহাত্তর সালে বরানগরে হারা ছাড়া টানা তিনি বিধায়ক। দু'বার উপমুখ্যমন্ত্রী, তারপর রেকর্ড ভাঙা মুখ্যমন্ত্রিত্ব '৭৭ সাল থেকে।

বিরোধী নেতা থাকার সময় কংগ্রেসি মুখ্যমন্ত্রী বিধান রায়ের অঢেল স্নেহ পেয়েছিলেন। তাঁকে আলাদা নজরে দেখত সবাই। বিধান রায়ের বাড়ি গিয়ে বিধানসভায় কী বলবেন, কীভাবে বলবেন তা নিয়ে আলোচনা পরামর্শ করতেন। একবার গ্রেপ্তারি এড়াতে বিধানবাবুর প্রশ্রয়ে থেকে গিয়েছিলেন বিধানসভার মধ্যেই। কমরেডদের কাছেও তিনি অনেক দূরের মানুষ। তাঁকে ব্রিগেডের মঞ্চে দেখতে ছুটে আসতেন লাখ লাখ মানুষ। খুব যে ভালো বক্তা ছিলেন তা নয়। সোমনাথ লাহিড়ী, হরেকৃষ্ণ কোঙারদের মতো আগুনখোর বক্তা ছিলেন না। কথাও বলতেন অনেকটা খাপছাড়া, বাক্য সম্পূর্ণ না করে। কী বলতে চাইছেন তা বুঝে নিতে হত। তবু তিনিই ছিলেন যে কোনও জনসভার সেরা আকর্ষণ। তাঁর ভাষণ শেষ হতেই ফাঁকা হতে শুরু করত ময়দান। কোনও দিন তাঁর মুখে তত্ত্বকথা বা মার্ক্সীয় লব্জ বিশেষ শুনিনি। তিনি বরাবরই প্র্যাকটিকাল, পার্টির সাতরকম দলিল দস্তাবেজের তোয়াক্কা করেননি। আর ছিল অসাধারণ কাণ্ডজ্ঞান। তবু তিনি জননেতা, কমিউনিস্ট পার্টিতে তিনি ব্যতিক্রম। তাঁর থেকে অনেক বেশি মার্কসবাদ চর্চা করা অন্য নেতারা জনপ্রিয়তায় তাঁর ধারেকাছে আসেননি।

এই আকর্ষণ অটুট ছিল শেষপর্যন্ত। কমিউনিস্ট পার্টিতে দলের উপরে কোনও ব্যক্তি নয়, মানা হয়েছে কড়াভাবে। ব্যক্তিপুজো নিষিদ্ধ। ব্যতিক্রম কাকাবাবু মুজফফর আহমেদ। একমাত্র তাঁর জন্মদিন পালন করা হয়। আর ব্যতিক্রম জ্যোতিবাবু। দলের মধ্যে কোন অঙ্কে কে জানে, দলে অবহেলিত সুভাষ চক্রবর্তী ঘটা করে পালন করতেন জ্যোতিবাবুর জন্মদিন। সকাল থেকে তাঁর স্ত্রী রমলার অরাজনৈতিক সংগঠনের আড়ালে সল্টলেকের বাড়িতে ফুল হাতে হাজির হতেন বহু মানুষ। তার আগে এই সুভাষবাবুই 'নব বাংলার নব রূপকার' স্লোগান দিয়ে জ্যোতিবাবুর মুখ দিয়ে বড় বড় পোস্টার ছাপিয়ে দেওয়াল ভরিয়ে দিয়েছিলেন। এমনকি ভাবশিষ্য সুভাষের আয়োজনে হোপ ৮৬ জলসায় হিমের রাতে মাথায় বাঁদুরে টুপি পরে বসেছিলেন বহুক্ষণ। কেউ কোনও প্রশ্ন তোলেনি। কারণ তিনি জ্যোতি বসু। অথচ এসব অপসংস্কৃতি বলে দাগিয়ে দেওয়া দলের একাংশ থেকে।

প্রকাশ্যে সংবাদপত্রে তাঁকে প্রধানমন্ত্রী না করার পার্টির সিদ্ধান্তকে 'হিমালয়ান ব্লান্ডার' বলে জানিয়েছিলেন। তাঁর জায়গায় অন্য যে কেউ বললে নিশ্চিত তাঁর গর্দান যেত। কিন্তু তাঁর কিছু হয়নি। প্রকাশ কারাতদের হিম্মত হয়নি শোকজ করার। কারণ তিনি জ্যোতি বসু। ১৯৬৪ সালে পার্টি দু'ভাগ হওয়ার পর থেকে তিনি সিপিএমে একমেবাদ্বিতীয়ম। দলের রাজ্য সম্পাদক হিসেবে একমাত্র প্রমোদ দাশগুপ্ত ছিলেন ওজনদার। শোনা যায়, মতবিরোধে একসময় কিছুদিন কথা বন্ধ ছিল দুজনের। অন্যরা উচ্চতায় ধারেকাছে ছিলেন না কেউই। সরোজ মুখোপাধ্যায় থেকে অনিল বিশ্বাস তুলনায় অনেক কমজোরি। কেউই তাঁর মুখের ওপর কোনও কথা বলতেন না। এমনকি, শরিক দলের প্রবীণ নেতাদেরও ধমকে চুপ করিয়ে দিতেন। কেউ কিছু বেয়াড়া কিছু বললে বলতেন, পারবেন ফ্রন্ট ছেড়ে দিয়ে একা লড়ে জিতে আসতে? পারবেন লালবাতি আর পুলিশের স্যালুট ছেড়ে দিতে?

তাঁর আমলে লোডশেডিং ছিল ধরাবাঁধা। এক হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যাল আর বক্রেশ্বরের তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র ছাড়া আর কী কী হয়েছে হাতড়ে বেড়াতে হয়। তবু শিল্প আনতে নিয়ম করে তিনি বিলেতে ছুটি কাটাতে যেতেন ফি বছর। কেউ প্রশ্ন করেনি তিনি কত লগ্নি এনেছেন তা নিয়ে। বরং পশ্চিমবঙ্গে নয়া শিল্পনীতি তৈরি হয়েছিল তাঁরই উদ্যোগে। শিল্পপতিদের লগ্নিতে উৎসাহিত করতে বেশ কিছু ছাড় দেওয়া হয়েছিল সেই নয়া নীতিতে। পার্টির ভিতরে নানা লবির আপত্তি থাকলেও তা ধোপে টেকেনি। তাঁর ছেলে চন্দন যে কোম্পানিতে কাজ করতেন সেই কোম্পানি কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে পড়লে যিনি ফাইল আটকে দিয়েছিলেন সেই মন্ত্রী যতীন চক্রবর্তীকেই উলটে পদত্যাগ করতে হয়েছিল। কারণ তিনি জ্যোতিবাবু।

একবার শোনা যায় সুভাষ চক্রবর্তীর উদ্যোগে সিপিএম ছেড়ে অন্য দল গড়ার চেষ্টায় জড়িয়ে পড়েছিলেন তিনি। একেবারে শেষমুহূর্তে পিছিয়ে আসেন তিনি। অনেক ব্যাপারে শেষদিকে পার্টির কাজে খানিকটা বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন। বিশেষ করে কারাত কোম্পানির উপর। সিপিএমের সবথেকে প্রাচীন এই নেতা দিল্লিতে শিকড়হীন কেতাবি নেতাদের দাপাদাপি পছন্দ করতেন না। হরকিষেন সিং সুরজিৎ আর তিনি দিল্লিতে বহুবার বিরোধী জোটের বিপদ সামলেছেন। পরের দিকে সে ভূমিকায় আর তেমন সক্রিয় হতে দেখা যায়নি তাঁকে। এখানে সিঙ্গুর আন্দোলনের সময় দলের সরকারের কাজকর্মে অসন্তুষ্ট ছিলেন জ্যোতিবাবু। বামফ্রন্টের বৈঠকে ধমক দিতেন তিনি। তাঁর অভিজ্ঞতায় বুঝেছিলেন, যা হচ্ছে ঠিক হচ্ছে না।

আসলে এত দীর্ঘ এক রাজনৈতিক জীবনে তাঁকে নিয়ে বিতর্ক থাকবে এটা স্বাভাবিক। নানা লোকে নানা কথা বলবে। দুর্নীতির যেটুকু অভিযোগ উঠেছে তা তাঁর ছেলেকে নিয়ে। তা যতটা দুর্নীতির ততটাই স্বজনপোষণের। তবে এ কথা ঠিক, তাঁর মাপের বাঙালি নেতা দিল্লিতে আর কেউ নেই। অন্য সবাই তাঁর কথা শুনবে, মানবে এমন হেভিওয়েট নেতা কোনও দলেই আর নেই। প্রণব মুখোপাধ্যায়ের পর বিরোধী জোটের ঝামেলা মেটাতে বাংলা থেকে দিল্লিতে আর কেউ কি ডাক পাবেন? জনপ্রিয়তায় জ্যোতি বসুকে টক্কর দিতে পেরেছেন একমাত্র মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁকে একসময় চুলের মুঠি ধরে রাইটার্স থেকে বের করে দিয়েছিল জ্যোতিবাবুর পুলিশ। মানুষ তার বদলা নিয়েছে ৩৪ বছরের বাম শাসন শেষ করে। সিপিএম ক্ষইতে ক্ষইতে এখন শূন্য। এখন জ্যোতিহীন সিপিএমকে টেনে তুলতে পারে এমন নেতা কই?

(লেখক সাংবাদিক)

আজ

২০০১

আজকের দিনে প্রয়াত হন কথাসাহিত্যিক অমিয়ভূষণ মজুমদার।

১৯৭২

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন ক্রিকেটার সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়।

আলোচিত

পরিষ্কার করে ইউনূস সরকারকে বলতে চাই, অন্য দলকে বলতে চাই, নির্বাচন যত দেরি হবে, বাংলাদেশ তত পিছিয়ে যাবে। বিনিয়োগ আসবে না। আমার মায়েরা, মেয়েরা নিরাপত্তা হারাবে। মবোক্রেসি বাড়বে, বিচার ব্যবস্থা ও আইনশৃঙ্খলা ভেঙে পড়বে।

- মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর (বিএনপি নেতা)

ভাইরাল/১

বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের প্রার্থনার মধ্যে একটি ছোট্ট কুকুর দুষ্টুমি শুরু করে। একজন সন্ন্যাসীর কাছে গেলে তিনি কুকুরটিকে সরিয়ে দেন। সেটি তখন এক খুদে সন্ন্যাসীর কাছে গিয়ে তার পোশাক ধরে টানতে থাকে। ভাইরাল ভিডিও।

ভাইরাল/২

শপিং মলে খেলছিল বাচ্চাটি। তার মতো উচ্চতার এক ব্যক্তিকে দেখে সমবয়সি বন্ধু ভেবে খেলতে চায় সে। তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠেন তিনি। শিশুর বাবা-মা তাঁকে শান্ত করার চেষ্টা করেন। কিছু না বুঝে তাকিয়ে থাকে অবোধ শিশুটি।

জনমন জনমত

ধুবড়ি-তুফানগঞ্জ-কলকাতা সুপারফাস্ট ট্রেন চাই

উত্তরবঙ্গের দীর্ঘদিনের দাবি তুফানগঞ্জ থেকে সরাসরি কলকাতা যাওয়ার একটি ট্রেনের। এই ট্রেনের দাবিতে সংবাদপত্রে যেমন অনেক লেখালেখি হয়েছে, তেমনই তুফানগঞ্জ রেলস্টেশনে অনেকবার গণস্বাক্ষর সংবলিত আবেদন ও স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে। এমনকি এই নিয়ে তুফানগঞ্জ নাগরিক মঞ্চ একাধিকবার আলিপুরদুয়ার ডিআরএম অফিসে বৈঠকও সেরেছে। কিন্তু লাভ কিছুই হয়নি।

অসমের ধুবড়ি জেলা ও তুফানগঞ্জে রেললাইন ও রেলস্টেশন থাকলেও এখান থেকে কলকাতা যাওয়ার সরাসরি কোনও ট্রেন নেই। এখানকার যাত্রীদের হয় নিউ কোচবিহার, না হয় নিউ আলিপুরদুয়ার গিয়ে কলকাতা যাওয়ার ট্রেন ধরতে হয়। বেশিরভাগ ট্রেনের সব ধরনের টিকিট প্রায় এক মাস আগেই বিক্রি হয়ে যায়। তাই যাত্রীদের চাহিদা মেটাতে ধুবড়ি থেকে কলকাতা যাওয়ার আরও একটি ট্রেনের বিশেষ প্রয়োজন। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট আধিকারিক এবং সাংসদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

রত্না চক্রবর্তী, তুফানগঞ্জ।

রাস্তায় কফ-থুতু, জরিমানা হোক

শিলিগুড়ির বিভিন্ন রাস্তায় হাঁটতে গেলে বড় ঘেন্নার উদ্রেক হয়। রবীন্দ্রনগর, সুভাষপল্লি, কোর্ট মোড়, বিধান রোড সহ বিভিন্ন রাস্তার মাঝখানে কফ, থুতু, পানের পিক ফেলেন কিছু বিশৃঙ্খল মানুষ। তাঁদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে এতটুকু জ্ঞান নেই ভাবলে অবাক লাগে। কিছু রুচিহীন মানুষ ভাবেন এটা তাঁদের নৈতিক অধিকার। আর তাই টোটো থেকে, রিকশা থেকে বা হেঁটে চলার সময় অনায়াসে রাস্তার মাঝখানে থুতু ফেলেন।

সবচেয়ে অবাক লাগে, শিলিগুড়ি পুরনিগম এব্যাপারে একদম চুপচাপ। রাস্তা পরিষ্কার রাখা নিয়ে কোনও বিজ্ঞপ্তি বা নির্দেশ নেই। মেয়রের কাছে অনুরোধ, এই বিষয়ে একটু নজর দিন। শহরজুড়ে বিজ্ঞপ্তি জারি করুন। যারা শহর নোংরা করছে তাদের জরিমানা করুন। নোংরা থেকে শহরবাসীকে মুক্তি দিন।

তাপসকুমার দত্ত, ১ নম্বর ডাবগ্রাম, শিলিগুড়ি।

স্টপ চাই

উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস যা শিয়ালদা থেকে যাত্রা শুরু করে সুদূর প্রান্তিক স্টেশন বামনহাট পর্যন্ত যাতায়াত করে। ট্রেনটি কোচবিহার স্টেশন হয়ে যাতায়াত করলেও এই স্টেশনে ন্যূনতম দু'মিনিট দাঁড়াতেও অপারগ। এ ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ সম্পূর্ণ উদাসীন। এই অবস্থায় আমার অনুরোধ, উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস যাতে কোচবিহার স্টেশনে অন্তত দু'মিনিট দাঁড়ায় সেই ব্যবস্থা করা হোক। এতে সকলেই উপকৃত হবেন।

তাপসকুমার মৈত্র
হাজরাপাড়া, কোচবিহার।

পর্যটন ছাড়াও উত্তরবঙ্গের ভাঁড়ার সমৃদ্ধ

ভাওয়াইয়া গান, কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি, ভৌগোলিক অবস্থান। অথচ পর্যটন ছাড়া সেসব নিয়ে সেভাবে কথা হয় না।

তিতীর্ষা জোয়ারদার

গরম বা শীতের ছুটি মানেই, ভ্রমণের হাতছানি। সেক্ষেত্রে পছন্দের ট্রাভেল স্পট হিসেবে বহু মানুষের কাছেই উত্তরবঙ্গ হট ফেভারিট। ডুয়ার্সের ওয়াইল্ডলাইফ সাফারি হোক বা দার্জিলিংয়ে ম্যাল, পর্যটনে উত্তরবঙ্গ অনেকটা এগিয়ে। কমন ডেস্টিনেশন ছাড়াও অফবিট জায়গাগুলি ইদানীং পর্যটকের নজর কাড়ছে বেশি।

বলাবাহুল্য, পাহাড়, নদী এবং জঙ্গল দিয়ে ঘেরা উত্তরের এই পর্যটন, এর বাইরেও তার কিছু পরিচয় আছে। পশ্চিমবাংলার প্রধান পর্যটনকেন্দ্র হিসেবে পরিচিতি কিংবা পর্যটনশিল্পে এ অঞ্চলের মাহাত্ম্যকে বাদ দিলেও, ভৌগোলিক এবং রাজনৈতিক, দুইদিক থেকেই এর গুরুত্ব আছে। শিলিগুড়ি করিডর বা চিকেনস নেক প্রসঙ্গটা মাঝে মাঝেই খবরের শিরোনামে আসে। সাম্প্রতিককালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের আবহেও চিকেনস নেক নিয়ে আলোচনা ছিল খবরের শিরোনামে। পাশাপাশি উত্তর-পূর্ব ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের সঙ্গে ব্যবসা, আমদানি-রপ্তানির কারণে শিলিগুড়ির ব্যবসায়িক গুরুত্ব অনেকটাই। নেপাল, চিন এবং বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক সীমারেখার কাছাকাছি আছি আমরা। তাই আমার ধারণা, যখনই প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে যুদ্ধের টেনশন তৈরি হবে, শিলিগুড়ির নাম আলোচনায় চলে আসবে বারবার।

শিলিগুড়িকে অনেকে ব্যবসার শহর বলেন। ব্যবসার কারণে দেশের কিংবা রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বহু মানুষ এখানে আসেন, ফলে লক্ষ করলে বোঝা যাবে শিলিগুড়িতে হোটেল ব্যবসার রমরমা আছে। এছাড়া চা এবং কাঠের ব্যবসায় একটা বৃহৎ অংশে উত্তরবঙ্গের অবদান তো সুবিদিত। তবে চা বলতেই অনেকে ভাবেন দার্জিলিং-এর কথা, দার্জিলিং ছাড়াও, পাহাড়ের ও তরাইয়ের বহু চা বাগানের যথেষ্ট সুনাম আছে।

নতুন আঙ্গিকে।। কোচবিহারে ভাওয়াইয়া পরিবেশন।

লিখতে গিয়ে আমার মনের খুব কাছের জেলা মালদার কথা চলেই আসবে। মালদা জেলার আমের ব্যবসার কথা সকলেই জানেন, প্রসিদ্ধির কারণে ওখানকার আম চলে যায় দেশ এবং বিদেশের বহু প্রান্তে। তবে আমের বাইরেও মালদা সংলগ্ন গৌড়, আদিনার অবস্থানের আলাদা গুরুত্ব আছে। ফলে মালদা জেলা ঐতিহাসিক দিক থেকে এক বিশেষ জায়গা পেয়ে আসছে দীর্ঘদিন ধরেই।

তবে উত্তরবঙ্গের বাকি অংশে পর্যটনশিল্প বেড়ে উঠলেও, সমৃদ্ধ এই মালদা শহরে এই শিল্প তুলনামূলকভাবে অনেকটাই পিছিয়ে পড়েছে। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তের যে নদীগুলিকে দেখে আমরা বড় হলাম, তিস্তা, মহানন্দা, তোর্ষা, জলঢাকা, রায়ডাক, সংকোশ, কালজানি, মেচি কিংবা আরও বহু নদী, ভালো করে লক্ষ করলে দেখা যাবে উত্তরবঙ্গের সমাজ ও লোকসংস্কৃতির অনেকখানি ভিত দাঁড়িয়ে আছে এদের ওপর। প্রথমবার তিস্তা নদী কেউ দেখলে, তার মধ্যে অন্যরকম একটা অনুভূতি জন্মায়, তিস্তা নদীকে কেন এই অঞ্চলের জীবনরেখা বলা হয়, সেটা বোঝা যায়। নদী ছাড়াও পাহাড় উত্তরবঙ্গের জলবায়ুর ওপর ব্যাপক প্রভাব ফেলে। ভুলে গেলে চলবে না, পাহাড়ের ঠান্ডা আবহাওয়ার কারণেই কিন্তু ইংরেজদের নজর কেড়েছিল উত্তরবঙ্গ।

বিভিন্ন ভাষা এবং উপভাষার অবস্থান রয়েছে উত্তরবঙ্গে। বহু জাতি এবং সংস্কৃতির পীঠস্থান উত্তরবঙ্গ। উত্তরবঙ্গের রাজবংশী ভাষার ইতিহাস এবং গুরুত্বও অনস্বীকার্য। কোচবিহারের ভাওয়াইয়া গান হোক বা মালদার গম্ভীরার কথা ভাবলেই তা মনে আনন্দ দেয়। উত্তরবঙ্গকে ঘিরে এত কিছুর প্রসঙ্গ আমার এই লেখায় আনলাম কেন? তার কারণ আমার মনে হয়, উত্তরবঙ্গ যতখানি গুরুত্ব পায় তার থেকে আরও বেশি গুরুত্ব পাওয়ার সম্ভাবনা রাখে। শুধু পর্যটন নয়, উত্তরবঙ্গের বহু অনালোচিত দিক নিয়েও কথা হোক, ভাবা হোক, এইটুকুই চাওয়ার।

(লেখক গবেষণা করছেন। শিলিগুড়ির বাসিন্দা)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪১৮৬

১			২	★	৩		৪
	★	★		★		★	
	★	৫					
৬			★	★	★	★	★
★	★	★	★	★	৭		৮
৯		১০		১১		★	
	★		★		★	★	
১২			★	১৩			

পাশাপাশি : ১। ঘুষ ৩। মর্তমানজাতীয় কলাবিশেষ ৫। আনন্দের ঢেউ, বাদ্যযন্ত্র ৬। সরস্বতী, বীণা ৭। একশত, বহু সংখ্যক ৯। কৃত্রিমহীন, মৌলিক, অপরিবর্তিত, অবিকৃত ১২। মোটা তসর বস্ত্রবিশেষ, কাঁচাঘরের চালের শীর্ষদেশ, কপট নিদ্রা ১৩। শনিগ্রহ, ধীরতা, ধীরগতি।

উপর-নীচ : ১। উত্তর দিক, জবাবের আশা ২। আহরণ করা, সংগ্রহ ৩। চত্বর, পাথর বা সিমেন্টে বাঁধানো খোলা জায়গা, উঠান ৪। অনুমোদন, অনুমতি ৫। মশলা হিসাবে ব্যবহৃত ঝাঁঝালো কন্দবিশেষ ৭। শান্তি, চিত্তের স্থিরতা বা সংযম, বাসনায় নিবৃত্তি ৮। অস্পষ্ট শব্দ, উচ্চস্বর, তারস্বর ৯। প্রথম, অতি প্রাচীন ১০। ধনদেবতা কুবেরের পুরী ১১। ৩০ সংখ্যক বা ৩০ সংখ্যার পূরক।

সমাধান ■ ৪১৮৫

পাশাপাশি : ১। নিশুতি ৪। তিজেল ৫। রাকা ৭। কন্দর ৮। বধূজন ৯। ভগ্নদূত ১১। বয়ান ১৩। নং ১৪। তাগড়া ১৫। ইন্ধন।

উপর-নীচ : ১। নির্মোক ২। তিতির ৩। বলদেব ৬। কানন ৯। ভজন ১০। তরতাজা ১১। বড়াই ১২। নন্দন।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

ব্রিকস বাড়তি শুল্কের ট্রাম্প-হুমকি

রিও ডি জেনেইরো ও ওয়াশিংটন, ৭ জুলাই : ক্ষমতায় এসেই বিশ্ব রাজনীতির চেনা ছকের বাইরে হাঁটছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। শত্রু-মিত্র সবাইকে চাপে ফেলার হাতিয়ার হিসাবে শুল্ককে ব্যবহার করছেন। এবার ট্রাম্পের কোপে পড়েছে ব্রিকস। জোটের সদস্য দেশগুলির ওপর বাড়তি ১০ শতাংশ হারে শুল্ক চাপানোর হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ট্রাম্প। ট্রুথ সোশ্যালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট লিখেছেন, 'ব্রিকসের আমেরিকা বিরোধী নীতিকে যেসব দেশ সমর্থন করবে, তাদের ওপর ১০ শতাংশ হারে বাড়তি শুল্ক চাপানো হবে। আমরা কোনও অবস্থায় এই নীতি থেকে সরে আসব না। কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না।' তবে আমেরিকার বিরুদ্ধে ব্রিকস গোষ্ঠীগতভাবে কী করেছে, তা খোলসা করে বলেননি ট্রাম্প।

যদিও সোমবারই প্রথমে দক্ষিণ কোরিয়া ও জাপান থেকে আমদানির ওপর ২৫ শতাংশ শুল্ক ধার্য করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। তার কয়েক ঘণ্টা পর আরও পাঁচটি দেশ- মায়ানমার, লাওস, দক্ষিণ আফ্রিকা, কাজাখস্তান ও মালয়েশিয়ার ওপরেও শুল্কের বোঝা চাপিয়েছেন তিনি।

কূটনৈতিক মহলের মতে, ইরানের বিরুদ্ধে হামলা এবং আমেরিকার নয়া শুল্কনীতির সমালোচনা করা হয়েছে ব্রাজিলের রিও ডি জেনেইরোতে আয়োজিত ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলনের ঘোষণাপত্রে। সেখানে বলা হয়েছে, 'ইরানের ওপর সাম্প্রতিক হামলা একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না। এর ফলে বিস্তীর্ণ এলাকা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এই ধরনের হামলার তীব্র নিন্দা করে ব্রিকস।' ঘোষণাপত্রে ইউক্রেনে রাশিয়ার সেনা অভিযান নিয়ে কোনও মন্তব্য করা না হলেও রাশিয়ার ওপর ইউক্রেনের সাম্প্রতিক হামলার নিন্দা করা হয়েছে। শুল্কযুদ্ধের কারণে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে প্রতিবন্ধকতা তৈরি হতে পারে বলেও ব্রিকসের তরফে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে। ঘোষণাপত্রের কোথাও আমেরিকার নাম করা হয়নি। তবে জোটের সেই বক্তব্যকেই আমেরিকার বিরোধিতা বলে ধরে নিয়েছেন ট্রাম্প। তাঁর হুঁশিয়ারির জেরে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে নতুন টানাপোড়েনের সূত্রপাত হতে চলেছে বলে মনে করা হচ্ছে।

মার্কিন হুঁশিয়ারির বিরুদ্ধে পালটা চিনের বিদেশমন্ত্রক বিবৃতিতে বলেছে, 'এই ধরনের পদক্ষেপে কারও ভালো হবে না।' চিনা বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র মাও নিংয়ের কথায়, 'শুল্ককে অত্যাচারের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে।' ব্রিকস এমন এক রাষ্ট্রজোট যেখানে চিন, রাশিয়া, ইরানের মতো আমেরিকার প্রতিদ্বন্দ্বী দেশগুলির পাশাপাশি ভারত, সংযুক্ত আরব আমিরশাহি, ব্রাজিল, মিশরের মতো দেশও রয়েছে। যারা মোটের ওপর আমেরিকার সঙ্গে সুসম্পর্ক রেখে চলে। কিন্তু ট্রাম্প সব দেশকেই এক সারিতে দাঁড় করাতে চাইছেন।

ভারত-আমেরিকা বাণিজ্য চুক্তি চূড়ান্ত হওয়ার ঠিক আগে ট্রাম্পের শুল্ক-হুঁশিয়ারি পরিস্থিতিকে জটিল করেছে। যদিও সূত্রের দাবি, দীর্ঘ আলোচনার পর মতবিরোধের পরিসর কমিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে। কৃষি, দুগ্ধজাত দ্রব্য, জিনগত পরিবর্তিত ফসল, ইস্পাত, গাড়ি ও অ্যালুমিনিয়ামকে বাদ রেখে চলতি সপ্তাহেই দু'দেশের অন্তর্বর্তী বাণিজ্য চুক্তির আনুষ্ঠানিক ঘোষণা হতে পারে।

বাণিজ্য চুক্তি না হলে ৯ জুলাই থেকে ভারতীয় পণ্যের ওপর আমেরিকায় ২৬ শতাংশ শুল্ক কার্যকর হওয়ার কথা। ওই সময়ের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর না হলে ট্রাম্পের নয়া ঘোষণা অনুযায়ী এদেশ থেকে রপ্তানি হওয়া পণ্যে বাড়তি ১০ শতাংশ শুল্ক যোগ হয়ে ৩৬ শতাংশ হারে শুল্ক ধার্য হতে পারে। আবার বাণিজ্য চুক্তি হলেও ভারতের ওপর ১০ শতাংশ বাড়তি শুল্কের খাঁড়া রয়ে যাবে। ব্রিকসকে সামনে রেখে ট্রাম্প যে নতুন জটিলতার সূত্রপাত করেছেন, ভারত-মার্কিন সম্পর্কের ওপর তার গভীর প্রভাব পড়তে রাকে পারে বলে মনে করছে পর্যবেক্ষকমহল।

ব্রিকস সম্মেলনে সদস্য দেশগুলির নেতাদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। রিও ডি জেনেইরোতে।

ব্রিকসের বক্তব্য

- ইরানের ওপর আক্রমণ একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না
- রাশিয়ার বিরুদ্ধে ইউক্রেনের হামলার নিন্দা
- শুল্কযুদ্ধের কারণে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে প্রতিবন্ধকতা তৈরির আশঙ্কা

ট্রাম্প উবাচ

ব্রিকসের আমেরিকা বিরোধী নীতিকে যেসব দেশ সমর্থন করবে, তাদের ওপর ১০ শতাংশ হারে বাড়তি শুল্ক চাপানো হবে। আমরা কোনও অবস্থায় এই নীতি থেকে সরে আসব না। কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না

চিনের বার্তা

এই ধরনের পদক্ষেপে কারও ভালো হবে না। চিন নিজের অবস্থান থেকে নড়বে না

ভোটার তালিকা নিয়ে শুনানি ১০ জুলাই

বিহারের পর সারা দেশে নজর কমিশনের

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৭ জুলাই : বিহারে নির্বাচন কমিশনের জারি করা বিশেষ নিবিড় ভোটার তালিকা সংশোধন এর নির্দেশের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া একাধিক আবেদনের জরুরি শুনানির দিন ঘোষণা করল সুপ্রিম কোর্ট। বিচারপতি সুধাংশু ধুলিয়া এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর ডিভিশন বেঞ্চে এই মামলাগুলির শুনানি হবে ১০ জুলাই। দ্রুত শুনানির জন্য বেঞ্চের কাছে অনুরোধ জানিয়েছিলেন আইনজীবী কপিল সিবাল, অভিষেক মনু সিংভি, গোপাল শংকরনারায়ণন এবং শাদান ফরাসাত।

মামলার আবেদনকারী- তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র, আরজেডি সাংসদ মনোজ ঝা, এবং অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোক্রেটিক রিফর্মস-এর সঙ্গে যুক্ত সমাজকর্মী যোগেন্দ্র যাদব। তাঁদের অভিযোগ, কমিশনের নির্দেশ সংবিধান, ভোটাধিকার এবং নাগরিক অধিকারকে লঙ্ঘন করছে। শীর্ষ আদালত নির্দেশ দিয়েছে, আবেদনকারীরা যেন তাঁদের আবেদনের কপি কেন্দ্রীয় সরকার, ভারতের নির্বাচন কমিশন এবং অন্যান্য বিবাদীপক্ষের কাছে পাঠিয়ে দেন। ভারতের অ্যাটর্নি জেনারেলকেও মামলার নথি সরবরাহ করার নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট।

এদিকে কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে, বিহার দিয়ে শুরু হলেও এই প্রক্রিয়া ধাপে ধাপে সারা দেশে কার্যকর করা হবে। কিছুদিনের মধ্যে পরবর্তী পর্যায়ে পশ্চিমবঙ্গ এবং দিল্লিতে ভোটার তালিকা সংশোধন করা হবে। দুই রাজ্যে শেষবার এধরনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল যথাক্রমে ২০০২ এবং ২০০৮ সালে। সূত্রটির বক্তব্য, 'যেহেতু বিহারের পর পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা ভোট হবে, তাই আমরা আগে থেকে সেখানকার ভোটার তালিকা সংশোধনের প্রস্তুতি নিচ্ছি।' অর্থাৎ, পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে ২০০২-এর পর যাঁদের নাম ভোটার তালিকায় এসেছে তাঁদের সবাইকে তালিকায় নাম বজায় রাখতে হলে কমিশন নির্ধারিত নাগরিকত্ব সংক্রান্ত নথি জমা করতে হতে পারে। তবে এ ব্যাপারে এখনও কমিশনের তরফে সরকারিভাবে কিছু জানানো হয়নি।

বিরোধী জোট জানিয়েছে, তারা কমিশনের এই পদক্ষেপকে চ্যালেঞ্জ করতে আইনি বিকল্প খতিয়ে দেখছে। বিরোধী নেতাদের অভিযোগ, এই সংশোধন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিহারের জনসংখ্যার প্রায় ২০ শতাংশ, যারা মূলত পরিযায়ী শ্রমিক, তাঁদের নাম বাদ পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এটা গণতান্ত্রিক অধিকার ও অন্তর্ভুক্তির বিরুদ্ধে এক ভয়ংকর পদক্ষেপ।

মহুয়া মৈত্র তাঁর আবেদনে উল্লেখ করেছেন, 'এই নির্দেশ ভারতের সংবিধানের ১৪, ১৯(১), ২১, ৩২৫ ও ৩২৬ ধারা, জনপ্রতিনিধিত্ব আইন এবং ভোটার তালিকা সংক্রান্ত বিধিনিষেধের পরিপন্থী। এর ফলে লক্ষ লক্ষ নাগরিক তাঁদের ভোটাধিকার হারানোর ঝুঁকিতে পড়ছেন। এটি গণতন্ত্রের মূলে আঘাত।'

মামলার খুঁটিনাটি

- বিচারপতি সুধাংশু ধুলিয়া এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর ডিভিশন বেঞ্চে মামলাগুলির শুনানি
- আবেদনকারীদের মধ্যে রয়েছেন তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র, আরজেডি সাংসদ মনোজ ঝা এবং সমাজকর্মী যোগেন্দ্র যাদব
- সোমবার দ্রুত শুনানির জন্য বেঞ্চের কাছে অনুরোধ জানান আইনজীবী কপিল সিবাল, অভিষেক মনু সিংভি, গোপাল শংকরনারায়ণন এবং শাদান ফরাসাত
- আবেদনের কপি কেন্দ্র, নির্বাচন কমিশন এবং অ্যাটর্নি জেনারেলকে দিতে হবে

সন্ত্রাসবাদ নিয়ে দ্বিচারিতায় না প্রধানমন্ত্রীর

রিও ডি জেনেইরো, ৭ জুলাই : ব্রিকসের মঞ্চে দাঁড়িয়ে সন্ত্রাসবাদ ইস্যুতে সুর চড়ালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। রবিবার রিও ডি জেনেইরোয় জোটের সদস্য দেশগুলির শীর্ষনেতাদের সামনে দাঁড়িয়ে জম্মু ও কাশ্মীরের পহলগামে পর্যটকদের ওপর জঙ্গি হামলা নিয়ে সরব হন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'পহলগামে যে হামলা হয়েছে সেটা শুধু ভারতের রাষ্ট্রব্যবস্থাকে আঘাত করার চেষ্টা নয়। এটি মানবতাকে আহত করেছে। স্থান-কাল নির্বিশেষে সন্ত্রাসবাদ মানবতার পক্ষে ক্ষতিকারক।' সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে সব দেশকে একজোট হওয়ার আবেদন জানিয়েছেন মোদি। তাঁর কথায়, 'মানবতার পক্ষে সবচেয়ে বড় বিপদ হচ্ছে সন্ত্রাসবাদ। এক্ষেত্রে দ্বিমুখী নীতি নেওয়ার জায়গা নেই। কোনও দেশ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সন্ত্রাসবাদকে সমর্থন করলে তাকেও এর খেসারত দিতে হবে।' পাকিস্তান ও চিনের উদ্দেশেই যে এই বার্তা, তা নিয়ে ধোঁয়াশা নেই।

পহলগাম হামলায় পাকিস্তান থেকে আসা জঙ্গিদের হাত থাকার কথা জানিয়েছেন ভারতীয় গোয়েন্দারা। ইদানীং আফগানিস্তান সীমান্তঘেঁষা খাইবার পাখতুনখোয়া এবং উত্তর ওয়াজিরিস্তানে তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান জঙ্গিদের নাশকতার একাধিক ঘটনা সামনে এসেছে। এইসব ঘটনাকে সামনে রেখে পাকিস্তান নিজেদের সন্ত্রাসবাদের শিকার বলে দাবি করছে। অথচ একসময় এই জঙ্গিরা পাক সরকার, সেনা এবং আইএসআইয়ের মদতেই শক্তি সঞ্চয় করেছে। সন্ত্রাসবাদকে রাষ্ট্রীয় নীতি হিসাবে গ্রহণ করা পাকিস্তানকে ক্রমাগত মদত দিচ্ছে চিন। এই পরিস্থিতিতে ব্রিকসের মঞ্চে সন্ত্রাসবাদ নিয়ে মোদির বার্তা তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে কূটনৈতিক মহল।

সংগঠন, নিরাপত্তায় জোর সংঘের সভায়

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ৭ জুলাই : দিল্লিতে তিনদিনের প্রান্ত প্রচারকদের বৈঠকে সংগঠন বাড়ানোর ওপর জোর দিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (আরএসএস)-এর নেতারা। সেই মর্মে বৈঠকে উঠে এসেছে, সীমান্ত রাজ্যগুলিতে সংঘের নিজস্ব জনসংযোগে ঘাটতি থাকার বিষয়টি। আরএসএসের শতবর্ষ উপলক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গ সহ সীমান্ত রাজ্যগুলিতে নিজস্ব সংগঠন মজবুত করার দিকে বাড়তি নজর দেওয়াকে অগ্রাধিকারের তালিকায় রাখা হয়েছে। বৈঠকে যোগ দিতে আসা সদস্যদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছেন সংঘ নেতৃত্ব। সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলিতে সংগঠন মজবুত করতে কর্মীরা কীভাবে কাজ করবেন সেই নির্দেশও দেওয়া হয়েছে বলে খবর।

সোমবার দিল্লিতে সংঘের দপ্তরে এক সাংবাদিক বৈঠকে সংগঠনের মুখপাত্র সুনীল আম্বেকর বলেন, 'সংঘ এমন সব এলাকায় নিজেদের উপস্থিতি বাড়ানোর দিকে গুরুত্ব দিচ্ছে যেখানে এখনও পর্যন্ত সংগঠন ততটা শক্তিশালী নয়। বিশেষ করে সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলিতে সংঘের কর্মীরা স্থানীয় মানুষের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ গড়ে তোলার চেষ্টা করছেন।' এবছর বিজয়া দশমী থেকে সংঘের শতবর্ষ উদযাপন শুরু হবে। যার সূচনা করবেন সরসংঘচালক মোহন ভাগবত। তা চলবে আগামী একবছর।

প্রান্ত প্রচারকদের আলোচনা দিল্লিতে

বৈঠকে মণিপুর পরিস্থিতি নিয়েও আলোচনা হয়েছে। আম্বেকর বলেন, 'যেখানে পরিস্থিতির অবনতি ঘটে, সেখানে রাতারাতি শান্তি ফিরে আসে না। তবে গত বছরের তুলনায় মণিপুরে স্বাভাবিকতা কিছুটা ফিরেছে। আলোচনা চলছে। আশা করা যায়, একটি সমাধানের পথ সামনে আসবে।'

সম্প্রতি ঘটে যাওয়া সন্ত্রাসবাদী হামলা ও জাতীয় নিরাপত্তা ইস্যুও আলোচনায় গুরুত্ব পেয়েছে। 'অপারেশন সিঁদুর' নিয়ে আম্বেকর বলেন, 'সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে এই অপারেশনের প্রতি গভীর উৎসাহ ও সমর্থনের বার্তা এসেছে।' সংবিধানের প্রস্তাবনায় 'ধর্মনিরপেক্ষ' ও 'সমাজতান্ত্রিক' শব্দ দুটিকে কেন্দ্র করে চলা বিতর্ক নিয়েও প্রতিক্রিয়া জানান আম্বেকর। তিনি বলেন, 'প্রতিটি প্রজন্মের অধিকার রয়েছে সত্য জানার, আলোচনা করার এবং জরুরি অবস্থার সময় যা ঘটেছিল তা জানার।'

শতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে বিজয়া দশমী থেকে দেশজুড়ে বছরব্যাপী উৎসব শুরু হবে। এই মর্মে 'ঘর ঘর কি সংযোগ' কর্মসূচির সূচনা করা হবে। যার মাধ্যমে দেশের প্রতিটি গ্রামের প্রত্যেক বাড়িতে পৌঁছানোর লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে আরএসএস।

মায়ানমারের ৪০০০ মানুষ মিজোরামে

আইজল, ৭ জুলাই : মিজোরাম সীমান্তের ওপারে মায়ানমারের চিন প্রদেশে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে আধিপত্য বিস্তার ও ক্ষমতা দখলের লড়াই শুরু হওয়ায় হু হু করে মানুষ পালিয়ে ঢুকে পড়েছেন মিজোরামে। উত্তর-পূর্ব ভারতের এই রাজ্যের চম্পাই জেলায় এপর্যন্ত প্রায় চার হাজার মানুষ আশ্রয় নিয়েছেন। তাঁরা মায়ানমারের চিন প্রদেশের বাসিন্দা। সূত্রের খবর, তিয়াউ নদীর সেতু পেরিয়ে তাঁরা ভারতে ঢুকেছেন। আশ্রয় নিয়েছেন জোখাওথর ও ভাপাই গ্রামে। বেশিরভাগ উঠেছেন আত্মীয়দের বাড়িতে। যাঁদের তা নেই তাঁরা স্কুল ও কমিউনিটি হলে রয়েছেন। মায়ানমারের যে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষের কারণে চিন প্রদেশ থেকে মায়ানমারবাসীকে পালিয়ে ভারতে চলে আসতে হয়েছে সেই দুই গোষ্ঠী হল চিন ন্যাশনাল ডিফেন্স ফোর্স ও চিনল্যান্ড ডিফেন্স ফোর্স হুয়ালনগোরাম। মায়ানমারের সামরিক জুন্টা সরকারের বিরুদ্ধে একসময় দুই গোষ্ঠী হাত মিলিয়ে লড়াই করছিল। এখন তারা পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নেমেছে।

টানা বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত হিমাচলে মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৭৮। সোমবার বন্যাকবলিত মাণ্ডি জেলায় গেলেন স্থানীয় সাংসদ কঙ্গনা রানাওয়াত। উত্তরাখণ্ডেও ভূমিধসের সতর্কতা জারি।

টেক্সাসে মৃত্যু ছাড়াল ৮০

টেক্সাস, ৭ জুলাই : টেক্সাসে কয়েকদিনের বৃষ্টি-বন্যার সঙ্গী এবার ভূমিধস। প্রাকৃতিক দুর্যোগে মৃতের সংখ্যা ৮০ ছাড়িয়েছে। মৃতদের মধ্যে রয়েছে ২৮টি শিশু। সবচেয়ে বিপর্যস্ত কেরভিল। সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, বন্যা কবলিত এলাকায় গাছের ডালে ঝুলছে দেহ, নদীতে লেগেছে মাছের মড়ক। টেক্সাসের ইতিহাসে অন্যতম বড় বিপর্যয় বলে ঘোষণা করেছেন। পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে শুক্রবার সেখানে যেতে পারেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।

প্রকাশ্যে খুন

চণ্ডীগড়, ৭ জুলাই : পঞ্জাবে প্রকাশ্যে খুন হলেন এক ব্যবসায়ী। সোমবার সকালে আবোহার শহরের ঘটনা। মৃত সঞ্জয় ভার্মা পেশায় পোশাক ব্যবসায়ী। দোকানের সামনে গাড়ি থেকে নেমে মাস্ক পরা তিন দুষ্কৃতী সঞ্জয়কে লক্ষ্য করে এলোপাতাড়ি গুলি চালায়। তাতেই মৃত্যু হয়। ঘটনার দায় স্বীকার করেছে লরেন্স বিষ্ণোই গ্যাং।

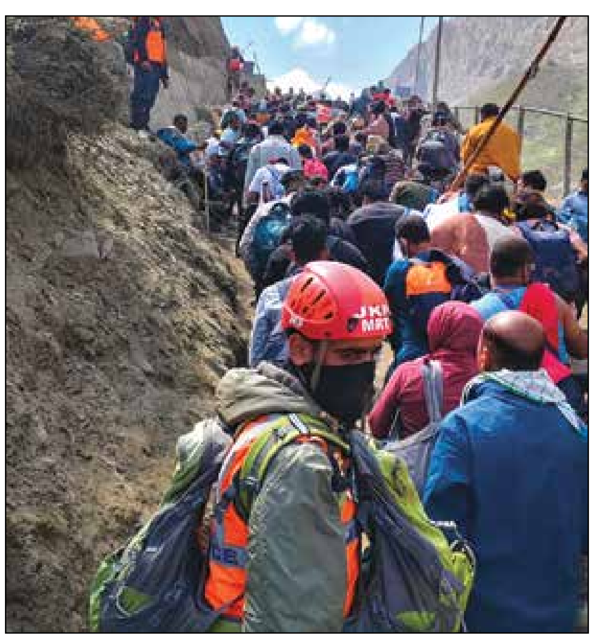

অমরনাথের পথে পুণ্যার্থীরা। সোমবার।

লাইন ডুবে, আটকে বন্দে ভারত এক্সপ্রেস

ভুবনেশ্বর, ৭ জুলাই : ভারী বৃষ্টির কারণে ডুবেছে রেললাইন। যার জেরে প্রায় ৭ ঘণ্টা দাঁড়িয়ে রইল বন্দে ভারত এক্সপ্রেস। রবিবার ওডিশার কেওনঝড় জেলার গুহালিডিহি স্টেশনের কাছে এই ঘটনাটি ঘটে। ফলে চরম ভোগান্তিতে পড়েন যাত্রীরা।

রবিবার ভারী বৃষ্টির কারণে ওডিশার বিভিন্ন এলাকায় রেল পরিষেবা ব্যাহত হয়। টাটানগর থেকে বেরহামপুর যাওয়ার পথে বন্দে ভারত এক্সপ্রস গুহালিডিহি স্টেশনের কাছে দাঁড়িয়ে যায়। তখন রেললাইনের ওপর প্রায় তিন ফুট জল জমে গিয়েছিল। জল না নামায় ট্রেনটিকে কেন্দুঝারগড় স্টেশনে অন্য একটি ইঞ্জিন দিয়ে টেনে আনা হয়। পরে প্রায় সাত ঘণ্টা পর যাত্রা শুরু করে ট্রেনটি। দীর্ঘ সময় আটকে থাকায় রেল কর্তৃপক্ষের ওপর ক্ষুব্ধ যাত্রীরা। যদিও কোনও অপ্রীতিকর ঘটনার খবর পাওয়া যায়নি।

দ্রুত মিলবে জনগণনার তথ্য

নয়াদিল্লি, ৭ জুলাই : আগামী জনগণনা হবে দেশের প্রথম ডিজিটাল জনগণনা। এই সংক্রান্ত তথ্য আগের জনগণনাগুলির চেয়ে অনেক তাড়াতাড়ি প্রকাশিত হবে। সোমবার এক্স হ্যান্ডেলে করা পোস্টে একথা জানিয়েছেন ভারতের রেজিস্ট্রার জেনারেল এবং সেনসাস কমিশনারের দপ্তর (আরজিআই অ্যান্ড সিসিআই)। আরজিআই জানিয়েছে, আসন্ন জনগণনায় নাগরিকরা নিজেরাই নিজেদের নাম নথিভূক্ত করতে পারবেন। এজন্য চালু হবে বিশেষ ওয়েব পোর্টাল এবং মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন। অ্যাপের মাধ্যমে নাম নথিভুক্ত করা যাবে। আবার গণনাকারীরা বাড়ি বাড়ি গিয়েও তথ্য সংগ্রহ করবেন। তাঁদের মাধ্যমেও নথিভূক্ত হওয়া যাবে। আসন্ন জনগণনার জন্য ৩৪ লক্ষ কর্মীর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে।

জনগণনা সংক্রান্ত বিশদ তথ্য পাওয়া যাবে ওয়েব পোর্টালে। আরজিআই আরও জানিয়েছে, ডিজিটাল জনগণনা হল ভারতের আধুনিকীকরণের দিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এই প্রথম সংগৃহীত তথ্য প্রযুক্তিগতভাবে কেন্দ্রীয় সার্ভারে জমা পড়বে। এর ফলে জনগণনার তথ্য অনেক তাড়াতাড়ি প্রকাশ করা সম্ভব হবে। এর আগের জনগণনাগুলিতে প্রাথমিক তথ্য পেতে কমপক্ষে ২-৩ বছর সময় লেগেছে। এবার অনেক আগেই সেই তথ্য বিন্যাস এবং বিশ্লেষণের কাজ শেষ হয়ে যাবে। আরজিআইয়ের পোস্টে বলা হয়েছে, 'ইংরেজি, হিন্দি এবং আঞ্চলিক ভাষাগুলিতে মোবাইল অ্যাপ (অ্যান্ড্রয়েড এবং আইওএস) ব্যবহার করে তথ্য সংগ্রহ করা হবে। গণনাকারীরা তথ্য সংগ্রহের জন্য তাঁদের নিজস্ব ডিভাইস ব্যবহার করবেন।... একটি ওয়েব পোর্টালের মাধ্যমে স্ব-গণনার বিকল্পও পাবেন নাগরিকরা। এটি জনগণনার দুই স্তরের জন্য উপলব্ধ থাকবে।'

অ্যাপের মাধ্যমে নাম নথিভুক্তির সুযোগ

২৬/১১'র মূলচক্রী রানার স্বীকারোক্তি

নয়াদিল্লি, ৭ জুলাই : মুম্বই হামলার তিনদিন ধরে চলা সন্ত্রাসী হামলার অন্যতম মূলচক্রী তাহাউর হুসেন রানার মুখের আগল ভাঙতে সমর্থ হলেন এনআইএ গোয়েন্দারা। জেরার ধাক্কায় রানা স্বীকার করেছেন, ২০০৮-এর ২৬ নভেম্বর থেকে শুরু হওয়া জঙ্গিহানা চলাকালীন তিনি মুম্বইয়েই ছিলেন। হামলার অপর চক্রী ডেভিড হেডলি ও তিনি লস্করের কাছ থেকেই প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। পাক গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই মুম্বই সন্ত্রাসের সঙ্গে পুরোপুরি যুক্ত।

রানা জেরায় জানিয়েছেন, লস্কর-ই-তৈবা একটি গুপ্তচর নেটওয়ার্ক হিসেবে ভারতে কাজ করে। রানা মুম্বইয়ে একটি ইমিগ্রেশন সেন্টার খোলার পরিকল্পনা করে সেন্টারের মধ্যে দিয়ে আর্থিক ও ব্যবসায়িক লেনদেন চালানোর ছক ছিল তাঁর। মায়ানগরীতে জঙ্গিহানার আগে ছত্রপতি শিবাজি মহারাজা টার্মিনাস সহ মুম্বইয়ের একাধিক জায়গা খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন তিনি। শুধু লস্কর, হরকত উল জিহাদি ইসলামি সংগঠনের সঙ্গেই নয়, পাক সেনার সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল।

'রাফাল নিয়ে মিথ্যা প্রচার'

নয়াদিল্লি ও প্যারিস, ৭ জুলাই : অপারেশন সিঁদুরের সময় ভারতকে তিন শত্রুর সঙ্গে লড়তে হয়েছে। পাকিস্তান ছাড়া বাকি দুটি দেশ হল তুরস্ক ও চিন। ওই দুটি দেশ পাকিস্তানকে সব দিক থেকে সহায়তা করেছিল। অতিসম্প্রতি ভারতীয় সেনার ডেপুটি চিফ অফ আর্মি স্টাফ লেফটেন্যান্ট জেনারেল রাহুল আর সিং ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি আয়োজিত অনুষ্ঠানে মন্তব্যটি করেছিলেন। এবার পাকিস্তানের 'চির মিত্র' চিনের তরফে রাফাল যুদ্ধবিমানের কর্মক্ষমতা নিয়ে অপপ্রচার চালানো হচ্ছে। এই দাবি করল ফরাসি গোয়েন্দা সংস্থা। তাদের আরও দাবি, চিন এই অপকর্ম কাণ্ডে বিভিন্ন দেশে তাদের দূতাবাসগুলিকে ব্যবহার করছে।

ফ্রান্সের শীর্ষকর্তারা জানিয়েছেন, রাফাল নিয়ে চিনের দাবি ডাহা মিথ্যে। রাফাল প্রস্তুতকারী সংস্থা ড্যাসল্ট অ্যাভিয়েশনের কর্তারা জানিয়েছেন, সিঁদুর অভিযানের পর থেকেই রাফাল যুদ্ধবিমান সম্পর্কে ভুল তথ্য ছড়াচ্ছে চিন, পাকিস্তান। ফরাসি গোয়েন্দা সংস্থার বক্তব্য, আসলে নিজের সমরাস্ত্র বিক্রি করতে ব্যবসায়িক প্রচারে ভারত-পাক সংঘর্ষের প্রসঙ্গ টেনে রাফাল যুদ্ধবিমান কাজের নয় বলে বোঝাচ্ছে চিন। গোয়েন্দা সংস্থার রিপোর্ট অনুযায়ী, ফ্রান্সের সঙ্গে রাফাল বিক্রি নিয়ে যে সমস্ত দেশের কথাবার্তা এগিয়েছে, সেইসব দেশকে রাফাল না কেনার পরামর্শ দিচ্ছে চিন। তাদের চিনা যুদ্ধবিমান কেনার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। অপারেশন সিঁদুরে রাফায়েল ব্যাবহার করে সাফল্য এসেছে, ভারতীয় সেনা জানিয়েছে। এদিকে নাম প্রকাশ না করার শর্তে এক ফরাসি সামরিক কর্তার অভিযোগ, রাফালের ব্যর্থতা প্রমাণে ভাঙা যুদ্ধবিমানের ভুয়ো ছবি, ভিডিও দেখানো হচ্ছে।

দাবি ফরাসি গোয়েন্দা সংস্থার

মোদির শুভেচ্ছায় ফের সতর্ক করল চিন

বেজিং, ৭ জুলাই : তিব্বতি আধ্যাত্মিক গুরু দলাই লামার ঘটা করে জন্মদিন পালন এবং তাঁর উত্তরসূরি বাছাই নিয়ে ফের সুর চড়াল চিন। সোমবার তাদের নয়া দাবি, ভারতে 'রাজনৈতিক নির্বাসন'-এ রয়েছেন দলাই লামা। এমন একজন ব্যক্তিকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানানো নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে চিন। দলাই লামার জন্মদিনের অনুষ্ঠানে ভারতীয় মন্ত্রীদের যোগ দেওয়া নিয়ে রীতিমতো হুঁশিয়ারি দিয়েছে চিনের বিদেশমন্ত্রক।

মন্ত্রকের মুখপাত্র মাও নিং বলেন, 'তিব্বত নিয়ে বেজিংয়ের অবস্থানে কোনও বদল আসেনি। দলাই লামা রাজনৈতিক কারণে নির্বাসিত একজন ব্যক্তি। তিনি ধর্মের আড়ালে জিজাং (তিব্বতের চিনা নাম)-কে চিন থেকে আলাদা করার চেষ্টা করেছিলেন। ভারতের উচিত জিজাং সংক্রান্ত বিষয়গুলির সংবেদনশীলতাকে উপলব্ধি করা। মেনে নেওয়া যে ১৪তম দলাই লামা হলেন একজন বিচ্ছিন্নতাবাদী ব্যক্তিত্ব। জিজাং সম্পর্কে ভারত যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়েছে তাদের উচিত সেগুলির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা।' চিনের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপের জন্য দিল্লি দলাই লামাকে ব্যবহার করার চেষ্টা করছে বলে অভিযোগ করেন নিং। দলাই লামার জন্মদিনে শুভেচ্ছা জানাতে গিয়ে তিব্বতি ধর্মগুরুকে 'প্রেম, করুণা, ধৈর্য এবং নৈতিক শৃঙ্খলার স্থিতিশীল প্রতীক' বলে উল্লেখ করেছিলেন মোদি। জন্মদিনের অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন কেন্দ্র ও একাধিক রাজ্যের মন্ত্রী সহ বহু বিশিষ্ট মানুষ।

জন্মদিনে দলাই লামার শুভেচ্ছা কিরেন রিজিজুর। -ফাইলচিত্র

দীপিকার আট ঘণ্টায় বিতর্কের ঝড় দক্ষিণেও

দীপিকা বিতর্কে পরিচালক সন্দীপ রেড্ডি ভাঙ্গার পাশেই দাঁরালেন রশ্মিকা মান্দানা। দীপিকা পরিষ্কার করে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, আট ঘণ্টার বেশি তিনি কাজ করবেন না। সেই জন্যই ‘স্পিরিট’ থেকে বাদ পড়তে হয়েছে তাঁকে। এর পরেই রানা দগগুবতি থেকে প্রিয়াঙ্কা, জ্যাকলিন, অজয় দেবগন, কাজল সকলেই মুখ খুলেছেন। এবার কথা বললেন রশ্মিকা।

অভিনেত্রীর অকপট মন্তব্য, ৮ ঘন্টা কেন সিনেমার স্বার্থে ১২ ঘন্টাও কাজ করতে হবে।

সম্প্রতি একটি সাক্ষাৎকারে দীপিকার বিষয়ে প্রশ্ন করলে অভিনেত্রী বলেন, ‘অবশ্যই এটি তাঁর ব্যক্তিগত ব্যাপার। চুক্তি সই করার আগে পরিচালকের সঙ্গে এই বিষয় নিয়ে কথা বলে নেওয়া উচিত। তবে আমি অনেক ইন্ডাস্ট্রিতেই কাজ করেছি, সকলের নিয়ম আলাদা হয়।’

অভিনেত্রী বলেন, কন্নড়, তামিল, তেলুগু ছবিতে যেমন আমি ৮ ঘন্টা কাজ করেছি তেমন হিন্দি ছবিতে কাজ করতে হয়েছে ১২ ঘন্টা। তবে একসঙ্গে একটানা ৩৬ ঘন্টাও কাজ করেছি আমি। সবথেকে কষ্টকর পরপর ৩ দিন বাড়ি ফিরতে না পারা, ব্যাপারটা সত্যি ভীষণ কষ্টকর।'

অভিনেত্রী আরও বলেন, ‘তবে দিনের শেষে আমার কাজের ক্ষেত্রে যদি ১২ ঘন্টা বা ১৬ ঘন্টা প্রয়োজন হয় তাহলে আমি সেটা দিতে বাধ্য। রশ্মিকার কথা শুনে স্পষ্ট, তিনি দীপিকার সঙ্গে মোটেই একমত নন।’

সারার সঙ্গে প্রেম, রণবীর বিতর্কে

ধুরন্ধর-এর টিজার বেরোনোর পর সারা অর্জুন চর্চায়। তিনি ছবির নায়িকা। ছবির নায়ক রণবীর সিং বিতর্ক। রণবীর ৪০ বছর বয়সে ২০ বছরের সারার সঙ্গে প্রেম করছেন পর্দায়—এটা অনেকেই মানতে পারছেন না। বাস্তবিকই দুজনের বয়সের ফারাক বেশ স্পষ্ট। সারা ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়েছেন শিশুশিল্পী হিসেবে। সলমন খানের জয় হো, এক থি ডায়ন-এর মতো ছবি, অজস্র বিজ্ঞাপন ছবি এবং শর্ট ফিলমে তিনি অভিনয় করেছেন। তাঁর গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র চিয়ান বিক্রম অভিনীত দক্ষিণী ছবিতে। এখানে সারা মানসিক রোগী বিক্রমের মেয়ের চরিত্রে অভিনয় করেন। ক্লাইম্যাক্সে তাঁদের অভিনয় অনেকেরই চোকখে জল এনে দেয়। সেই মেয়ে এখন হিন্দি ছবির নায়িকা। তার ওপর রণবীর সিংয়ের সঙ্গে পর্দায় প্রেম--- আগ্রহ বাড়বেই তো।

আইনি বিপাকে মহেশ বাবু, নোটিশ জারি

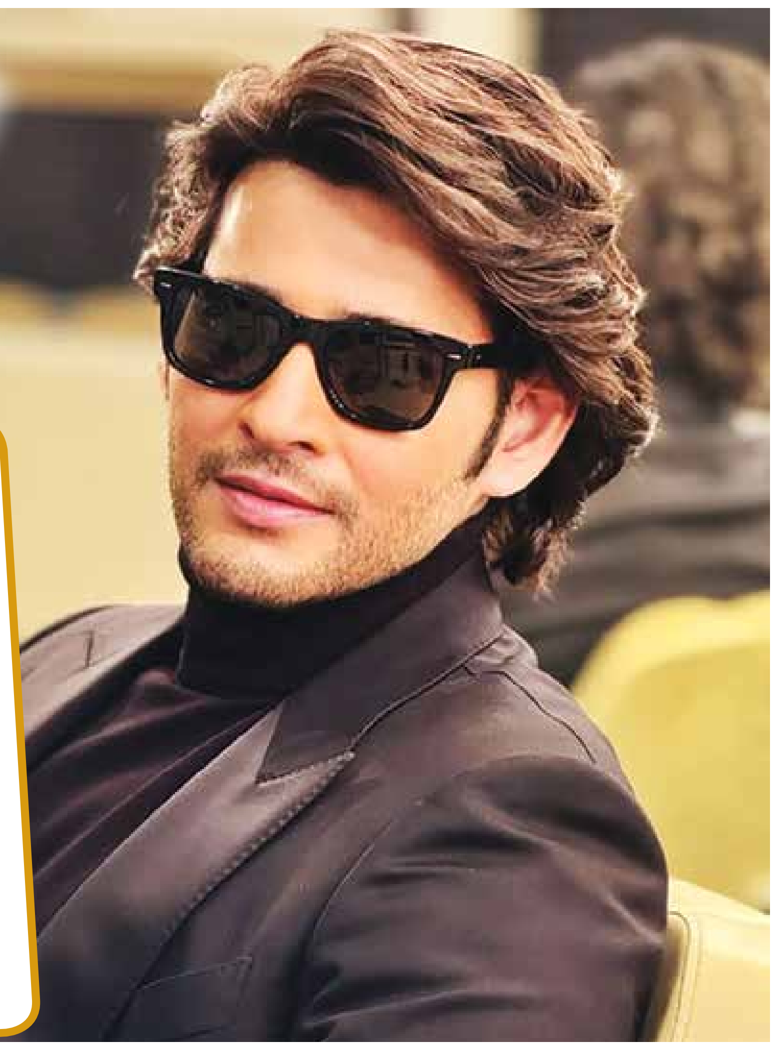

মহেশ বাবু আবার বিপাকে। যে সংস্থার জমির প্রোজেক্টের অস্তিত্ব নেই, সেই সংস্থার ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর হয়ে এখন খেসারত দিতে হচ্ছে তাঁকে। একটি আইনি রিপোর্টে বলা হয়েছে, হায়দরাবাদের এক চিকিৎসক অভিযোগ করেছেন, যে প্লটের অস্তিত্ব নেই এমন প্লটের জন্য ৩৪.৮ লক্ষ টাকা দেওয়ার পরে তিনি প্রতারণার শিকার হয়েছেন। সাই সূর্য ডেভেলপার্স সংস্থার প্রচার এবং ক্রেতাদের বিভ্রান্ত করার অভিযোগে তৃতীয় উত্তরদাতা হিসাবে মহেশের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। অভিনেতা এবং তাঁর দল এখনও এই বিষয়ে কোনও মন্তব্য করেননি।

চলতি বছরের এপ্রিলে সাই সূর্য ডেভেলপার্স ও সুরানা গ্রুপের আর্থিক তছরুপের মামলায় মহেশকে জিজ্ঞাসাবাদ করে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট।

সাই সূর্য ডেভেলপার্সের মালিক কাঁচারলা সতীশ চন্দ্র গুপ্তার বিরুদ্ধে গ্রিন মিডোস নামে একটি প্রকল্পের ডেলিভারি গাফিলতির অভিযোগে পুলিশি তদন্তের মুখে পড়েছিলেন। মহেশ বাবু এই প্রকল্পের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর ছিলেন এবং চেক এবং নগদের মাধ্যমে তাঁকে এর জন্য ৫.৯ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছিল বলে জানা গেছে। সূত্র সংবাদ সংস্থাকে জানিয়েছিল যে অভিনেতাকে অভিযুক্ত হিসাবে তদন্ত করা হচ্ছে না এবং তিনি এই কেলেঙ্কারিতে জড়িত নাও থাকতে পারেন। তাঁরা জানিয়েছিলেন যে তিনি 'অভিযুক্ত জালিয়াতির বিষয়ে না জেনেই অভিযুক্ত সংস্থাগুলির রিয়েলটি প্রকল্পগুলিকে সমর্থন করে থাকতে পারেন। তবে তেলেঙ্গানার রঙ্গা রেড্ডি জেলা উপভোক্তা কমি শন এই টলিউড অভিনেতার নামে নোটিশ জারি করেছে।

রাহুল-শ্রদ্ধার ছবি, রাগলেন রবিনা

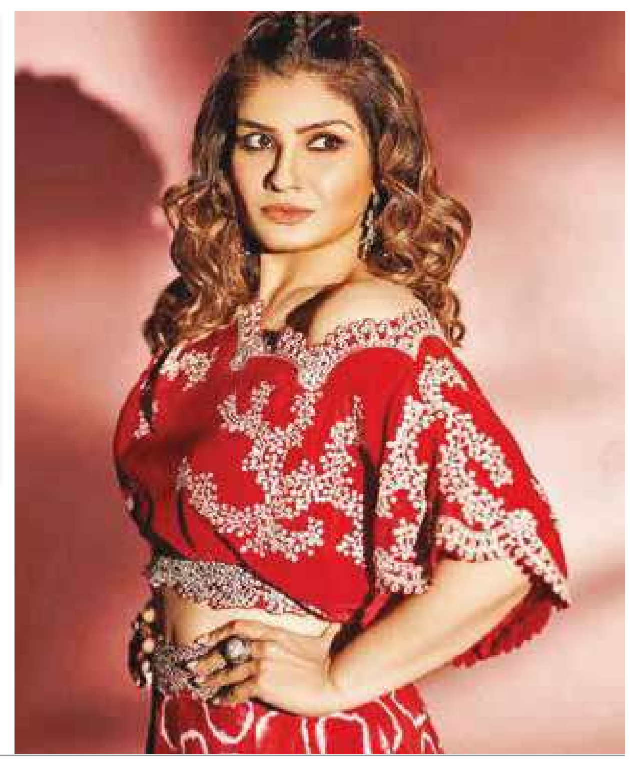

অভিনেত্রী রবিনা ট্যান্ডন বেশ রেগেই সোশ্যাল মিডিয়ায় সকলের ‘গোপনীয়তা রক্ষার’ বিষয়ে একটি পোস্ট করেছেন। ঘটনা ঘটেছে এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানে অভিনেত্রী শ্রদ্ধা কাপুর ও লেখক রাহুল মোদীর ভ্রমণের সময়। ওঁরা পাশাপাশি বসেছিলেন। শ্রদ্ধা রাহুলকে নিজের ফোনে কিছু দেখাচ্ছিলেন। বিমানের এক কর্মী সম্মতি না নিয়েই ওঁদের দুজনের একটি ভিডিও করে পোস্ট করে দেন। তারই পরিপ্রেক্ষিতে রবিনা ট্যান্ডন এ ঘটনার সমালোচনা করে সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি পোস্ট করে লেখেন, ‘এটা গোপনীয়তাতে হস্তক্ষপ। ওই কর্মীর এটা জানা উচিত ছিল। ওঁদের সম্মতি নেওয়া উচিত ছিল। একজন ক্রিউ মেম্বারের কাছ থেকে এটা আশা করা যায় না।’ নেটমহলে কেউ একে ফ্যান মোমেন্ট বলেছে, আবার কেউ বলেছে গোপনীয়তায় হস্তক্ষেপই বটে। উল্লেখ্য, রাহুল ও শ্রদ্ধার আলাপ হয় তু ঝুঠি ম্যায় মক্কার ছবির সময়। এ ছবির লেখক রাহুল। তারপর থেকেই ওঁদের বন্ধুত্ব প্রেমের দিকে গড়ায়।

ডন ৩ : শাহরুখ ও প্রিয়াংকা একসঙ্গে?

বহু প্রতীক্ষিত ডন ৩-এর নায়ক রণবীর সিং। পরিচালনায় ফারহান আখতার। এবার ছবি নিয়ে নতুন তথ্য, ছবিতে শাহরুখ খান সম্ভবত ক্যামেও করবেন। ফারহান শাহরুখের সঙ্গে দেখা করে ছবির গল্প, শাহরুখের চরিত্র নিয়ে আলোচনা করেছেন। শাহরুখ এখন কিং ছবির শুটিং নিয়ে ব্যস্ত। তবু তিনি গল্প পছন্দ করেছেন এবং ক্যামেও করবেন বলে সম্মতি দিয়েছেন। এখানেই শেষ নয়। শোনা যাচ্ছে, প্রিয়াংকা চোপড়াকেও ছবিতে নিয়ে আসার চেষ্টা চালাচ্ছেন নির্মাতারা এবং তিনি নাকি ছবিতে থাকবেনও। যদি তাই হয়, ১৫ বছর পর শাহরুখ ও প্রিয়াংকা একসঙ্গে কাজ করবেন। সেক্ষেত্রে আগামী বছর জানুয়ারিতেই শুটিং হবে এবং ছবির মুক্তি হবে ২০২৬-এর ডিসেম্বরে। উল্লেখ্য, শাহরুখ ও প্রিয়াংকা শেষ একসঙ্গে কাজ করছিলেন ডন ২-তে। শাহরুখ হয়েছিলেন ডন এবং প্রিয়াংকা রোমা, এক ইন্টারপোল অফিসার যে তার ভায়ের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে চায়। ২০১১ সালের পর থেকে তাঁদের আর একসঙ্গে দেখা যায়নি। আবার ডন ৩-এর নায়িকা নিয়েও চর্চা হচ্ছে। কিয়ারা আডবানি প্রথমে নায়িকা হতেন,

অন্তঃস্বত্তা বলে তিনি ছবি থেকে সরে গিয়েছেন। গত রবিবার রণবীর সিংয়ের ৪০-তম জন্মদিনে কৃতি শ্যানন তাঁকে শুভেচ্ছা জানিয়ে পোস্ট করেছেন এবং সবশেষে লিখেছেন, ‘তোমার সঙ্গে খুব শিগগির কাজ করব’। এতে করে তিনি রণবীরের সঙ্গে কাজ করার ইঙ্গিত দিয়েছেন এবং ধরে নেওয়া হচ্ছে সে প্রোজেক্টের নাম ডন ৩।

ব্যাডমিন্টন তারকার মেয়ের নামকরণে আমির

সিতারে জমিন পর পর্দা কাঁপাচ্ছে। তার মধ্যেই আমির খান সম্প্রতি তিনি এক বিশেষ অনুষ্ঠানে হাসি কান্না আর গর্বের মুহূর্ত তৈরি করলেন। বিশিষ্ট তামিল অভিনেতা বিষ্ণু বিশাল ও ব্যাডমিন্টন তারকা জোয়ালা গাট্টার মেয়ের নামকরণ করলেন তিনি। এই মেয়ের নামকরণের জন্যই সুপারস্টার মুম্বাই থেকে হায়দেরাবাদে গেলেন। তার নাম রেখেছেন মীরা। অভিভূত বিষ্ণু ও জোয়ালা এই মুহূর্তের ছবি পোস্ট করেছেন। আমিরের কোলে মীরাকে দেখা যাচ্ছে, সঙ্গে বিষ্ণু ও জোয়ালা। জোয়ালা লিখেছেন, আমাদের মীরা। আর কিছুই চাইবার নেই। … আমির, তোমাকে ধন্যবাদ, এই সুন্দর আর ভাবনাপ্রসূত নামের জন্য’ । বিষ্ণু আমিরকে ধন্যবাদ দিয়ে লিখেছেন, …মীরা মানে শর্তহীন ভালোবাসা ও শান্তি। সফরের এই পর্বে আমির স্যারের থাকা ম্যাজিকের মতো…’ বিষ্ণুকে সম্প্রতি দেখা গিয়েছে লাল সেলাম-এ, পরিচালনায় ঐশ্বর্য রজনীকান্ত।

রামায়ণ নিয়ে সীতার রাগ

নীতিশ তিওয়ারির রামায়ণে রামের বাবা দশরথের চরিত্রে কে আছেন, জানেন? অরুণ গোভিল। সেই অরুণ গোভিল, যিনি রামানন্দ সাগরের ম্যাগনাম অপাস টিভি শো রামায়ণে রামের চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন।

তবে অরুণ গোভিলকে এখানে দশরথের ভূমিকায় রাখা নিয়ে দীপিকা চিকালিয়া বেশ অসন্তুষ্ট। দীপিকা ওই টিভি শো-তে সীতার চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। অরুণ গোভিল নীতিশ তিওয়ারির ছবিতে গেছেন শুনে দীপিকা বলেছেন যে, এই পালাবদলটা ব্যক্তিগত জায়গা থেকে তিনি মানতে পারছেন ন। অবশ্য যেটা যাঁর ব্যক্তিগত ব্যাপার, তা নিয়ে মাথা গলাতে চান না দীপিকা। তববে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছেন যে, তাঁর কাছে যে যে চরিত্রের সঙ্গে ওতপ্রোত, তার বাইরে তাঁকে ভাবতেও পারেন না। দীপিকার কাছে অরুণ মানেই রাম। সেই ভাবনাটা এবার ধাক্কা খাবে তাঁর কাছে।

কয়েক বছর আগেও শিলিগুড়ির ডাম্পিং গ্রাউন্ড পেরিয়ে ডন বসকো মোড় বা জ্যোতিনগরের দিকে যাওয়ার কথা ভাবলেই, যেন নাকে আসত তীব্র ঝাঁঝালো গন্ধ। তা এখন অতীত। তাই অনেকেই সময় কাটানোর জন্য বেছে নিচ্ছেন এলাকাটিকে।

ক্যাফের আলো জ্যোতিনগরে

ঘরের পাশে সরাইখানা

পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ৭ জুলাই : এখানে ক্যাফে খুললে আসবে কে? একটা সময় এমন প্রশ্নে মাথায় দুশ্চিন্তা ভিড় করলেও, এখন আর কোনও দ্বিধা নেই। নিশ্চিন্তে অনেকেই ব্যবসায় লগ্নি করছেন। কারণ, প্রতিদিন সন্ধ্যায় চা-কফির গন্ধে ম ম করে এলাকা। জমে ওঠে সন্ধ্যাকালীন আড্ডা। চলে দাবার মতো মাইন্ড গেম থেকে তির ছোড়ার মতো পেশিশক্তির প্রদর্শনের লড়াই। অথচ কয়েক বছর আগেও শিলিগুড়ির ডাম্পিং গ্রাউন্ড পেরিয়ে ডন বসকো মোড় বা জ্যোতিনগরের দিকে যাওয়ার কথা ভাবলেই, যেন নাকে আসত তীব্র ঝাঁঝালো গন্ধ। তা এখন অতীত। তাই অনেকেই সময় কাটানোর জন্য বেছে নিচ্ছেন এলাকাটিকে। ভিড় যেমন বাড়ছে, তেমনই বৃদ্ধি ঘটছে ক্যাফের সংখ্যা।

ডন বসকো মোড়ের পাশে জ্যোতিনগরের অলিতেগলিতে এখন নতুনত্বের ছোঁয়া। কেউ ছাদের ওপরে আলোর বাহারে সাজিয়ে তুলেছেন ক্যাফে, তো কেউ আবার ছোট একটি ঘরকেই সাজিয়ে তুলেছেন নতুনভাবে। গ্রাহকদের নজর কাড়তে বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে প্রায় প্রতিটি ক্যাফেতেই রাখা আছে নানান ইন্ডোর গেম। শহরের কোলাহল থেকে দূরে একটু ফাঁকা শান্ত পরিবেশে চায়ে চুমুক দিতে অনেকেই পৌঁছে যাচ্ছেন এখানে। যেমন শিলিগুড়ির হাকিমপাড়ার বাসিন্দা রাজদীপ সরকার ইচ্ছে হলেই পৌঁছে যান এখানে, নেই নির্দিষ্ট কোনও সময়। এলাকাটি তাঁর গন্তব্য হয়ে ওঠে মনের ইচ্ছায়। শহরে এত ক্যাফে থাকতে এখানে কেন, প্রশ্ন করতেই তিনি বললেন, 'এখানের ক্যাফেগুলোতে এলে মনে হল রংটং কিংবা দুধিয়ার পাহাড়ের সেই ক্যাফেগুলিতে এসেছি। ওখানের ক্যাফেগুলোর মতোই দেখতে, খাবারের স্বাদেও তেমন তারতম্য নেই।'

জ্যোতিনগরের একটি ক্যাফে।

> এখানের ক্যাফেগুলিতে এলে মনে হল রংটং কিংবা দুধিয়ার পাহাড়ের সেই ক্যাফেগুলিতে এসেছি। ওখানের ক্যাফেগুলির মতোই দেখতে, খাবারের স্বাদেও তেমন তারতম্য নেই।
>
> **রাজদীপ সরকার**
> *হাকিমপাড়ার বাসিন্দা*

অনেক চিন্তা নিয়েই ক্যাফে খুলেছিলেন অর্পণ ছেত্রী। তবে এখন তাঁর মুখের চওড়া হাসিই বলে দিচ্ছে যে, সিদ্ধান্তটা ভুল ছিল না। তিনি বলেন, 'আমি শুরুতে ভেবেছিলাম কেউ আসবে কি না এখানে। তবে এখন তো দেখি স্থানীয় এলাকার থেকে বাইরের ছেলেমেয়েদের ভিড়টাই বেশি। শহরের অন্যান্য জায়গা থেকে গ্রাহকরা আসেন।' খাবারে যেমন একটু নেপালি টাচ রয়েছে, তেমনি গ্রাহকদের মনোরঞ্জনের জন্য রাখা হয়েছে নানান খেলার ব্যবস্থা। তাতে অনেকটা সময় কাটানো যায়। একটি ক্যাফের মালিক শ্রেয়া গুপ্তা বলছিলেন,'আমাদের এলাকায় এখন অনেক ক্যাফে রয়েছে। তবে একটা সময় ছিল, যখন এখানেও যে ক্যাফে হতে পারে, তা অনেকেরই চিন্তার বাইরে ছিল। এলাকার আশপাশে ডাম্পিং গ্রাউন্ড থাকায় এই চিন্তাটাও ছিল স্বাভাবিক।'

শহরের একঘেয়েমি দূর করতে যখন খুব বেশি দূরে যাওয়ার সময় হয়ে ওঠে না, তখন এই ক্যাফেগুলি হয়ে থাকে প্রথম পছন্দের। কলেজ পড়ুয়া স্থানীয় সৌমিক সাহার কথায়, 'আগে তো আমরা বাঘা যতীন পার্ক যেতাম, সময় কাটাতে। এখন উলটো, আমাদের ওদিকের বন্ধুরা এখানে আসে।' মোমো, থুপ্পা, ফালে, শেলরুটি থেকে শুরু করে নেপালি স্টাইল আলুমিমি সবটাই যেন এই ক্যাফেগুলির হট আইটেম। এছাড়া চিকেন গ্রিল, বোবা টি, চিজ কেক সহ আরও অন্যান্য জিনিস তো আছেই। তাই নয়া ডেস্টিনেশন জ্যোতিনগর।

ডাবগ্রামে ৩০ শয্যার আধুনিক হাসপাতাল

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৭ জুলাই : শিলিগুড়িতে ৩০ শয্যার হাসপাতাল তৈরি করছে পুরনিগম। বহুদিন ধরেই মেয়র গৌতম দেব এই হাসপাতাল তৈরির কথা বলে আসছেন। অবশেষে সোমবার বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকদের নিয়ে এলাকা ঘুরে দেখার পর মেয়র বললেন, চলতি বছরের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে নির্মাণকাজ শুরু হয়ে যাবে। তবে, এই খাতে কত বরাদ্দ সেটা এখনও নিশ্চিত নয়। মেয়র বলেছেন, 'হাসপাতাল ভবনের নকশা দ্রুত কলকাতায় পাঠানোর জন্য বলা হয়েছে। তার ভিত্তিতেই বরাদ্দ এলে তার পরেই নির্মাণকাজ শুরু হবে। দার্জিলিংয়ের মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ তুলসী প্রামাণিক বলেছেন, 'এখানে প্রথম পর্যায়ে ৩০ শয্যার হাসপাতাল তৈরির পরিকল্পনা রয়েছে। পাশাপাশি এখানে চিকিৎসক এবং নার্সদের জন্য আবাসনও তৈরি হবে।'

২৩ নম্বর ওয়ার্ডের ডাবগ্রামে মাতৃসদনের উলটো দিকে পুরনিগমের হাতে প্রায় দুই বিঘা জমি রয়েছে। যে জমিটি দীর্ঘদিন ধরে পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। সেখানেই ৩০ শয্যার হাসপাতাল তৈরি করবে পুরনিগম। বহুদিন ধরে এই হাসপাতালের কথা পুরকর্তারা বলে এলেও এর বিস্তারিত নকশা এখনও পাঠানো হয়নি। ফলে আর্থিক বরাদ্দ আসেনি। সোমবার দার্জিলিংয়ের মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ তুলসী প্রামাণিক সহ অন্য স্বাস্থ্য আধিকারিক, পুরনিগমের পূর্ত ও স্বাস্থ্য বিভাগের আধিকারিক, একাধিক বিভাগের বাস্তুকার, স্থানীয় কাউন্সিলারকে নিয়ে মেয়র মাতৃসদন এবং তার উলটো দিকের জমি ঘুরে দেখেন। তার পরে মেয়র বলেন, 'এখানে মাতৃসদন ভালোভাবেই চলছে। প্রসূতিদের বিভিন্ন চিকিৎসা পরিষেবা সহ অন্যান্য চিকিৎসার ব্যবস্থাও রয়েছে। এখানে একটি ওষুধের দোকানও খোলা হবে। ২৪ ঘণ্টার জন্য সেই দোকান খোলা থাকবে। মাতৃসদনে একটি আল্ট্রাসনোগ্রাফি মেশিনও বসানো হচ্ছে।' মেয়র বলেন, 'মাতৃসদনের উলটো দিকে আমাদের হাতে একটি জায়গা রয়েছে। সেখানে ৩০ শয্যার পাঁচতলা হাসপাতাল ভবন তৈরি করা হবে। যেখানে প্রতিটি তলে ২০০০ বর্গফুট করে জায়গা থাকবে। অন্তর্বিভাগের চিকিৎসা পরিষেবার পাশাপাশি এখানে সিটি স্ক্যান, এমআরআই পরিষেবা, ব্লাড ব্যাংকের ব্যবস্থাও থাকবে। এখানে লিফট, র‍্যাম্প সহ অন্য ব্যবস্থাও থাকবে।' তাঁর আশা, ডিসেম্বর মাসের মধ্যে এই হাসপাতালের নির্মাণকাজ শুরু হয়ে যাবে। স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রের খবর, এই হাসপাতাল চালানোর জন্য ন্যূনতম চারজন চিকিৎসক, ১২ জন নার্স এবং অন্য স্বাস্থ্যকর্মী প্রয়োজন হবে। এই চিকিৎসক ও নার্সদের জন্য আবাসন তৈরি করা হবে। তবে, এই খাতে কত খরচ হবে তা এখনই স্পষ্ট নয়। এই প্রকল্পের ডিটেইলড প্রোজেক্ট রিপোর্ট পাঠানোর পরেই স্বাস্থ্য দপ্তর এই খাতে বরাদ্দ দেবে। সম্ভবত ন্যাশনাল আরবান হেলথ মিশন (এনইউএইচএম) প্রকল্প থেকে এর বরাদ্দ আসতে পারে বলে স্বাস্থ্য দপ্তর জানিয়েছে।

আধিকারিকদের সঙ্গে এলাকা ঘুরে দেখছেন মেয়র। ছবি : সঞ্জীব সূত্রধর

প্রস্তাবিত ব্যবস্থা

- ডাবগ্রামে মাতৃসদনের উলটো দিকে পুরনিগমের হাতে প্রায় দুই বিঘা জমি রয়েছে
- ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের এই জমিটি দীর্ঘদিন ধরে অব্যবহৃত ও পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে
- এই জমিতেই ৩০ শয্যার হাসপাতাল তৈরি করতে চাইছে পুরনিগম
- সেখানে ৩০ শয্যার পাঁচতলা হাসপাতাল ভবন তৈরি করা হবে
- অন্তর্বিভাগ, সিটি স্ক্যান, এমআরআই পরিষেবা, ব্লাড ব্যাংকের ব্যবস্থাও থাকবে

আজ শহরে

- 'দামামা'র ৫৩তম প্রতিষ্ঠা দিবসকে কেন্দ্র করে দুটি নাটক 'ওরে বিহঙ্গ' ও 'আর এক দ্রোণাচার্য'। সন্ধ্যা ৭টা থেকে শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চে।

ইলিশ বাছাই। সোমবার শিলিগুড়িতে দীপ্তেন্দু দত্তের তোলা ছবি।

ধর্মঘটের সমর্থনে মিছিল

শিলিগুড়ি ও ইসলামপুর, ৭ জুলাই : কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন এবং ফেডারেশন সমূহ ও সংযুক্ত কিষান মোর্চার উদ্যোগে সোমবার এক মহামিছিলের আয়োজন করা হয়। ৯ জুলাইয়ের ধর্মঘটের প্রচারের জন্য এদিন কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামের সুইমিং পুলের সামনে থেকে এই মিছিল শুরু হয়। বুধবার যাতে মানুষ ১৭ দফা দাবিতে এই ধর্মঘট পালন করেন, সেজন্য প্ল্যাকার্ড, স্লোগানের মাধ্যমে প্রচার করা হয়। উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নের নেতৃত্ব সমন পাঠক, অভিজিৎ মজুমদার, তাপস গোস্বামী, জয় লোধ, অনিরুদ্ধ বসু, পার্থ মৈত্র প্রমুখ। এছাড়াও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতারাও এই মিছিলে অংশগ্রহণ করেছেন। অন্যদিকে, এদিন ইসলামপুর শহরেও মিছিল ও সভার আয়োজন করেছিলেন বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়ন এবং ফেডারেশনের নেতারা। মিছিলটি এদিন পুর টার্মিনাস থেকে শুরু হয়ে শহর পরিক্রমা করে টার্মিনাসেই শেষ হয়। সিটুর উত্তর দিনাজপুর জেলার সম্পাদক বিকাশ দাস বলেছেন, 'শ্রম কোড বিল বাতিল সহ একাধিক দাবিতে দেশব্যাপী ৯ জুলাই ডাকা ধর্মঘটের সমর্থনে এদিনের কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছিল।'

রহস্যমৃত্যু

শিলিগুড়ি, ৭ জুলাই : শিবমন্দিরে এক তরুণের অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল। মৃত ওই তরুণের নাম মৃদুল চক্রবর্তী। তিনি গোঁসাইপুর স্বপ্নেশ্বরী বোল্লা রক্ষাকালী মন্দিরের পূজারি ছিলেন। পুলিশ সূত্রে খবর, বাবা-মায়ের সঙ্গে কিছু বিষয় নিয়ে ঝগড়া হয়েছিল। এরপর ওই তরুণ আত্মঘাতী হন। প্রতিবেশীরা জানিয়েছেন, রবিবার গভীর রাত পর্যন্ত জেগে ছিলেন ওই তরুণ। এরপর ভোররাতের দিকে ঘরের ভেতর থেকে চেয়ার পড়ার শব্দ শুনতে পান পরিবারের লোকেরা। এরপর ওই তরুণকে ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার করে প্রথমে স্থানীয় একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে গেলে তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন কর্তব্যরত চিকিৎসক।

স্মারকলিপি

শিলিগুড়ি, ৭ জুলাই : শহরে বাড়তে থাকা ছিনতাই, চুরির ঘটনায় পুলিশ-প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে সোমবার ভক্তিনগর থানা ও পানিট্যাঙ্কি ফাঁড়িতে স্মারকলিপি দিল বঙ্গীয় হিন্দু মহামঞ্চ। সংগঠনের সভাপতি বিক্রমাদিত্য মণ্ডল বলেন, 'পুলিশ-প্রশাসন সাধারণ মানুষকে নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ। তাই আমরা শহর শিলিগুড়িতে কেন্দ্রীয় নিরাপত্তার দাবি জানাচ্ছি।'

জলের বোতলে শীতল বিপ্লব

এই গরমে খেলাধুলো, জিম, ভ্রমণ বা চাকরিতে যাওয়ার সময় জলের বোতল হাতে দেখা যায় বেশিরভাগ মানুষকে। তবে শুধু মান্ধাতার আমলের প্লাস্টিকের জলের বোতল নয়, বরং ফ্যাশনে এসেছে স্টেনলেস স্টিল, কাচ এবং মাটির রকমারি জলের বোতল। আর তাতে লেগেছে যুগের হাওয়া। আলোকপাত করলেন তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ৭ জুলাই : আধুনিকতার ছোঁয়া লেগে সবকিছুতেই নতুনত্ব দেখা গিয়েছে। বাদ নেই জলের বোতলও। কোনওটাতে দেখা যাচ্ছে অভ্র, চুমকি, জেল দিয়ে ডিজাইন করা, কোনওটাতে আবার ব্যবহারকারীর নাম লেখা। মাটির বোতলগুলোকেও কলকা, ছবি দিয়ে সাজিয়ে তোলা হয়েছে। বোতলের গঠনেও রয়েছে চমক। কোনওটি বলের আকার, কোনওটি চারকোনা, আবার কোনওটি ফুলদানির মতো দেখতে। আধুনিক এই বোতলগুলো নজর কাড়ছে নতুন প্রজন্মের। শহরের দোকানগুলোতে দেখা যায় নতুন এই বোতল। যা এক দেখায় জলের বোতল বলে মনে নাও হতে পারে প্রবীণদের। ডিজাইনার এই বোতলগুলোর চাহিদা নতুন প্রজন্মের কাছে সবথেকে বেশি। কী ধরনের বোতলের চাহিদা বেশি প্রশ্ন করতেই সেবক রোডের একটি স্টেশনারি দোকানের মালিক দেবদীপ সেনগুপ্ত বলেন, 'জলের বোতল নিয়ে মেয়েরা বেশি খুঁতখুঁতে। বিশেষ করে স্কুল, কলেজের মেয়েরা এসে ডিজাইনার বোতলের খোঁজ করে। বিশেষ করে সিপার বেশি বিক্রি হয়।'

এক সময় ছিল, বিভিন্ন ঠান্ডা পানীয় কিনে সেই বোতল ধুয়ে রেখে দেওয়া হত খাওয়ার জল রাখার জন্য। স্কুল, কলেজে, ঘুরতে, চাকরিতে যাওয়ার সময়ও এই বোতলগুলোতেই জল ভরে নিয়ে যাওয়া হত। জলের জন্য বোতল কেনার আগ্রহ দেখা যেত না বলে ফুলেশ্বরীর বাসিন্দা ষাটোর্ধ্ব ছায়া চক্রবর্তী জানান। তবে এইসব ঠান্ডা পানীয়র বোতলে জল নেওয়া যে স্বাস্থ্যকর নয় তা অবশ্য জানিয়েছেন চিকিৎসক সঞ্জয় চৌধুরী। কারণ সেগুলো খুবই নিম্নমানের হয়। তার থেকে মাটির, কাচের বোতল অনেক বেশি স্বাস্থ্যকর।

সেলেব্রিটিদেরও দেখা যায় এখন বিভিন্ন ডিজাইনার বোতল সঙ্গে রাখতে। তাঁদের দেখেই যে এ ধরনের শখ হয়েছে তা অবশ্য জানিয়েছে জ্যোৎস্নাময়ী গার্লস হাইস্কুলের একাদশ শ্রেণির ছাত্রী মেঘা মজুমদার। তবে সুন্দর এই বোতলগুলোর দামও কিন্তু অনেকটাই। মাটিরগুলো একশো টাকা থেকে শুরু হয়, অন্যদিকে ডিজাইনার সিপার তো দুশো টাকার নীচে মনোমতো যেন হয় না। দামি হলেও ট্রেন্ডে থাকার কারণে বাহারি বোতল এখন বাজারে দেখা যায়।

গড়নে চমক

- জলের বোতলে কোনওটাতে দেখা যাচ্ছে অভ্র, চুমকি, জেল দিয়ে ডিজাইন করা
- মাটির বোতলগুলোকেও কলকা, ছবি দিয়ে সাজিয়ে তোলা হয়েছে
- পানীয় জলের বোতলের গড়নেও রয়েছে চমক, কোনওটি বলের আকারের
- কোনও বোতলের গড়ন চারকোনা, আবার কোনওটি ফুলদানির মতো দেখতে
- যেগুলো এক্সক্লুসিভ তার কোনওটাতে আবার ব্যবহারকারীর নাম লেখা

স্কুলে ফ্যান চুরি

শিলিগুড়ি, ৭ জুলাই : শনিবার অভিযোগ দায়ের করার পরেও ফের চুরি শালুগাড়া হাইস্কুলে। আরও পাঁচটি ক্লাসরুমের ফ্যান চুরি করল দুষ্কৃতীরা। চুরির পর স্কুলের বারান্দাতে বসেই ফ্যানের যন্ত্রাংশ খুলে নিয়ে পালায় তারা। এমনকি প্রধান শিক্ষকের রুমের জানলা ভেঙে পর্দা কেটে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ উঠেছে।

স্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক রাজীবকুমার চক্রবর্তী বলেন, 'শুক্রবার রাতেই স্কুলের নেপালিমাধ্যমের তিনটি ক্লাসের ফ্যান চুরি হয়েছিল। আজ সকালে এসে দেখলাম, বাংলা ও নেপালিমাধ্যম মিলিয়ে পাঁচটি ক্লাসের ফ্যান চুরি হয়ে গিয়েছে। এভাবে চলতে থাকলে তো আর স্কুলই চালানো যাবে না।' দুষ্কৃতীদের খোঁজে তদন্ত করছে ভক্তিনগর থানার পুলিশ।

বিক্ষোভ

শিলিগুড়ি, ৭ জুলাই : তেরো বছরের নাবালিকাকে ধর্ষণে অভিযুক্তের গ্রেপ্তারির দাবিতে সোমবার সন্ধ্যায় প্রধাননগর থানায় বিক্ষোভ দেখান নাবালিকার পরিবার ও এলাকার মানুষজন। তাঁরা দাবি করেন, অভিযুক্তকে দ্রুত গ্রেপ্তার করতে হবে। তেরো বছরের ওই নাবালিকা এখন গর্ভবতী অবস্থায় উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি রয়েছে।

ডাম্পার আটকাল বিদ্যুতের তারে

শিলিগুড়ি, ৭ জুলাই : বালি বোঝাই ডাম্পারকে ঘিরে বিপত্তি। বিদ্যুতের তারে লেগে থাকা অবস্থায় প্রায় তিন ঘণ্টা ডাম্পারের সামনের দুটি চাকা শূন্যে ঝুলে থাকল। শেষে ক্রেন এনে ডাম্পারকে টেনে নিয়ে গেল পুলিশ। আর এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সোমবার ভোর থেকে চাঞ্চল্য ছড়ায় মধ্য শান্তিনগর এলাকায়। ডাম্পারচালক পালিয়ে যাওয়ায় ইতিমধ্যেই ওই ডাম্পারটি বাজেয়াপ্ত করেছে আশিঘর ফাঁড়ির পুলিশ।

স্থানীয় বাসিন্দা অশোক রায় বলেন, 'এদিন ভোরবেলা ওই ডাম্পারটি এলাকায় ঢোকে। এরপর ডাম্পারটি তারে লেগে যাওয়ায় ডাম্পারের মাল খালি করতে থাকা অবস্থাতেই ওপরে উঠে তার সরানোর চেষ্টা করে চালক। এরমধ্যেই ডাম্পার খালি হয়ে যায়। ফলে ডাম্পারের সামনের অংশ উঠে, তা তারের সঙ্গে লেগে যায়। উলটে পড়ে যান গাড়িচালক। এরপরই পালিয়ে যান ওই চালক।' এদিকে, ওই ডাম্পারটিকে রাস্তা দেখিয়ে নিয়ে আসা স্থানীয় এক তরুণও চোট পান। তাঁকে স্থানীয়রা হাসপাতালে নিয়ে যান। এদিকে, ডাম্পারের সামনের চাকা এইভাবে ঝুলতে দেখে খবর দেওয়া হয় বিদ্যুৎ দপ্তরকে। বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মীরা এসে এলাকায় বিদ্যুৎ সংযোগ ছিন্ন করেন।

ডাম্পারগুলি এভাবে অলিগলিতে ঢোকায় ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন স্থানীয় ৩৬ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলার রঞ্জন শীল শর্মা। তিনি বলেন, 'অলিগলিতে এভাবে ডাম্পার ঢুকে যাওয়ায় যথেষ্ট সমস্যার মধ্যে পড়তে হচ্ছে। পুলিশ প্রশাসনের উচিত বিষয়গুলো দেখা। এলাকার রাস্তা, নিকাশি সমস্ত কিছু খারাপ হয়ে যাচ্ছে।' সবমিলিয়ে, ডাম্পারের এমন দৃশ্য দেখে কার্যত অবাক হয়ে থাকলেন এলাকার সাধারণ মানুষ।

> অলিগলিতে এভাবে ডাম্পার ঢুকে যাওয়ায় যথেষ্ট সমস্যার মধ্যে পড়তে হচ্ছে। পুলিশ প্রশাসনের উচিত বিষয়গুলো দেখা। এলাকার রাস্তা, নিকাশিনালা সমস্ত কিছু খারাপ হয়ে যাচ্ছে।
>
> **রঞ্জন শীলশর্মা**

পাড়ায় পাড়ায়

শিলিগুড়ি

পুজোর আগে রাস্তা সংস্কারের আর্জি

শিলিগুড়ি, ৭ জুলাই : তিন বছর পেরিয়ে গেল, কেউ কথা রাখেনি। কেউ কথা রাখে না। ভোটের মরশুমে পরিযায়ী পাখির মতো রাজনৈতিক দলের নেতারা আসেন ঝুলিভরা আশ্বাস নিয়ে, তারপর স্বার্থ ফুরিয়ে গেলে দেখা মেলে না।

কথা হচ্ছে শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৪২ নম্বর ওয়ার্ডের প্রকাশনগর রোডটিকে নিয়ে। সালুগাড়া থেকে চম্পাসারি রোডের সংযোগকারী এই পথ দিয়ে সারাদিনে কয়েকশো মানুষের যাতায়াত। পিচের চাদর উঠেছে বহুদিন আগে। কুচি পাথর বেরিয়ে এসেছে। তৈরি হয়েছে একাধিক ছোট-মাঝারি গর্ত। সামান্য বৃষ্টিতে সেখানে জল জমে। বেকায়দায় পড়েন পথচলতি মানুষ। স্থানীয়দের ক্ষোভ, এতদিন ধরে রাস্তাটি বেহাল অবস্থায় থাকা সত্ত্বেও সংস্কারের কোনওরকম উদ্যোগ নেই। এ নিয়ে কথা বলতে গেলে ফের প্রতিশ্রুতির বাণী শোনালেন ৪২ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার শোভা সুব্বা। বললেন, 'রাস্তাটি মেরামতের জন্য দ্রুত প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া হবে।'

৪২ নম্বর ওয়ার্ডের প্রকাশনগর রোড দিয়ে সেবক রোডে ওঠা যায়। যাওয়া যায় ইস্টার্ন বাইপাসে। এলাকাবাসী মানবেন্দ্র রায় গর্ত এড়িয়ে ধীরে ধীরে হাঁটছিলেন। সামনে এসে বললেন, 'লাভ হবে কি ছবি তুলে? আমাদের সমস্যা নিয়ে কারও তো হেলদোল দেখি না তেমন। এমন ভাঙাচোরা রাস্তায় দুর্ঘটনার আশঙ্কা থাকে। কবে যে সংস্কার হবে, ভগবান জানে।' একইরকম হতাশার সুর আরও এক স্থানীয় প্রসেনজিৎ বিশ্বাসের গলায়। তাঁর কথায়, 'ছোটরা এই রাস্তা দিয়ে স্কুলে যায়। অসুস্থ ব্যক্তিদের গাড়িতে করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। ওদের অসুবিধা সবথেকে বেশি। সাধারণের সমস্যা নিয়ে চিন্তা করুক প্রশাসন।'

যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, মেরামতের দাবি জানাচ্ছেন নাগরিকরা। তাঁদের অনুরোধ, এবছর দুর্গাপুজোর আগে যেন হাল ফেরে রাস্তার।

পাথর গড়িয়ে পড়ে বন্ধ সিকিমের লাইফলাইন। ওপারে আটকে যাত্রীরা। ছবি : সূত্রধর

ধসে বন্ধ এনএইচ ১০

গাড়িতে আছড়ে পড়ল বোল্ডার, অল্পের জন্য রক্ষা

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৭ জুলাই : ফের ধস কালিম্পং ও সিকিমের লাইফলাইন ১০ নম্বর জাতীয় সড়কে। অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচেছেন একটি যাত্রীবাহী গাড়ির চালক সহ অন্যরা। বড় বোল্ডার গাড়িটির উপর আছড়ে পড়ে। এতে দুমড়েমুচড়ে যায় গাড়ির সামনের অংশ। ধসের জেরে ওই রুটে যান চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়। পরে পুলিশ তিনটি আর্থমুভার এনে বিশাল আকারের পাথরগুলি সরানোর ব্যবস্থা করে। দুপুর নাগাদ পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। রাস্তার দায়িত্বপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সড়ক সংস্থা ন্যাশনাল হাইওয়ে অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড (এনএইচআইডিসিএল) জানিয়েছে, এখনও ওই অংশে পাথর পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সেজন্য সোমবার সন্ধ্যা ছ'টা থেকে মঙ্গলবার সন্ধ্যা ছ'টা পর্যন্ত সড়কে সমস্ত ধরনের যান চলাচল বন্ধ রাখা হয়েছে।

বর্ষায় কালিম্পং ও সিকিমের লাইফলাইন ১০ নম্বর সড়কে মাঝেমধ্যে ধস নামছে। বিশেষ করে মামখোলা, লিকুভির, ১০ মাইল, লোহাপুলের মতো এলাকায় প্রায়ই ধস নামে। আর এর জেরে বিঘ্ন ঘটে যান চলাচলে। সোমবার সকাল ৯টা নাগাদ সেবক এবং কালিঝোরার মাঝে ভাসোয়া এলাকায় আচমকা পাহাড় থেকে বড় বড় বোল্ডার রাস্তায় পড়তে শুরু করে। সেই সময় সড়কে প্রচুর গাড়ি ছিল। কালিম্পংয়ের দিক থেকে শিলিগুড়িগামী যাত্রীবাহী একটি ছোট গাড়ির বনেটের উপর আছড়ে পড়ে বড় বোল্ডার। গাড়ির সামনের অংশ দুমড়েমুচড়ে যায়। একটি পাথর আবার স্টিয়ারিংয়ে এসে লাগে। তবে গাড়ির কারও কোনও ক্ষতি হয়নি। চালক সহ সমস্ত যাত্রী নিরাপদে বেরিয়ে আসেন।

পরে সেবক ফাঁড়ির বড়বাবু তপন দাসের নেতৃত্বে পুলিশকর্মীরা ঘটনাস্থলে গিয়ে আর্থমুভারের বন্দোবস্ত করেন। তিনটি আর্থমুভার দিয়ে বোল্ডার সরিয়ে দুপুর ১২টা নাগাদ যান চলাচল স্বাভাবিক করা হয়। তবে, এই জায়গায় এখনও পাথর পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সেজন্য এনএইচআইডিসিএল ২৪ ঘণ্টার জন্য এই পথে যান চলাচল বন্ধ রাখার ঘোষণা করেছে। দার্জিলিং পুলিশের এক কর্তার আশঙ্কা, যেভাবে পাহাড় ভাঙছে, বড় বোল্ডার পড়ছে, তাতে যে কোনও সময় বড় বিপদ হতে পারে। অন্যদিকে, এদিনই দার্জিলিং থেকে তিস্তাবাজারগামী পেশক রোডে একটি ছোট গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে গড়িয়ে পড়ে। তবে কিছুটা নীচে একটি গাছে আটকে যায় সেটি। হতাহতের কোনও খবর পাওয়া যায়নি।

পাথরের ধাক্কায় ক্ষতিগ্রস্ত সেই গাড়ি।

দুই জেলায় পড়ুয়া নিগ্রহে কড়া ব্যবস্থা

হোমে পাঠানো হল অভিযুক্ত ছাত্রকে

সৌরভ দেব ও অনসূয়া চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ৭ জুলাই : কাউন্সেলিংয়ের প্রয়োজন রয়েছে স্কুল সহপাঠীকে উত্যক্ত করায় অভিযুক্ত ছাত্রের। যে কারণে তাকে পাঁচদিনের জন্য হোমে রাখার নির্দেশ দিল জুভেনাইল জাস্টিস বোর্ড। খুব ভালোভাবে কাউন্সেলিংয়ের জন্য বোর্ডের সিদ্ধান্তে কোরক হোমেই থাকবে ওই ছাত্রটি। হোমের সুপার থেকে শুরু করে সিডব্লিউসির সদস্যরা তার কাউন্সেলিং করবেন। সোমবার জলপাইগুড়ি জুভেনাইল জাস্টিস বোর্ডের সদস্যরা আলোচনা করে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

জুভেনাইল জাস্টিস বোর্ডের সরকারি আইনজীবী শান্তা চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'বোর্ড নির্দেশ দিয়েছে ছাত্রটি পাঁচদিনের জন্য কোরক হোমে থাকবে। তাকে যাতে নিয়মিত কাউন্সেলিং করা হয় সেই নির্দেশ দিয়েছে বোর্ড।' অন্যদিকে, এদিন ছাত্রের বাবা এবং পরিবারের সদস্যরা জুভেনাইল জাস্টিস বোর্ডের সামনে হাজির ছিলেন। কোরক হোমের বাইরে দাঁড়িয়ে ছাত্রের বাবা সংবাদমাধ্যমের কাছে দাবি করেন, 'আমার ছেলে এখনও শিশুসুলভ আচরণ করে। সে এই ধরনের কাজ কোনও অবস্থাতেই করতে পারে না। তাকে কোনওভাবে এই ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। সে সম্পূর্ণ নির্দোষ।'

এদিন এই ঘটনার বিষয়ে জানতে সংশ্লিষ্ট স্কুলে যাওয়া হলে অধ্যক্ষ বলেন, 'ঘটনাটি বর্তমানে বিচারাধীন রয়েছে। আমরা যা বলার সেটা ইতিমধ্যেই পুলিশকে জানিয়েছি।' ঘটনার দিনই কেন বিষয়টি প্রশাসনের নজরে না এনে উলটে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করছে স্কুল কর্তৃপক্ষ, প্রশ্ন করা হলে তিনি এড়িয়ে যান। এদিন দুপুরে স্কুলের অধ্যক্ষের অপসারণের দাবি তুলে স্কুলের সামনে বিক্ষোভ দেখান এসএফআই সমর্থকরা।

স্কুলের দেওয়ালে পোস্টার সাঁটছে এসএফআই। সোমবার।

সহপাঠীকে শ্লীলতাহানির অভিযোগের ঘটনায় এক নাবালক ছাত্রকে আইনের আওতায় এনে তদন্ত শুরু করে পুলিশ। ওই ছাত্র রবিবার থেকে জলপাইগুড়ি কোরক হোমে রয়েছে। এদিন ওই নাবালককে জুভেনাইল জাস্টিস বোর্ডের সামনে নিয়ে আসা হয়। ঘটনার সমস্ত দিক খতিয়ে দেখে ছাত্রকে বোর্ড পাঁচদিন হোমে থাকতে নির্দেশ দেয়।

জলপাইগুড়ি

এই ঘটনায় স্কুল পড়ুয়াদের অভিভাবকদের একাংশ মনে করছেন, স্কুল কর্তৃপক্ষের চরম গাফিলতি এবং উদাসীনতার জন্যই বিষয়টি এই জায়গায় এসে পৌঁছেছে। অভিভাবকরা বলছেন, প্রথম দিনই যদি ছাত্র এবং নির্যাতিতা ছাত্রীর পরিবারকে ডেকে ছাত্রটিকে সতর্ক করা বা প্রয়োজনে কিছু শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতেন অধ্যক্ষ, তাহলে সমস্যা এত গুরুতর আকার নিত না। স্কুলের অধ্যক্ষ ঘটনাটিকে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করাতেই সেটি আদালত পর্যন্ত গড়িয়েছে।

এই ঘটনা সামনে আসার পর আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন অনেক অভিভাবক। এদিন স্কুলের বাইরে দাঁড়িয়ে এক অভিভাবক উদ্বেগ প্রকাশ করেন, আমার মেয়ে এই স্কুলেই পড়ে। এই ঘটনার পর স্কুল কর্তৃপক্ষের উদাসীনতা দেখে যথেষ্টই আতঙ্কে রয়েছি। অপর এক অভিভাবক বলেন, 'ঘটনার পরেই যদি ছাত্রের বিরুদ্ধে স্কুল কোনও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করত সেটাই যথেষ্ট ছিল। ঘটনা জানাজানির পর এখন স্কুলের যথেষ্ট সম্মানহানি হচ্ছে। এজন্য একমাত্র দায়ী স্কুল কর্তৃপক্ষ।'

যদিও স্কুলের তরফে অভিভাবকদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে বলা হয়েছে, ঘটনা নিয়ে আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই। ছাত্রছাত্রীদের নিরাপত্তার বিষয়টি স্কুল কর্তৃপক্ষ গুরুত্ব সহকারে দেখছে। এসএফআইয়ের জেলা কমিটির সভাপতি সাব্বির হোসেন বলেন, 'এই স্কুলে ছাত্রছাত্রীদের যে কোনও নিরাপত্তা নেই তা সম্প্রতি এক ছাত্রীর সঙ্গে ঘটে যাওয়া ঘটনা থেকেই পরিষ্কার। আমরা এই ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানাই। সেইসঙ্গে স্কুলের অধ্যক্ষের অপসারণ দাবি করছি।'

প্রয়াত বহরমপুরের প্রাক্তন সাংসদ

বহরমপুর, ৭ জুলাই : বহরমপুরের প্রাক্তন সাংসদ তথা আরএসপির বর্ষীয়ান নেতা প্রমথেশ মুখোপাধ্যায় প্রয়াত হয়েছেন। সোমবার শ্বাসকষ্টজনিত রোগে তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর।

বাম আমলের প্রভাবশালী এই আরএসপি নেতার কাছে রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশংকর রায়কেও পরাজিত হতে হয়েছিল। প্রমথেশ মুখোপাধ্যায় বহরমপুর লোকসভা কেন্দ্র থেকে ১৯৯৪, ১৯৯৬ ও ১৯৯৮ সালে লোকসভা নির্বাচনে জিতে লোকসভার সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি আরএসপির সেন্ট্রাল কমিটির সদস্য ছিলেন। তাঁর জন্ম ১৭ জানুয়ারি ১৯৪৬ সালে। কান্দি রাজ কলেজ থেকে বিএসসি পাশ করে পরবর্তীতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে এমএ পাশ করেন তিনি। কলেজে পড়াকালীন আরএসপির ছাত্র সংগঠন পিএসইউ'র সঙ্গে যুক্ত হন। শিক্ষক আন্দোলনের পাশাপাশি এলাকায় আরএসপির সংগঠক হিসেবেও কাজ করেছেন। ১৯৭৯ সালে গ্রাম ছেড়ে বহরমপুর শহরে চলে আসেন এবং খাগড়া গুরুদাস তারাসুন্দরী ইনস্টিটিউশনে ইংরেজির শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন। পরবর্তীতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এমএ পাশ করে অধ্যাপক বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের অধীনে গবেষণা শুরু করেন। ১৯৯৩ সালে বহরমপুরের তৎকালীন সাংসদ ননী ভট্টাচার্য প্রয়াত হওয়ার পরের বছর লোকসভা নির্বাচনে বহরমপুর আসন থেকে নির্বাচিত হন। যদিও ১৯৯৯ সালে কংগ্রেসের অধীররঞ্জন চৌধুরীর কাছে তাঁকে পরাজয় বরণ করতে হয়।

ডেপুটি মেয়র

প্রথম পাতার পর

সেই সময় পিছন থেকে দুই দুষ্কৃতী একটি স্কুটারে এসে তরুণীর ব্যাগ নিয়ে চম্পট দেয়। তদন্তের স্বার্থে পুলিশ এই ওয়ার্ডের সিসিটিভি ফুটেজ পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখেছে, বেশ কিছু সিসিটিভি কাজ করছে না। অথচ ডেপুটি মেয়রের ওয়ার্ডের বিভিন্ন রাস্তায় সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো রয়েছে। ঘটনার ২৪ ঘণ্টা পরেও পুলিশ ওই ছিনতাইয়ের কিনারা করতে পারেনি।

আর তাতেই চটেছেন শহরের ডেপুটি মেয়র। তিনি বলেন, 'এর আগেও একটা ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেছিল। পুলিশ সেই ঘটনার এখনও কিনারা করতে পারেনি। রবিবার আবার একই ঘটনা ঘটেছে।' এরপরই রঞ্জন বলেন, 'আমি পুলিশকে বলেছি যে, দ্রুত এই ছিনতাইয়ের ঘটনার কিনারা করতে হবে। নতুবা আমি থানায় গিয়ে অবস্থানে বসব।' কয়েকটি সিসিটিভি ক্যামেরা খারাপ থাকায় পুলিশ সিসিটিভি ফুটেজ পায়নি। এই প্রসঙ্গে ডেপুটি মেয়রের বক্তব্য, 'কয়েকটি ক্যামেরা খারাপ রয়েছে। তবে, কোন রাস্তায় গিয়ে চোর চুরি করবে, কে ছিনতাই করবে তা আমরা কীভাবে বলব? বৃষ্টিতে ক্যামেরা খারাপ হতেই পারে। তাই বলে পুলিশ ছিনতাইকারীকে ধরবে না এটা হবে না। পুলিশকে ধরতেই হবে।'

খোদ শাসকদলের ডেপুটি মেয়র পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলায় বিঁধতে ছাড়ছে না বিরোধী দলও। পুরনিগমের বিরোধী দলনেতা অমিত জৈন বলেছেন, 'ওঁদের সরকার, ওঁদের পুলিশ আর ওঁরাই বলছেন যে পুলিশ কাজ করছে না। আমরা তো অনেকদিন ধরে বলে আসছি যে শহরের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ভেঙে পড়েছে। এতদিন শাসকদল পুলিশকে আড়াল করেছে। যাই হোক, ডেপুটি মেয়রকে বলব, তাঁর দলেরই নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পুলিশমন্ত্রীও। থানায় অবস্থানে বসলে অবশ্যই নেত্রীর ছবি নিয়ে যেন বসেন।'

'অবৈধ' হোটেলে ঘাঁটি

প্রথম পাতার পর

প্রশ্ন উঠছে, ওই হোটেলগুলির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না কেন? ওইসব হোটেলে কারা ঘর ভাড়া নিচ্ছে, তাতে নজরদারি থাকলে হয়তো সেখানে বসে অপারেশন চালাতে পারত না বিহারের ওই গ্যাং। শুধু তাই নয়, এই ধরনের অবৈধ হোটেলগুলিতে নানা ধরনের অসামাজিক কার্যকলাপও দিন-দিন বেড়ে চলেছে। সম্প্রতি জংশন এলাকায় থাকা হোটেলগুলিতে এই ধরনের একাধিক ঘটনা সামনে এসেছে। সেখানে ধর্ষণের মতো ঘটনার অভিযোগ উঠেছে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই পুলিশি তদন্তে হোটেল কর্তৃপক্ষের গাফিলতির বিষয়টাও সামনে এসেছে।

জংশন এলাকারই এক হোটেলে এক বৃদ্ধের অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছিল। পরিবারের তরফে অভিযোগ করা হয়েছিল, ওই বৃদ্ধ কবে ওই হোটেলে ঢুকেছে, সে সংক্রান্ত কোনও তথ্যই দেখাতে পারেনি ওই হোটেল কর্তৃপক্ষ। পুলিশের নিয়ম অনুসারে, প্রতিদিন হোটেলে কারা রুম বুকিং করছে, সে সংক্রান্ত তথ্য পোর্টালে আপলোডও করতে হবে। হোটেলগুলি যেহেতু অবৈধভাবে কোনও কাগজপত্র ছাড়াই চলছে, তাই পোর্টালে আপলোড করারও কোনও ব্যাপার থাকছে না। এরমধ্যেই জংশন এলাকায় গত কয়েকমাসে একাধিক গেস্টহাউসও চালু হয়েছে। বাড়ির মধ্যেই কয়েকটি রুম সাজিয়ে গেস্টহাউস হিসাবে চালানো হচ্ছে। এর বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময় সরবও হয়েছেন স্থানীয় ওয়ার্ড কাউন্সিলার সঞ্জয় পাঠক। তিনি বলেন, 'শহরজুড়ে অবৈধ হোটেলগুলোর যে কথা বলা হচ্ছে, সেগুলি রেলের জমিতেই হয়েছে। তাই কেউ দেখারও নেই। রেল ও পুরনিগম একসঙ্গে বসে যদি এই সমস্যা সমাধানে উদ্যোগী হয়, তবেই একমাত্র এই হোটেলগুলির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব।' পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার অবশ্য ইতিমধ্যেই জানিয়েছেন, 'আমরা ইতিমধ্যেই পুরনিগমের একটি টিম তৈরি করেছি। রেলস্টেশন, বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকায় থাকা হোটেল, লজগুলোতে অভিযান চালানো হবে।'

এদিকে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বিহারের গ্যাংয়ে মূলত গুড্ডু মণ্ডল ও শম্ভু সাউ-ই মাথা। ২০১৭ সালে প্রথম তারা শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের নজরে এসেছিল। প্রধাননগর থানা প্রথম তাদের গ্রেপ্তার করেছিল। পরবর্তীতে শিলিগুড়ি থানা, ভক্তিনগর থানা এলাকাতেও সোনা চুরি করে গ্রেপ্তার হয়েছে ওই দুজন। এবারে ফের ভক্তিনগর থানা এলাকায় গ্রেপ্তার হয়েছে এরা।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বরাবরই এরা চারজনের গ্রুপে আসে। প্রথমদিকে গুড্ডু ও শম্ভুর সঙ্গে অন্য দুই সঙ্গী আসত। এবারে অবশ্য গুড্ডু, শম্ভুর সঙ্গী ছিল পঙ্কজ সাউ ও পাণ্ডব কুমার। পুলিশ প্রশাসন অবশ্য আশ্বাস দিচ্ছে, নথিপত্র ছাড়া যে সমস্ত হোটেল চলছে, সেগুলোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। রেলের কোনও পুলিশ আধিকারিকই এ ব্যাপারে স্পষ্টভাবে কিছু বলতে চাননি। প্রত্যেকেই অন্যের দায়িত্ব বলে দায় এড়িয়ে গিয়েছেন।

এনজেপি'র আশপাশে রয়েছে একাধিক 'অবৈধ' হোটেল।-ফাইল চিত্র

ধর্ষণ, ধৃত ২ নাবালক

প্রথম পাতার পর

ওই মহিলা বালি-পাথর তোলার কাজ করায় সারাদিন তরুণী বাড়িতে একাই থাকতেন। তরুণীর মা বলছেন, 'কিছুদিন ধরেই মেয়ের শারীরিক সমস্যা দেখা দিচ্ছিল। রবিবার বমি করতে থাকায় আমি হাসপাতালে নিয়ে যাই। এরপর সেখানে থাকা চিকিৎসক জানান, আমার মেয়ে আড়াই মাসের গর্ভবতী।'

এরপর তরুণীকে জিজ্ঞাসাবাদ করতেই তিনি জানান, এলাকার দুই নাবালক প্রায়শই তাঁর একা থাকার সুযোগ নিয়ে ঘরে ঢুকত। একাধিকবার তারা তরুণীকে ধর্ষণ করেছে বলে অভিযোগ। যদিও তিনি আগে কেন মাকে বিষয়টি জানালেন না, তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। পুলিশ অবশ্য মনে করছে, তরুণীর মানসিক কিছু সমস্যার দরুনই বিষয়টি জানাতে পারেননি।

ঘটনা জানাজানির পর আতঙ্কে রয়েছেন তরুণীর মা। তাঁর কথায়, 'আমার মেয়েটার ওরা সর্বনাশ করে দিল। এই মেয়েকে নিয়ে এখন সমাজে মুখ দেখাব কীভাবে!'

মেডিকেলেও এদিন তরুণীকে হেনস্তার শিকার হতে হওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন সেখানে উপস্থিত অন্য রোগীরা। পুলিশ এসে মেয়েটির হয়ে সওয়াল করায় বাকি রোগী ও তাঁদের আত্মীয়পরিজনরাও পাশে দাঁড়ান। এক রোগীর আত্মীয় পুলিশের উদ্দেশে বলে ওঠেন, 'আপনাদেরই যদি এমন অবস্থা হয়, তাহলে আমরা কী পরিষেবা পাই একবার ভাবুন।'

ছাত্রীকে হেনস্তা, ধৃত

শীতলকুচি, ৭ জুলাই : স্কুল চলাকালীন ছাত্রীকে শারীরিক হেনস্তার ভিডিও ভাইরাল হতেই গ্রেপ্তার করা হল অভিযুক্ত পড়ুয়াকে। শুধু তাই নয়, স্কুল পরিচালন কমিটির সঙ্গে বৈঠকে বসে ওই ছাত্রকে তিন মাসের জন্য সাসপেন্ড করেছে স্কুল কর্তৃপক্ষ। কোচবিহারের শীতলকুচি ব্লকের ডাকঘরা হাইস্কুলের এই ঘটনায় ইতিমধ্যে তোলপাড় শুরু হয়েছে। তবে প্রশ্ন উঠছে, বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আগে কেন ওই সিদ্ধান্ত নিল না? আগেই পড়ুয়ার বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ ও সাসপেন্ড করলে এই বিতর্কের সৃষ্টি হত না বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

গত বুধবার পড়ুয়াদের মধ্যে ঝামেলা হয়। বৃহস্পতিবার দুই পড়ুয়ার অভিভাবকদের স্কুলে ডেকে হুঁশিয়ারি দিয়ে ঘটনার মীমাংসা করেন প্রধান শিক্ষক। সেদিনের মতো ঘটনা ধামাচাপা পড়ে যায়। কিন্তু শনিবার থেকে সোশ্যাল মিডিয়ায় ওই ছাত্রীকে শারীরিক হেনস্তার ভিডিও ভাইরাল হতে থাকে। যদিও ওই ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ। এই ঘটনাকে নিয়ে জোর চর্চা শুরু হয়েছে শিক্ষা মহলে। ওই হেনস্তার ছবি ভাইরাল হওয়ার পরেই সোমবার সকালে নাবালিকার পরিবার শীতলকুচি থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। এর পরেই পুলিশ ওই ছাত্রকে গ্রেপ্তার করে। ছাত্র গ্রেপ্তারের খবর পেয়ে বিকেলে তড়িঘড়ি স্কুল পরিচালন কমিটির বৈঠক ডাকেন স্কুলের প্রধান শিক্ষক। তারপরেই তাকে তিন মাসের জন্য সাসপেন্ড করা হয়। এছাড়াও বিদ্যালয়ের সিসি ক্যামেরা সারাই করা হয় এদিন।

সাসপেন্ড

- ছাত্র গ্রেপ্তারের খবর পেয়ে বিকেলে তড়িঘড়ি স্কুল পরিচালন কমিটির বৈঠক ডাকেন স্কুলের প্রধান শিক্ষক
- অভিযুক্ত ছাত্রকে তিন মাসের জন্য সাসপেন্ড করেছে স্কুল কর্তৃপক্ষ
- এর আগে স্কুলে ছাত্রীকে শারীরিক হেনস্তার ভিডিও ভাইরাল হয়
- বর্তমানে ওই ছাত্রীটি নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে

ছাত্রীটির বাবা বলেন, 'অভিযুক্ত পড়ুয়া আমার মেয়েকে বুধবার স্কুল চলাকালীন সময়ে ক্লাসের ভিতরে গালিগালাজ করতে থাকে, হাত ধরে টানাটানির পাশাপাশি শারীরিক হেনস্তা করে। এমনকি মারধরও করে। ঘাড় ধরে ধাক্কা দিয়ে মাটিতে আছাড় মারে। প্রাণে মারারও হুমকি দেয়। বর্তমানে ও নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে।'

এদিন প্রধান শিক্ষক প্রণয়কুমার বর্মন বলেন, 'এদিন অভিযুক্ত ছাত্রের পরিবারকে ডাকা হলে তাঁরা বিদ্যালয়ে আসেননি। ছাত্রীর পরিবার থানায় গিয়েছে। অভিযুক্ত পড়ুয়াকে তিন মাসের জন্য সাসপেন্ড করা হয়েছে।'

কোচবিহার

এক অভিভাবকের কথায়, 'এরকম ছাত্রকে রাখলে বিদ্যালয়ের পরিবেশ নষ্ট হয়ে যাবে। মেয়েদের স্কুলে পাঠাতে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতে হবে অভিভাবকদের।' শীতলকুচি থানার ওসি অ্যান্থনি হোড়ো বলেন, 'ছাত্রীর পরিবার অভিযোগ জানানোর পরেই অভিযুক্তকে মাথাভাঙ্গা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। কোচবিহার জুভেনাইল জাস্টিট বোর্ডে পাঠানো হয়েছে।'

অর্ধনগ্ন দেহ

কুমারগঞ্জ, ৭ জুলাই : কুমারগঞ্জে মাঠের মাঝখানে একটি পুকুর থেকে এক নাবালিকার পচাগলা অর্ধনগ্ন দেহ সোমবার উদ্ধার হয়। পঞ্চম শ্রেণির পড়ুয়া ওই নাবালিকা শুক্রবার থেকে নিখোঁজ ছিল। শনিবার কুমারগঞ্জ থানায় মিসিং ডায়েরি দায়ের হয়। বাড়ি থেকে বেশ কিছুটা দূরে এদিন মাঠের মাঝখানে থাকা একটি নির্জন পুকুর থেকে তার পচাগলা মৃতদেহ উদ্ধার হয়।

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট

কিশনগঞ্জ, ৭ জুলাই : কিশনগঞ্জের তেরাগছ এলাকায় সোমবার বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হয় এক ব্যক্তির। মৃতের নাম মহম্মদ বৃজিস আলম (৪০)। বাড়ির কাছে খেতে জলসেচের তদারকি করার সময় কোনওভাবে জলের মেশিনের বিদ্যুতের তার ছিঁড়ে যায়। সেই তারে হাত লেগে তিনি বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন। তড়িঘড়ি তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

সংশোধনী

সোমবার 'ইংল্যান্ডে সোনা জয় দিনহাটার সৌরভের' শীর্ষক প্রতিবেদনে আলোচিত পুলিশ অ্যান্ড ফায়ার গেমস ইংল্যান্ডে নয়, আমেরিকার বার্মিংহামে আয়োজিত হয়েছে পড়তে হবে।

'দাগি' রক্ষার

প্রথম পাতার পর

এতেও প্রশ্ন তোলেন বিচারপতি। তিনি বলেন, 'এঁরাই আবার শিক্ষক হিসেবে ১০ শতাংশ নম্বরের সুবিধা পাবেন?' কল্যাণ পালটা যুক্তি দেন, 'একই কাজে দুটি সাজা হয় না। চাকরি বাতিল হবে, আবার পরীক্ষাতেও বসতে পারবেন না- এটা হয় না। সুবিধা কি শুধু মামলাকারীদের জন্য হবে?' বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য কিন্তু স্পষ্ট করে জানান, যাঁরা প্রতারণা করে চাকরি পেয়েছেন তাঁরা বাদ যাবেন।

চাকরিহারা শিক্ষকদের প্রতিনিধি চিন্ময় মণ্ডলের অভিযোগ, 'প্ল্যান করে অযোগ্যদের পরীক্ষায় বসানোর চক্রান্ত ছিল।' তৃণমূলের রাজ্য সহ সভাপতি জয়প্রকাশ মজুমদার অবশ্য বলেন, 'রাজ্য সরকার কখনও আদালতের বিরুদ্ধে যায়নি, যাবেও না।' বিজেপির পরিষদীয় দলের মুখ্যসচেতক শংকর ঘোষ বলেন, 'রাজ্য সরকার শুধু চাকরিহারাদের সঙ্গে ছলনা করছে না, বরং যাঁরা পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন তাঁদের সঙ্গে প্রতারণা করছে।' সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তীর কথায়, 'চাকরি চোরেরা দুর্নীতিগ্রস্তদের পেছনের পথ থেকে ঢোকানোর জন্য এই পদক্ষেপ করেছে।'

সওয়ালের শুরুতে সোমবার বিচারপতি ২০১৬ সালের রুল মেনে পরীক্ষার বিষয়টি সুপ্রিম কোর্ট উল্লেখ করেছে কি না দেখতে চান। মামলাকারীদের আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য জানান, সুপ্রিম কোর্ট নিয়োগের সময়সীমা বেঁধে দিয়েছে। রাজ্যের আবেদনের ভিত্তি অনুযায়ী সুপ্রিম কোর্ট ২০১৬ সালের শূন্যপদের সঙ্গে অতিরিক্ত শূন্যপদ যোগ করতে বলেছে। বিকাশের ভাষায়, 'এতে দুর্নীতির আরেকটি দরজা খুলে গিয়েছে। কারণ, নতুনরাও আবেদন করতে পারবেন।'

যদিও বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, 'শীর্ষ আদালতের রায়ে জলের মতো স্পষ্ট যে, দুর্নীতি থাকায় সম্পূর্ণ নিয়োগ প্রক্রিয়া বাতিল করা হয়েছে। দুই ধরনের চাকরি ছিল। যোগ্য, অযোগ্য নিয়ে ধোঁয়াশা নেই। তবে আদালত অন্যান্য বিষয়ে হস্তক্ষেপ করছে না। শূন্যপদ বাড়াতে এসএসসির ওপর কোনও নিষেধাজ্ঞা নেই। পরীক্ষার ন্যূনতম যোগ্যতা নির্ধারণ নিয়েও প্রশ্ন নেই। তবে চিহ্নিত অযোগ্যরা সুযোগ পাবেন না।'

বিচারপতি জানতে চান, ৩০ মে এসএসসির নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি বাতিল করা হলে সুপ্রিম কোর্টের সময়সীমায় হস্তক্ষেপ করা হয়ে যেতে পারে কি? আইনজীবীর উত্তর, না তা হবে না। আদালত যোগ্যদের ও বিশেষভাবে সক্ষমদের বয়সজনিত ছাড়ের কথা বলেছে।

বঙ্গ বিজেপি বাঙালি হবে

প্রথম পাতার পর

দলের নানা গোষ্ঠীপতির মুখ। এতে গোষ্ঠীবাজি মিটবে না বাড়বে, কে বলতে পারে! আরও দুঃসাহসের যে কাজটি তিনি করেছেন তা হল, মুসলিমদের সঙ্গে তাঁদের কোনও বিবাদ নেই কথাটা জোর দিয়ে বলার চেষ্টা। এতদিন এই দলে কেবল হিন্দুরা থাকবেন এবং সংখ্যালঘুদের ভোটের দরকার নেই বলে অহরহ বিরোধী নেতার হুংকার শুনে এসেছি। সেই বিজেপিতে পরিষ্কার উলটো সুর!

শমীক ভট্টাচার্য বহুদিনের আরএসএস কর্মী। বঙ্গ বিজেপিতে বদল সংঘের সম্মতি ছাড়া হচ্ছে বলে ভাবা কঠিন। শোনা যায়, সুকান্ত-শুভেন্দুদের টপকে শমীককে বসানোর পিছনে নাগপুরের হাত আছে। তাদের লাইন মেনে গরম হিন্দুর বদলে এবার নরম হিন্দু লাইনে হাঁটতে চলেছে শমীকের বিজেপি। শুভেন্দু নানা অঙ্ক কষে বঙ্গবিজয়ের যে ছকের কথা বলে আসছিলেন,তাতে কয়েক ঘটি জল ঢালা এখন পাঁচ পাবলিক বিলক্ষণ বুঝতে পারছে। একইসঙ্গে বামেদের ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠিয়ে রেখেছেন শমীক। উদ্দেশ্য, তৃণমূল বিরোধী ভোট এক জায়গায় করা।

মানতেই হবে যে, একটি বিষয়ে বিজেপি অন্য দলকে বলে বলে দশ গোল দেবে। তা হল, ভোট। এই দল সারা বছর ধরে ভোট করে। গোটা বছর নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালায়। 'ট্রায়াল অ্যান্ড এরর' পদ্ধতিতে নানারকম লাইন মাথা খাটিয়ে বের করে। নাগপুরের গবেষণাগারে নতুন নতুন চোখধাঁধানো কৌশল তৈরি হয়। সংঘের ইভেন্ট ম্যানেজাররা বাজারের হাওয়া মেপে নানারকম স্লোগান বানায়। যেখানে যেমন। যখন যেটা পাবলিক খায়। সেই 'অচ্ছে দিন' থেকে 'দেশ কা চৌকিদার', কিংবা 'মোদি হ্যায় তো মুমকিন হ্যায়' বা 'অবকি বার চারশো পার', 'ঘর মে ঘুসকে মারেঙ্গে' ইত্যাদি যেটা যেমন কাজে লাগে।

কোনও খামতি নেই। না উদ্যমে না ট্যাঁকের জোরে। অষ্টপ্রহর কাজ করে চলেছে আইটি সেল। তার জন্য লোক আছে, কখনো-কখনো নগদ গুনে প্রফেশনাল ভাড়া করে। অন্যদল যখন কার সঙ্গে জোট বাধবে, তা নিয়ে কাজিয়ায় ব্যস্ত, ততক্ষণে ভোটের ফল জুতসই না হলে কোন দল থেকে কত ভাঙানো যাবে- সেই হিসেব সারা হয়ে যায় বিজেপির। ভোটের প্রচারও একেবারে মাপসই, মোদি-শা কোথায় ক'টা সভা করবেন, তা বহু আগে থেকেই ছক কষে ময়দানে নামে দলটি।

হাতের কাছে বিহারের ভোট। তাই পহলগামে হামলার পর বিদেশ সফর কাটছাঁট করে মোদি ফিরে এলেও সর্বদলীয় বৈঠকে না গিয়ে সোজা চলে গেলেন বিহারের নির্বাচনি সভায়। কে কী বলল, তাতে তিলমাত্র আমল না দিয়ে। পরপর বিহারে গিয়ে কোটি কোটি টাকার ঘোষণা শুরু হয়ে গিয়েছে এখন থেকে। পাশাপাশি চিরাগ পাসোয়ানকে দিয়ে নীতীশ কুমারকে প্যাঁচে ফেলার তোড়জোড় চলছে। এর উপর রয়েছে নির্বাচন কমিশনের হরেক ফরমান দিয়ে বিরোধীদের ব্যতিব্যস্ত রাখা।

পহলগামের পর হাতেগরম দেশপ্রেম তো রয়েছেই। তাবৎ বিরোধীরা যখন বিদেশে ঘুরে ঘুরে দেশের কথা বলেছে, তখন দেশের মধ্যে অপারেশন সিঁদুর নিয়ে গলা ফাটিয়ে যাচ্ছেন একা মোদিজি। বলছেন, বিরোধীরা দেশ কা দুশমন, পাকিস্তানের দোস্ত। বুঝুন কাণ্ড! বিহারের ভোট এখনও মাস কয়েক দূরে। তাই জাতগণনা হবে বলে বিজেপি আগাম ঘোষণা করে দিয়েছে ইস্যু হবে ধরে নিয়ে। তা হবে জনগণনার সঙ্গে আগামী বছরে। ফলে সাপ মরলেও লাঠি ভাঙার ঝুঁকি কম।

এ রাজ্যে ভোট কমবেশি বছরখানেক পরে। সময় নষ্ট না করে বাধ্য ছাত্রের মতো পড়তে বসে গিয়েছে বঙ্গ বিজেপি। দিল্লি থেকে দেওয়া নতুন নতুন হোম টাস্ক করতে গলদঘর্ম এখানকার নেতারা। এখন থেকে যে মোদি আর শা নিয়ম করে প্রতি মাসে আসবেন, জানিয়ে দেওয়া হয়েছে তাও।

শুভেন্দু জানাচ্ছেন, আর চার-পাঁচ পার্সেন্ট হিন্দু ভোট এলেই ছাব্বিশে নবান্ন দখল গ্যারান্টি। ওই চার-পাঁচ পার্সেন্টের জন্য তারা কত বড় হিন্দু, প্রমাণ করতে আসরে নেমে পড়েছে টিম শুভেন্দু। মমতার জগন্নাথ মন্দিরের পালটা খুঁজতে দিঘার প্রসাদ ভেজাল বলে সাংবাদিকদের ডেকে বোঝাতে হয়েছে। সন্দেশখালি, মুর্শিদাবাদের ইস্যু সেভাবে ভোটে কাজে লাগেনি। আরও নিত্যনতুন গরম ইস্যু খুঁজে বের করতে কালঘাম ছুটছে তাদের।

তবে শমীকের আমলে বিজেপি আমূল বদলে যাওয়ার ঝুঁকি বোধহয় নেবে না। হিন্দু ভোট ধরে রাখতে গরম না হোক, নরম হিন্দুত্বের লাইন ছাড়তে পারবে কি তাঁরা? আসলে যেটুকু হবে, তা নেহাতই কৌশলমাত্র। বলতে পারেন, আরও একটা এক্সপেরিমেন্ট। তবে দলে যে আরএসএসের কবজা আরও শক্ত হবে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। অন্য দল থেকে আসা দলত্যাগীদের পাত্তাও কমবে ক্রমশ। গোষ্ঠী বিন্যাস কীভাবে বদলাবে, তা এখনই বলা মুশকিল। একলা দিলীপ ঘোষই বা কতদিন ডুগডুগি বাজিয়ে যাবেন কে জানে!

ক্যানসার আক্রান্ত দিদিকে সাফল্য উৎসর্গ আকাশের

লন্ডন, ৭ জুলাই : প্রথম ইনিংসে চার উইকেট। দ্বিতীয় ইনিংসে ছয়। সবমিলিয়ে ম্যাচে মোট দশ উইকেট। সঙ্গে চেতন শর্মাকে টপকে যাওয়া।

এজবাস্টন টেস্টে অভিশাপ কাটিয়ে টিম ইন্ডিয়া সিরিজে সমতা ফিরিয়েছে। ম্যাচের সেরা হয়েছেন অধিনায়ক শুভমান গিল। দশ উইকেট নিয়ে আকাশও ম্যাচের সেরা হতে পারতেন। কিন্তু ম্যাচ সেরা না হওয়ার কোনও আক্ষেপ নেই বাংলার আকাশের। বদলে রয়েছে আগামীর সাফল্যের স্বপ্ন। সঙ্গে পরিবারের প্রতি দায়িত্বও। সেই দায়িত্ববোধ থেকেই ক্যানসার আক্রান্ত দিদির প্রতি রয়েছে সমবেদনা। এজবাস্টন টেস্টে টিম ইন্ডিয়ার জয়ের পর মাঠে চেতেশ্বর পূজারাকে একান্ত সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন আকাশ। সেখানেই তাঁর দশ উইকেট নেওয়া ও টিম ইন্ডিয়ার এজবাস্টন জয়ের সাফল্য ক্যানসার আক্রান্ত দিদিকে উৎসর্গ করার কথা ঘোষণা করেছেন আকাশ। বলেছেন, 'একটা কথা আমি আগে কখনও কাউকে বলিনি। আজ বলছি। এজবাস্টন টেস্টের এই সাফল্য আমার ক্যানসার আক্রান্ত দিদিকে উৎসর্গ করতে চাই। শেষ দুই মাস ধরে দিদি ক্যানসার আক্রান্ত। এখন অবশ্য অনেকটা ভালো আছে ও। আমি দিদিকেই এই সাফল্য উৎসর্গ করতে চাই।'

বছর কয়েক আগে প্রথমে বাবা ও পরে দাদাকে ছয় মাসের ব্যবধানে হারিয়েছিলেন আকাশ। এমন ঘটনার পর তিনি মানসিকভাবে অনেকটাই ভেঙে পড়েছিলেন। কিন্তু ক্রিকেটার হয়ে জাতীয় দলের প্রতিনিধিত্ব করার স্বপ্ন ছাড়েননি। এজবাস্টনের আকাশ প্রমাণ করেছেন, নিষ্ঠা, ইচ্ছা থাকলে অসম্ভবকে সম্ভব করা যায়। এহেন আকাশের মুখে তাঁর কথা শুনে আবেগে ভেসে গিয়েছেন দিদি অখণ্ড জ্যোতি সিংও। ভাইয়ের পারফরমেন্সে তিনি গর্বিত। আর সেই গর্বের রেশ আজ ধরা পড়েছে সর্বভারতীয় এক সংবাদমাধ্যমে দেওয়া সাক্ষাৎকারে। যেখানে আকাশের দিদি বলেছেন, 'ভাইকে নিয়ে আমি গর্বিত। দেশকে ও ম্যাচ জিতিয়েছে। আমি চাই আমাদের দেশের জন্য এমন সাফল্য ও আরও নিয়ে আসুক।' ইংল্যান্ডে থাকা ভাইয়ের জন্য আবেগঘন বার্তাও দিয়েছেন ক্যানসার আক্রান্ত দিদি। বলেছেন, 'আমি এখন ঠিক চ্যানেলে আকাশ যে আমার কথা তুলে ধরবে, ভাবতে পারিনি। ও আমায় ও আমাদের পরিবারকে কতটা ভালোবাসে, সেটা প্রমাণ করে দিয়েছে। দিদি হিসেবে আমি চাই, আকাশ আরও সফল হোক।' শেষ আইপিএলে আকাশ যখন লখনউ সুপার জায়েন্টসের হয়ে খেলছিলেন, সেই সময় গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন দিদি জ্যোতি। ভর্তি হতে হয়েছিল হাসপাতালে। খবর পাওয়ার পরই দ্রুত সেখানে হাজির হয়েছিলেন আকাশ। চিকিৎসার যাবতীয় দায়িত্ব তুলে নিয়েছিলেন নিজের কাঁধে। সেকথা শুনিয়ে তাঁর দিদি বলেছেন, 'আমাদের ভাইবোনদের মধ্যে বরাবরই সম্পর্কটা দারুণ। আকাশ বিহারের বাড়িতে এলে আমার হাতের রান্না ছাড়া খায় না। ইংল্যান্ড থেকে ও ফেরার পর আকাশের পছন্দের যাবতীয় পদ রান্না করে দেব আমি।'

দিদি অখণ্ড জ্যোতি সিংয়ের সঙ্গে আকাশ দীপ। -ফাইল চিত্র

লন্ডনে টিম ইন্ডিয়া, লর্ডসে আজ অনুশীলন

আছি। আমার জন্য চিন্তা করতে হবে না ওকে। আকাশ শুধু মাঠে নিজের সেরাটা দিয়ে যাক। আমার ও আমাদের পরিবারের সমর্থন সবসময় ওর সঙ্গে থাকবে।'

এজবাস্টন টেস্ট জয়ের পর ভাইয়ের সঙ্গে ভিডিও কলে কথা হয়েছে দিদির। কিন্তু তিনি ভাবতে পারেননি দুনিয়ার দরবারে ভাই আকাশ তাঁর কথা তুলে ধরবেন। সেই আবেগে ভেসে আকাশের দিদি আজ বলেছেন, 'এজবাস্টন টেস্টের প্রতিটা মুহূর্ত দারুণ উপভোগ করেছি। বাড়ির সবাই একসঙ্গে সারাদিন ধরে খেলা দেখেছি। পরের ম্যাচগুলোও দেখব। আর চাইব আকাশের সাফল্য। ম্যাচ জয়ের পর সম্প্রচারকারী

এদিকে, গতকাল এজবাস্টন টেস্ট জয়ের মাধ্যমে সিরিজে সমতা ফিরিয়ে আজই লন্ডন পৌঁছে গেল টিম ইন্ডিয়া। বৃহস্পতিবার থেকে 'দ্য হোম অফ' ক্রিকেটে শুরু সিরিজের তিন নম্বর টেস্ট। মঙ্গলবার থেকে লর্ডসে অনুশীলন রয়েছে ভারতীয় দলের। সাময়িক বিশ্রামের পর্ব মিটিয়ে লর্ডস টেস্টে টিম ইন্ডিয়ার প্রথম একাদশে ফিরতে চলেছেন জসপ্রীত বুমরাহ। বড় অঘটন না হলে বুমরাহর সঙ্গে সম্ভবত নতুন বলটা ভাগ করে নেবেন আকাশই। বিলেতের আকাশে ভারতীয় ক্রিকেটের সূর্যোদয় যে ঘটে গিয়েছে।

নেতা শুভমানের প্রশংসায় লক্ষ্মণ

সুইংয়ে মজে শচীন

নয়াদিল্লি, ৭ জুলাই : অবশেষে পতন বার্মিংহাম দুর্গের। মিশন ইংল্যান্ডে অতীতে বারবার ভারতের জয়রথ থমকে গিয়েছে বার্মিংহামে। ইতিহাসের সেই চাকা উলটো দিকে ঘুরিয়ে বাজিমাত শুভমান গিলের তরুণ ব্রিগেডের। খুশির মাত্রা কয়েকগুণ বাড়িয়ে ৩৩৬ রানের বিশাল জয়। ইংল্যান্ড-বধে সিরিজ ১-১ করে নেওয়া। খুশির যে ঢেউ ভারতীয় ক্রিকেটমহলে। প্রাক্তনদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় ভাসছেন আকাশ দীপ, মহম্মদ সিরাজ, শুভমান গিলরা।

শচীন তেন্ডুলকার শুভেচ্ছা জানাতে গিয়ে মহম্মদ সিরাজকে 'জন্টি রোডস' বলে অভিহিত করেছেন। মজেছেন আকাশের সুইংয়ে। মাস্টার ব্লাস্টারের দাবি, দ্বিতীয় ইনিংসে জো রুটের উইকেট ছিটকে দেওয়া আকাশের বলটা এখনও পর্যন্ত সিরিজের সেরা। সমাজমাধ্যমে শচীন লিখেছেন, 'আমাকে সবচেয়ে মুগ্ধ করেছে বোলারদের লেংথ। আকাশ অসাধারণ বলার প্রয়োজন নেই। আমার মতে রুটের বলটা সিরিজের সেরা। উপভোগ করেছি মহম্মদ 'জন্টি' সিরাজের ক্যাচও।'

মাস্টার ব্লাস্টারের মতে, শুভমানদের স্বপ্নের ব্যাটিং কার্যত ইংল্যান্ডের সামনে জয়ের রাস্তা বন্ধ করে দেয়। শুভমানের সঙ্গে রবীন্দ্র জাদেজা, ঋষভ পন্থ, লোকেশ রাহুলও খুব ব্যাটিং করেছে দ্বিতীয় ইনিংসে। চতুর্থ দিনের শেষে ম্যাচের সমীকরণ দাঁড়ায়, জিতলে ভারতই জিতবে। ফলে ব্যাটিং ভাবনা বদলাতে হয়েছে। কিন্তু শেষপর্যন্ত চাপটা সামলাতে পারেনি ইংল্যান্ড।

উজ্জ্বল কেরিয়ারে বার্মিংহাম 'ক্ষতচিহ্ন' ছিল ভিভিএস লক্ষ্মণের কাছেও। উত্তরসূরিদের হাত ধরে সেই ক্ষতে প্রলেপ। খুশিটা নিয়ে লক্ষ্মণ বলেছেন, 'সাবাস। দুর্দান্ত জয়। দল যেভাবে ঘুরে দাঁড়িয়ে প্রত্যাঘাত করেছে, তা অবিশ্বাস্য। ব্যাটিংয়ের সঙ্গে নেতৃত্ব, অসাধারণ পারফরমেন্সের জন্য অভিনন্দন শুভমানকে। অধিনায়কত্বের শুরুটা দারুণভাবে করলে। সিরাজ, আকাশ দীপের কথাও বলব। আগামীর জন্য শুভেচ্ছা রইল।'

মদন লালের মুখেও শুভমানের কথা। ১৯৮৩-র বিশ্বজয়ী দলের সদস্য মুগ্ধ, যেভাবে শুভমান সামনে থেকে নেতৃত্ব দিলেন। বলেছেন, 'দুই টেস্টেই ভারত দাপট দেখিয়েছে। খারাপ ফিল্ডিংয়ের জন্য প্রথম ম্যাচে হারতে হয়েছিল। বোলিং বিভাগ প্রশংসনীয় পারফরমেন্স করেছে। ইংল্যান্ডের বোলিংকে অনেক পিছনে ফেলে দিয়েছে সিরাজরা। প্রথম টেস্টে বেশি শর্ট বল করেছিলাম আমরা। ভুল শুধরে নিয়ে সাফল্য। শুভমান একেবারে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিল। জীবন মাত্রই চাপ থাকবে। কিন্তু ভারতীয় দলের অধিনায়কত্বের ভার সম্পূর্ণ আলাদা। দায়িত্বটা দারুণভাবে সামলাচ্ছে। ঋষভ পন্থ, যশস্বী জয়সওয়াল, লোকেশ রাহুল, রবীন্দ্র জাদেজাও দারুণ সংগত করল।'

ইংল্যান্ডের মাটিতে ভারতের প্রথম বিশ্বকাপ জয়ের অন্যতম নায়ক মদন লালের বিশ্বাস, শুভমানের দল সিরিজ জিতেই ফিরবে। দল যেরকম খেলছে। ০-১ ব্যবধানে পিছিয়ে থেকে সিরিজে প্রত্যাবর্তন করেছে। হোম অ্যাডভান্টেজ থাকলেও ইংল্যান্ডের পক্ষে এই ভারতীয় দলকে সামলানো সহজ হবে না। দাপট জারি রেখে প্রথম শচীন-অ্যান্ডারসন ট্রফি নিয়ে দেশে ফিরবে শুভমানের ভারত।

> আমাকে সবচেয়ে মুগ্ধ করেছে বোলারদের লেংথ। আকাশ অসাধারণ বলার প্রয়োজন নেই। আমার মতে রুটের বলটা সিরিজের সেরা। উপভোগ করেছি মহম্মদ 'জন্টি' সিরাজের ক্যাচও।
>
> **শচীন তেন্ডুলকার**

জোশ টাঙ্গের ক্যাচ তালুবন্দি করতে মিড উইকেটে ঝাঁপ মহম্মদ সিরাজের।

আকাশ-গিলে মুগ্ধ সৌরভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৭ জুলাই : লন্ডন থেকে কলকাতায় ফেরার পথে বিপত্তি। বিমান বিভ্রাটের কবলে পড়ে আপাতত তিনি দুবাইয়ে। মঙ্গলবার সকালে কলকাতায় পৌঁছানোর কথা তাঁর।

কলকাতায় পা রাখার আগেই অবশ্য সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় অভিনন্দন ও শুভেচ্ছার বন্যায় ভাসবেন। কারণ, রাত পোহালেই মহারাজের জন্মদিন। ৫২ পার করে ৫৩ বছরে পা দিচ্ছেন কাল। ইতিমধ্যেই বাংলা ক্রিকেট সংস্থার পাশাপাশি মহারাজের বিভিন্ন ফ্যান ক্লাবের তরফে আগামীকাল তাঁর জন্মদিন পালনের নানা পরিকল্পনা করে ফেলা হয়েছে।

জন্মদিন পালনের আগে প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক মজে রয়েছেন টিম ইন্ডিয়ার এজবাস্টন জয়ের সাফল্যে। অধিনায়ক শুভমান গিল ও আকাশ দীপের পারফরমেন্স তাঁকে মুগ্ধ করেছে। এতটাই যে, মহারাজের মনে হচ্ছে, ভারতীয় ক্রিকেটে শেষ ৩০-৩৫ বছরে শুভমানের মতো ব্যাটিং

আজ ৫৩ বছরে পা মহারাজের

কেউ করেননি। মহারাজের কথায়, 'শুভমান স্বপ্নের ব্যাটিং করে চলেছে। ওর জন্য কোনও প্রশংসাই যথেষ্ট নয়। আমার মনে হয় না শুভমানের মতো ব্যাটিং বিলেতের মাটিতে শেষ ৩০-৩৫ বছরে কোনও ভারতীয় ব্যাটার করেছেন বলে। আমি ওর স্কিলে মুগ্ধ। আশা করব, শুভমান বাকি সিরিজেও ওর এই স্বপ্নের ফর্মের ধারা বজায় রাখবে।'

এজবাস্টন টেস্টের সময় সেখানেই ছিলেন সৌরভ। খুব কাছ থেকে দেখেছেন ভারতীয় দলের সমতা ফেরানোর টেস্ট ম্যাচ। একদিকে অধিনায়ক শুভমানের ব্যাটিং স্কিল যেমন তাঁকে মুগ্ধ করেছে, তেমনই বাংলার রনজি ট্রফি দলের পেসার আকাশের ছন্দও চমকে দিয়েছে সৌরভকে। তাঁর মনে হয়েছে, জসপ্রীত বুমরাহহীন ভারতীয় বোলিংয়ের আদর্শ নেতা হতে পারেন আকাশ। সৌরভের কথায়, 'এজবাস্টনে অসাধারণ বোলিং করেছে আকাশ। যেভাবে নিজের শক্তি, স্কিল কাজে লাগিয়ে ইংল্যান্ড ব্যাটারদের সমস্যায় ফেলল, এককথায় অসাধারণ। আকাশের জন্য কোনও প্রশংসাই যথেষ্ট নয়। জসপ্রীত বুমরাহর অনুপস্থিতি বুঝতেই দেয়নি ও।' বৃহস্পতিবার থেকে লর্ডসে শুরু হচ্ছে ভারত বনাম ইংল্যান্ড সিরিজের তিন নম্বর টেস্ট। আসন্ন সেই টেস্টেও বুমরাহর সঙ্গে নতুন বল হাতে আকাশকেও দেখতে চান তিনি। ৫৩ বছরে পা দেওয়ার আগে সৌরভ বলেছেন, 'বুমরাহর না থাকা নিয়ে এজবাস্টন টেস্টের আগে অনেক কথা হয়েছিল। কিন্তু আকাশ বুঝতেই দেয়নি বুমরাহর অনুপস্থিতি। উইকেটের কোণ ব্যবহার করার পাশে পেস ও সুইংয়ের যে স্কিল আকাশ দেখিয়েছে, তার প্রভাব বাকি সিরিজে থাকবেই।'

তৃতীয় টেস্টের দলে যোগ করা হল অ্যাটকিনসনকে

বুমরাহকে নিয়ে প্রশ্নে ক্ষুব্ধ স্টোকস

বার্মিংহাম, ৭ জুলাই : দ্বিতীয় টেস্টে খেলেননি।

বিশ্রাম নিয়ে লর্ডস টেস্টের জন্য নিজেকে প্রস্তুত রাখছেন। যদিও না থেকেও ভীষণভাবে আছেন জসপ্রীত বুমরাহ। বিশেষত ইংল্যান্ড শিবিরে। বার্মিংহামে টেস্ট হারের পর সাংবাদিক সম্মেলনেও বুমরাহ-বাউন্সার! প্রশ্নের মুখে রীতিমতো মেজাজ হারাতে দেখা গেল বেন স্টোকসকে। একরাশ বিরক্তি নিয়ে প্রতিক্রিয়া, 'আশা করেছিলাম বুমরাহকে নিয়ে এই সাংবাদিক সম্মেলনে কোনও প্রশ্নের মুখে পড়তে হবে না।'

বুমরাহহীন বোলিংকে সামনে পেয়েও ৩৩৬ রানের বিশাল ব্যবধানে হার। লর্ডসে তরতাজা বুমরাহ ফিরলে কী হবে? খোঁচাটা বুঝতে অসুবিধা হয়নি। জবাবে স্টোকস বলেছেন, 'ভেবেছিলাম, এই সাংবাদিক সম্মেলনে অন্তত ওকে নিয়ে কোনও প্রশ্নের মুখে পড়তে হবে না। আমরা পরস্পরের বিরুদ্ধে নিয়মিত খেলে থাকি। কীভাবে সেই চ্যালেঞ্জ সামলাতে হয়, সেই সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। প্র্যাকটিসে সেই বিষয়গুলির ওপর জোর দিতে হয়। লর্ডসের আগে সেভাবে প্রস্তুতি, পরিকল্পনা তৈরি হবে।'

বুমরাহকে নিয়ে তৈরি থাকার সুর হেডকোচ ব্রেন্ডন ম্যাককুলামের গলাতেও। বলেছেন, 'পরের ম্যাচে সম্ভবত ফিরবে বুমরাহ। ওর জন্য সঠিক পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি থাকবে। লর্ডসের পরিস্থিতি আলাদা হবে। আশা করি, আমাদের জন্য যা ঠিকঠাক হবে।' লর্ডসের তুলনামূলক পেস সহায়ক পরিস্থিতিতে পেস শক্তি বাড়িয়ে নিল ইংল্যান্ড।

জোফ্রা আর্চার আগেই ছিল। এবার ফিরছেন পেস অলরাউন্ডার গাস অ্যাটকিনসন। বৃহস্পতিবার শুরু লর্ডস টেস্টের দলে ডাক অ্যাটকিনসনের। তবে সবার চোখ আর্চারের দিকে। স্টোকস তাসটা অবশ্য এখনই খেলতে নারাজ। জানান, আর্চারের ফিটনেস, ওয়ার্কলোডের ওপরও নজর থাকবে। সবকিছু খতিয়ে দেখেই সিদ্ধান্ত।

বার্মিংহাম ভুলে আপাতত থ্রি লায়ন্সের টার্গেট লর্ডস। যদিও ধাক্কা ঝেড়ে ফেলা সহজ নয়। ভাবাচ্ছে তিনদিনের ব্যবধানে ফের খেলতে নামার চ্যালেঞ্জ। স্টোকস মানছেন, হেডিংলে জয়ে পাওয়া ছন্দটা ধরে রাখতে না পারায় তিনি হতাশ। তবে ব্যর্থতা নিয়ে মাথা খারাপ করতে নারাজ। মনে করিয়ে দেন সাম্প্রতিককালে দুরন্ত সব জয়ের কথা। মাঝেমধ্যে কিছু ম্যাচ খারাপ কাটলেও সামগ্রিকভাবে ছবিটা আশাপ্রদ।

ম্যাচ হেরে পিচকেও কাঠগড়ায় তুললেন। স্টোকসের দাবি, 'সত্যি কথা বলতে বার্মিংহামের উইকেট অনেক বেশি উপমহাদেশের মতো ছিল। ভারতীয় বোলাররা এই পিচে অনেক বেশি অভ্যস্ত এবং আমাদের থেকে বেশি ফায়দাও তুলেছে। তবে অজুহাত দিতে চাই না। মানছি, পিচ, পরিস্থিতি অনুযায়ী নিজেদের দক্ষতাকে কাজে লাগাতে পারিনি। টসে জেতার সুযোগ হাতছাড়া করেছি বললেও হয়তো ভুল হবে না। মানছি উইকেট বুঝতে কিছুটা ভুল হয়েছে। তবে ওদের ২০০/৫ করে দেওয়ার পরও প্রথম ইনিংসে তা কাজে লাগাতে পারিনি।'

বার্মিংহামের পিচ বিতর্কে কিছুটা অনাগত অতিথির মতো ঢুকে পড়েছেন প্যাট কামিন্সও। শুভমান গিলদের রান-উৎসবের দিকে আঙুল তুলে অজি অধিনায়কের প্রতিক্রিয়া, এরপর কে বোলার হতে চাইবে? ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজের ব্যস্ততার মাঝেই কামিন্স বলেছেন, 'ভারত-ইংল্যান্ড সিরিজের দিকে চোখ রাখছি আমরা। এরপর কে বোলার হতে চাইবে? পুরোদস্তুর পাটা উইকেট।'

বাস্তব হল, পাটা উইকেটেই কামাল আকাশ দীপ-মহম্মদ সিরাজের। যা দুই দলের মধ্যে ব্যবধান গড়ে দেয়। ম্যাককুলামও ভারতকে কৃতিত্ব দিচ্ছেন। অকপট স্বীকারোক্তি, শুভমান অসাধারণ। আকাশ দীপ এই পিচে দুর্দান্ত বল করেছে। ভারতেও এই ধরনের পিচ হয়। সেখানেই খেলে অবশ্য, যার পুরোদস্তুর সুযোগ নিয়েছে। যার পাশে তাঁর দল প্রত্যাশা অনুযায়ী খেলতে পারেনি। যোগ্য হিসেবেই জয়ী ভারত।

বার্মিংহাম টেস্ট হেরে বিধ্বস্ত ইংল্যান্ড অধিনায়ক বেন স্টোকস।

মহারাষ্ট্রের হয়ে খেলবেন পৃথ্বী

মুম্বই, ৭ জুলাই : সিদ্ধান্ত হয়ে গিয়েছিল আগেই। আজ শুধু সরকারি ঘোষণা হল।

জল্পনার অবসান ঘটিয়ে শেষপর্যন্ত মুম্বই ছেড়ে মহারাষ্ট্রের হয়ে ঘরোয়া ক্রিকেট খেলার সিদ্ধান্ত নিলেন পৃথ্বী শ। আগামী মরশুমের ঘরোয়া ক্রিকেটে মহারাষ্ট্রের হয়ে খেলার সিদ্ধান্ত ঘোষণার পর পৃথ্বী বলেছেন, 'ক্রিকেট কেরিয়ারের এমন একটা জায়গায় রয়েছি, যেখানে আমার মনে হয় মহারাষ্ট্রের হয়ে খেললে আমার কেরিয়ার গতি পাবে। মুম্বই ক্রিকেট সংস্থার কাছে আমি কৃতজ্ঞ আমার ইচ্ছাকে মর্যাদা দেওয়ার জন্য।' পৃথ্বীকে স্বাগত জানিয়েছেন মহারাষ্ট্র ক্রিকেট সংস্থার সভাপতি রোহিত পাওয়ারও। তাঁর মনে হচ্ছে, পৃথ্বী মহারাষ্ট্রের হয়ে খেললে ঘরোয়া ক্রিকেটে আরও সফল হবে তাঁর দল। পৃথ্বীকে মহারাষ্ট্রে সম্ভবত রুতুরাজ গায়কোয়াড়ের নেতৃত্বে খেলতে হবে। উল্লেখ্য, ৫৮টি প্রথম শ্রেণির ম্যাচ খেলে ৪৫৫৬ রান রয়েছে পৃথ্বীর। তাঁর প্রতিভা নিয়ে কারও কোনও সংশয় না থাকলেও পৃথ্বীর শৃঙ্খলা নিয়ে বিতর্কের শেষ নেই।

> ক্রিকেট কেরিয়ারের এমন একটা জায়গায় রয়েছি, যেখানে আমার মনে হয় মহারাষ্ট্রের হয়ে খেললে আমার কেরিয়ার গতি পাবে। মুম্বই ক্রিকেট সংস্থার কাছে আমি কৃতজ্ঞ আমার ইচ্ছাকে মর্যাদা দেওয়ার জন্য।
>
> **পৃথ্বী শ**

ত্রিশতরানের পর দক্ষিণ আফ্রিকার স্টপগ্যাপ অধিনায়ক উইয়ান মুল্ডার।

৩৬৭ রানের ইনিংসে বিশ্বরেকর্ড মুল্ডারের

হারারে, ৭ জুলাই : অধিনায়ক হিসাবে অভিষেকেই ত্রিশতরান। বিশ্বরেকর্ড গড়লেন দক্ষিণ আফ্রিকার উইয়ান মুল্ডার। ভাঙতে পারতেন ক্যারিবিয়ান কিংবদন্তি ব্রায়ান লারার নজিরও। তবে ব্যক্তিগত রেকর্ডের চেয়ে দলের স্বার্থকেই এগিয়ে রাখেন মুল্ডার। টেম্বা বাভুমা নেই। ভারপ্রাপ্ত অধিনায়ক কেশব মহারাজও চোটের কবলে। জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্টে নেতৃত্বের দায়িত্ব পেয়েই যেন জ্বলে উঠলেন মুল্ডার। টস জিতে শুরুতে প্রোটিয়াদের ব্যাট করতে পাঠায় জিম্বাবোয়ে। মাত্র ২৪ রানের মধ্যে ২ উইকেট হারিয়ে খানিক চাপে পড়ে গিয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। প্রাথমিক ধাক্কা সামলে ডেভিড বেডিংহামকে সঙ্গী করে দলকে বড় রানের পথে এগিয়ে দেন মুল্ডারই। পরে জুটি গড়েন লুহান-দ্রে প্রিটোরিয়াসের সঙ্গে।

অক্ষত লারার নজির

দ্বিতীয়দিনে ২৯৭ বলে ৩০০ রানের গণ্ডি অতিক্রম করেন মুল্ডার। যা লাল বলের আন্তর্জাতিকে দ্বিতীয় দ্রুততম ত্রিশতরান। পাশাপাশি হাসিম আমলার পর দক্ষিণ আফ্রিকার দ্বিতীয় ক্রিকেটার হিসাবে ত্রিশতরান করলেন তিনি।

এই ইনিংসের সুবাদে আন্তর্জাতিক মঞ্চে অধিনায়ক হিসাবে অভিষেক ম্যাচে ত্রিশতরানের বিরল নজিরও গড়েছেন মুল্ডার। ম্যাচটা যেদিকে এগোচ্ছিল তাতে হয়তো অনায়াসেই টেস্টে ব্রায়ান লারার ৪০০ রানের রেকর্ডও ভাঙতে পারতেন তিনি। তবে দক্ষিণ আফ্রিকার স্কোর যখন ৫ উইকেটে ৬২৬, তখন ব্যক্তিগত ৩৬৭ রানে দাঁড়িয়ে ইনিংস ডিক্লেয়ার দেন স্বয়ং প্রোটিয়া অধিনায়ক।

জবাবে জিম্বাবোয়ে প্রথম ইনিংসে ১৭০ রানে অল আউট হয়ে যায়। প্রেনেলান সুব্রায়েন নিয়েছেন ৪ উইকেট। ফলো অন করে দ্বিতীয় ইনিংস খেলতে নেমে তারা দ্বিতীয় দিনের শেষে ৫১/১ স্কোরে দাঁড়িয়ে।

পাটা পিচেও ড্রয়ের ক্ষমতা নেই, তোপ প্রাক্তনদের

বার্মিংহাম, ৭ জুলাই : যে কোনও টার্গেট তাড়া করতে প্রস্তুত।

প্রথম টেস্টে ভারতের ৩৭১-এর চ্যালেঞ্জে উতরে গিয়ে যার প্রমাণও রেখেছিলেন বেন স্টোকসের দল। বার্মিংহাম টেস্টে তৃতীয় দিনের শেষে সহ অধিনায়ক হ্যারি ব্রুকের হুংকার ছিল, ভারত যে টার্গেটই দিক না কেন, তাঁরা প্রস্তুত। যদিও রান তাড়া করা তো দূর, ধারেকাছে পৌঁছোতে পারেনি। ৬০৮-এর লক্ষ্যে ২৭১ রানেই শেষ বাজবলের জারিজুরি।

জসপ্রীত বুমরাহহীন ভারতীয় বোলিংয়ের বিরুদ্ধে যে দশায় সমালোচনার ঝড়। মাইকেল আথারটন, নাসের হুসেনের মতে, ম্যাচ জেতা যেখানে কার্যত অসম্ভব, সেখানে পাটা পিচে ড্র করা উচিত ছিল। স্টুয়ার্ট ব্রড আবার লর্ডসের তৃতীয় টেস্টেও বার্মিংহামের পুনরাবৃত্তির আশঙ্কা দেখছেন।

প্রাক্তন অধিনায়ক আথারটনের কথায়, বর্তমান ইংল্যান্ড টিম সবসময় জয়ের জন্য ঝাঁপায়। ড্রয়ের জন্য খেলে না। তবে একই সঙ্গে প্রশ্ন ওঠা উচিত, এই ইংল্যান্ড দল কি আদৌ পাটা পিচে ম্যাচ ড্র করার মতো ক্ষমতা রাখে? আরও বলেছেন, 'সাম্প্রতিকালে ইংল্যান্ডে পাটা উইকেট দেখা যাচ্ছে। সেই পিচে দুই ইনিংসে মাত্র ১৫৭ ওভার টিকল ইংল্যান্ড। সাত-সাতটি শূন্য রানের স্কোর। চারটিই টপ সিক্স ব্যাটারদের! এরকম পাটা পিচে এরকম ব্যাটিং, ম্যাচ বাঁচাতে না পারা চিন্তার জায়গা।'

নাসের আবার বোলিং কম্বিনেশনে ভুল দেখছেন। লিখেছেন, 'পঞ্চম দিনের পিচ থেকেও ভারতীয় পেসাররা সুইং আদায় করে নিয়েছে। প্রথম থেকেই শুকনো পিচ। খেলা যত গড়িয়েছে আরও শুকিয়েছে। কিন্তু দারুণভাবে মানিয়ে নিয়েছে ওরা। আমার ধারণা, এরকম পিচ ইংল্যান্ড দল পছন্দ করে না। আমাদের চেয়ে বার্মিংহামের পিচ অনেক বেশি

লর্ডস-দ্বৈরথ নিয়েও আশঙ্কা ব্রডের

ভারতীয় দলের জন্য মানানসই ছিল। ইংল্যান্ড বোলিংয়ে সেই বৈচিত্র্য দেখা যায়নি। আকাশ দীপ, মহম্মদ সিরাজরা সেখানে সুইংয়ের পাশাপাশি দক্ষতার সঙ্গে বল স্কিড করাল।'

ভারতের হাতে 'বার্মিংহাম' দুর্গের পতনের পর ব্রড চিন্তায় ক্রিকেট মক্কা লর্ডস নিয়ে। পাঁচ শতাধিক টেস্ট উইকেটের মালিক ব্রড বলেছেন, 'ভারতীয় বোলিং ব্রিগেডের বিরুদ্ধে ইংল্যান্ডের এই ব্যাটিং চিন্তায় রাখছে। আকাশ দীপ সারাক্ষণ উইকেট লক্ষ্য করে বল করল, সুইং করাল। এর সঙ্গে বুমরাহ যুক্ত হলে আশঙ্কার কারণ থাকছে ইংল্যান্ডের জন্য।'

কুমার সাঙ্গাকারার কথায়, বার্মিংহামে মূলত সিরাজ-আকাশেই বাজিমাত ভারতের। তবে লর্ডসে প্রসিধ কৃষ্ণার জায়গায় বুমরাহর প্রত্যাবর্তনটুকু ছাড়া পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই। নিঃসন্দেহে বোলিং ব্রিগেড ফের চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলবে ইংল্যান্ড ব্যাটারদের। মাইকেল ভন যদিও ব্রড-সাঙ্গাদের সঙ্গে সহমত নন। বার্মিংহামে দল মুখ থুবড়ে পড়লেও বাজবলে আস্থা রাখছেন।

ভনের ফের দাবি, ৩-১ ব্যবধানে সিরিজ জিতবে ইংল্যান্ডই। ভারত চলতি সপ্তাহে দুর্দান্ত ক্রিকেট খেলেছে। কিন্তু তারপরও ইংল্যান্ডের হয়ে বাজি ধরে ভন বলেছেন, 'ভারত দারুণ খেলেছে। তারপরও মনে করি ইংল্যান্ড ৩-১ ব্যবধানে সিরিজ জিতবে। সিরিজ নিয়ে আগের ভবিষ্যদ্বাণী থেকে সরছি না। গত তিন বছরে এই ইংল্যান্ড দল বারবার গর্বিত করেছে। উপভোগ্য ক্রিকেট উপহার দিয়েছে। হেডিংলেতে বলেছিলাম, বাজবলে এবার মস্তিষ্কের ছোঁয়া দেখতে পাচ্ছি। বিশ্বাস, বাকি সিরিজে তার প্রতিফলন ঘটবে।'

আউট হওয়ার পর জেমি স্মিথ।

অব্যবস্থার কলকাতা লিগ

ছাতা দিয়ে হল ব্যান্ডেজ বাঁধা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৭ জুলাই : মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট বনাম রেলওয়ে এফসি ম্যাচে গুরুতর চোট পেয়েছেন তারক হেমব্রম। ৩৫ মিনিটে বাগান ডিফেন্ডার মার্শাল কিসকুর সঙ্গে সংঘর্ষে বাঁ পায়ে চোট পান তারক। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে মাঠ থেকে তুলে নেওয়া হয়। সাইডলাইনে প্রবল যন্ত্রণায় কাতরাতে থাকেন এই মিডিও। সেইসময় রেল দলের ডাগআউটে কোনও ডাক্তার ছিলেন না। তবে রেলের ফিজিও চেষ্টা করেছিলেন।

ম্যাচের বিরতিতে তারককে প্রাথমিক চিকিৎসা করেন মোহনবাগানের টিম ডাক্তার কিংশুক ভুঁইয়া। তারপর তাঁকে অ্যাম্বুল্যান্সে তুলে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়। প্রথমে আয়োজকদের অ্যাম্বুল্যান্সে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা থাকলেও পরে অন্য একটি অ্যাম্বুল্যান্সে তারককে হাসপাতালে পাঠানো হয়। তারকের সঙ্গে যান ইউনাইটেড স্পোর্টস কর্তা তথা উত্তর ২৪ পরগণা জেলা ক্রীড়া সংস্থার সচিব নবাব ভট্টাচার্য।

তবে মাঠে তারকের চিকিৎসা নিয়ে বিতর্ক দেখা গিয়েছে। অ্যাম্বুল্যান্সে তোলার সময় তারকের বাঁ পায়ে সাপোর্ট দেওয়ার জন্য দুইটি ছাতা বাঁধা হয়। যেখানে এখনকার দিনে যে কোনও ম্যাচে চোট পাওয়া খেলোয়াড়কে সঙ্গে সঙ্গে প্লাস্টার করে দেওয়া হয়। এদিন প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সরঞ্জাম ছিল না বলেই দাবি করেছে রেল। তাই দুটো ছাতার সাহায্যে ব্যান্ডেজ বেঁধেই কাজ চালাতে হয়। রেল দলের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। রেল দলের সঙ্গে এদিন কোনও ডাক্তার ছিল না।

> আমাদের মেডিকেল কমিটি যে সমস্ত জিনিস মাঠে রাখার সুপারিশ করেছিল, সেই সমস্ত কিছুই রাখা ছিল। এর বাইরে আর কী কী দরকার, তারজন্য সবার কাছেই আমরা পরামর্শ চাইছি।
>
> **অনির্বাণ দত্ত,** আইএফএ সচিব

অবশ্য এই নিয়ে আইএফএ সচিব অনির্বাণ দত্ত বলেছেন, 'আমাদের মেডিকেল কমিটি যে সমস্ত জিনিস মাঠে রাখার সুপারিশ করেছিল, সেই সমস্ত কিছুই রাখা ছিল। এর বাইরে আর কী কী দরকার, তারজন্য সবার কাছেই আমরা পরামর্শ চাইছি।' তিনি আরও যোগ করেন, 'চিকিৎসার জন্য আইএফএ তারকের পাশে থেকে সাহায্য করবে।' পরে তিনি তারককে দেখতে হাসপাতালে যান।

মঙ্গলবার চাকরির জন্য তারকের মেডিকেল পরীক্ষা ছিল। বর্তমানে রেলের এই মিডিও চোট পাওয়ায়, চাকরির প্রক্রিয়ায় বেশ বিলম্ব ঘটবে। জানা গিয়েছে, তারকের পা ভাঙেনি। পেশিতে চোট লেগেছে। চোট কতটা গুরুতর সেটা মেডিকেল পরীক্ষার পর জানা যাবে।

তারকের ঘটনায় নিন্দায় মুখর কলকাতা ময়দানের প্রায় সকলেই। ম্যাচ চলাকালীন রেলওয়ে এফসি-র ডাগআউটে কেন একজন ডাক্তার ছিলেন না, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন বাংলার দুই ফুটবলার প্রীতম কোটাল ও প্রবীর দাস। একইসঙ্গে তাঁরা তারকের দ্রুত সুস্থতা কামনা করেছেন।

যন্ত্রণায় কাতর তারক হেমব্রমের বাঁ পায়ে দুইটি ছাতার সাহায্যে বাঁধা হল ব্যান্ডেজ।

মোহনবাগানকে এগিয়ে দিয়ে সন্দীপ মালিক। সোমবার।

রেলকে হারাল মোহনবাগান

মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট-২
(সন্দীপ, শিবম)
রেলওয়ে এফসি-০

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৭ জুলাই : প্রচণ্ড উত্তেজক একটা ম্যাচ।

দুইটি গোল। পাঁচটা লাল কার্ড। তারক হেমব্রমের চোট। সব মিলিয়ে সোমবার ঘটনাবহুল মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট বনাম রেলওয়ে এফসি ম্যাচ।

শুরুতে বোঝা যায়নি ম্যাচটা উত্তেজক হতে চলেছে। বৃষ্টিভেজা দিনে ম্যাচের বেশিরভাগ প্রাধান্য ছিল মোহনবাগানের। এমনকি তারা প্রথম গোলটাও করে ফেলে ছয় মিনিটে। সালাউদ্দিন আদনানের সেন্টার থেকে গোল করে যান বাগান অধিনায়ক সন্দীপ মালিক। ৩৫ মিনিটে বাগান ডিফেন্ডার মার্শাল কিসকুর সঙ্গে সংঘর্ষে চোট পান রেলের মিডফিল্ডার তারক। তাঁকে দক্ষিণ কলকাতার এক বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

দুই দলের মধ্যে হাতাহাতি, লাল কার্ড পাঁচজনকে

দ্বিতীয়ার্ধ উত্তাল হয়ে ওঠে দুই দলের হাতাহাতিতে। ঘটনার সূত্রপাত ৫৯ মিনিটে। মোহনবাগান মিডফিল্ডার মিগমা শেপরাকে ফাইল করেন রেলের ডিফেন্ডার সৌমিক কোলে। সঙ্গে সঙ্গে মোহনবাগানের সালাউদ্দিন গিয়ে সৌমিককে ধাক্কা মারেন। পালটা রেলের গোলরক্ষক তথা অধিনায়ক সুদীপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায় এসে সালাহউদ্দিনকে মারেন। এরপর উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে মাঠ থেকে ডাগআউটে। দুই দলের বচসায় ম্যাচ বন্ধ থাকে দশ মিনিট।

রেফারি দুই দলের পাঁচজনকে লাল কার্ড দেখান। মোহনবাগানের সালাউদ্দিন ও টিম ম্যানেজার রাহুল দত্তকে লাল কার্ড দেখানো হয়। রেলওয়ের সুদীপ্ত, সৌমিক এবং অভিষেক আইচকে লাল কার্ড দেখান রেফারি। এরমধ্যে অভিষেককে আগেই পরিবর্তন করেছিল রেল। ফলে ম্যাচের বাকি সময় রেল ৯ জন ও মোহনবাগান দশজনে খেলে।

সংযোজিত সময়ে সাহিল ইনামদারের পাস থেকে মোহনবাগানের দ্বিতীয় গোলটি করেন পরিবর্ত খেলোয়াড় শিবম মুন্ডা। যদিও রেলের দাবি, গোলটি অফসাইড ছিল। ম্যাচের পর মোহনবাগানের সহকারী কোচ বিশ্বজিৎ ঘোষাল বলেছেন, 'সালাউদ্দিনের ওইভাবে মাথা গরম করাটা উচিত হয়নি। তবে ও নিজের ভুলটা বুঝতে পেরেছে।' এদিন ডাগআউটে ছিলেন না বাগান কোচ ডেগি কার্ডোজো।

এপ্রিলেই কোচের পদ থেকে ইস্তফা

মার্কা-তে বললেন মানোলো

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৭ জুলাই : এদেশের সংবাদমাধ্যমে মুখ খুলতে পারবেন না, এমন শর্তই তাঁর কাছে রেখেছে অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন।

কিন্তু স্বদেশের এক নম্বর সংবাদমাধ্যমে মুখ খুলে বহু অজানা তথ্যই দিয়ে ফেললেন জাতীয় দলের সদ্য সরে যাওয়া কোচ মানোলো মার্কুয়েজ রোকা। তিনি যে এপ্রিলেই পদত্যাগ করেন, প্রথম এই কথাও প্রকাশ্যে এল। স্পেনের সংবাদপত্র মার্কাকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে মানোলো বলেছেন, 'আমি গত এপ্রিলেরই ভারতের জাতীয় দলের পদ থেকে সরে দাঁড়িয়ে নিজের পদত্যাগপত্র পাঠিয়ে দিই। কিন্তু এআইএফএফ কর্তারা আমাকে জুন ট্রান্সফার উইন্ডো পর্যন্ত চালিয়ে যেতে অনুরোধ করেন। শেষপর্যন্ত কোচ হিসাবে কাজ চালিয়ে যাওয়ার বিষয়ে ওদের কথা আমি মেনে নিই।' এরপর তিনি আরও ব্যাখ্যা করে বলেছেন, 'আমি শুধুমাত্র খারাপ ফলের জন্য সরে দাঁড়াতে চাইনি। ঘটনা হল, ওরাই আমাকে থাকার জন্য অনুরোধ করেছিল বলেই এতদিন ছিলাম। আমার প্রাথমিক সিদ্ধান্তই এখন ওরা মেনে নিল বলে মনে হচ্ছে।' তিনি সংবাদমাধ্যমের সামনে ফেডারেশন সম্পর্কে কোনওরকম বিরূপ মন্তব্য করতে পারবেন না বলে শর্ত রাখা হয় মানোলোর সামনে। তিনি সম্ভবত সেসব মেনে নিয়েছেন শেষপর্যন্ত।

মানোলো তাঁর স্বদেশের সংবাদপত্রকে কথা প্রসঙ্গে বলেছেন, 'ভারতের জাতীয় দলকে কোচিং করানো আমার স্বপ্ন ছিল। কিন্তু যখন তুমি দেখবে, কোনও দলই তোমার নিয়ম মেনে দলকে খেলাচ্ছে না, তখন মনে হবে যে এটা তোমার জায়গা নয়।' অর্থাৎ ভারতের ক্লাব দলগুলির খেলার ধরনের দিকে নির্দেশ করেছেন তিনি। মানোলো আরও বলেছেন, 'আমি বুঝেছি যে কিছু ভুল আমার হয়েছে। কিন্তু ফল যদি ভালো হত তাহলে হয়তো এরপরেও আমিই দায়িত্বে থেকে যেতাম। হংকং ম্যাচের দিন তিনেক আগে থেকেই ছেলেরা জানত যে আমি আর থাকব না। যেখানে তুমি জানোই যে কোচ থাকবে না সেখানে মাত্র তিন সপ্তাহের জন্য শিবিরে এসে নিজেদের সেরাটা দেওয়া বোধহয় সম্ভব নয়।' সরাসরি না বললেও এদেশে সঠিকভাবে পরিচালনার অভাবেই যে ফুটবলের এই দুর্দশা, সেই কথা ঘুরিয়ে বলে ফেলেছেন মানোলো।

বুমরাহকে নিয়ে প্রশ্নে ক্ষুব্ধ স্টোকস
-খবর এগারোর পাতায়

সোমবার ছিল মহেন্দ্র সিং ধোনির ৪৪তম জন্মদিন। এদিন সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হওয়া একটি ভিডিওয় দেখা গিয়েছে, রাঁচিতে ধোনি ঘরোয়া পোশাকে তাঁর বন্ধুদের সঙ্গে কেক কাটছেন। কেকে ছুরি চালানোর আগে তাঁকে বলতে শোনা গিয়েছে, 'আমি কি কেকটা কাটব?'

উইম্বলডনের কোয়ার্টারে জকোভিচ

লন্ডন, ৭ জুলাই : গত বছর উইম্বলডনের ফাইনালে উঠেও কার্লোস আলকারাজ গার্ফিয়ার কাছে হারতে হয়েছিল নোভাক জকোভিচকে। এবার কি হবে? উত্তর সময়ের গর্ভে। তবে ২৫তম গ্র্যান্ড স্ল্যামের লক্ষ্যে উইম্বলডনে ১৬ নম্বর কোয়ার্টার ফাইনালে উঠে পড়লেন জকোভিচ। সোমবার প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে প্রথম সেট খুইয়েও অস্ট্রেলিয়ার অ্যালেক্স ডি মিনাউরকে ১-৬, ৬-৪, ৬-৪, ৬-৪ গেমে হারিয়েছেন সার্বিয়ান তারকা। শেষ আটে জকোর প্রতিপক্ষ ইতালির ফ্লাভিও কোবোল্লি। তিনি প্রি-কোয়ার্টারে মারিন চিলিচের বিরুদ্ধে জয় পান।

পুরুষদের ডাবলসে বিদায় নিলেন ভারতের ইউকি ভামব্রি-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রবার্ট গ্যালোওয়ে। তাঁরা ৬-৪, ৩-৬, ৭-৬ (১০/৪) গেমে মার্সেল গ্রানোলারস-হোরাসিও জেবালোসের কাছে হেরে যান।

প্রতিযোগিতার পঞ্চম বাছাই জুলিয়ান ক্যাস-লয়েড গ্লাসপুল শেষ ষোলোর ম্যাচে গুইডো আন্দ্রেওজ্জি-মার্সেলো ডেমোলিনারকে ৬-৩, ৬-৪ গেমে হারিয়েছেন।

স্ত্রী অনুষ্কাকে নিয়ে নোভাক জকোভিচের খেলা দেখছেন বিরাট কোহলি।

অন্যদিকে, উইম্বলডনে পুরুষদের সিঙ্গলসে উত্তেজক লড়াইয়ে আন্দ্রেই রুবলেভকে হারিয়েছেন গতবারের চ্যাম্পিয়ন কার্লোস আলকারাজ গার্ফিয়া। ম্যাচের পর অবশ্য প্রতিপক্ষকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছেন। আলকারাজ বলেছেন, 'রুবলেভ অত্যন্ত কঠিন প্রতিপক্ষ। ওর ফোরহ্যান্ড শট সামলানো অত্যন্ত কঠিন। প্রতি মুহূর্তে প্রতিপক্ষকে কোর্টের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে দৌড় করায়।' তিনি আরও যোগ করেছেন, 'ওর বিরুদ্ধে যে পারফরমেন্স করেছি, তাতে আমি খুশি। খুব বুদ্ধি প্রয়োগ করে ম্যাচ জিতেছিল।'

ধাক্কা সামলে ছন্দ খুঁজছে ইস্টবেঙ্গল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৭ জুলাই : সমস্যা কোথায়? আর সমাধান কী? এই দুই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতেই ব্যস্ত বিনো জর্জ।

মঙ্গলবার কলকাতা ফুটবল লিগে তৃতীয় ম্যাচ খেলতে নামছে ইস্টবেঙ্গল। প্রতিপক্ষ বেহালা এসএস স্পোর্টিং ক্লাব। খাতায়-কলমে এগিয়ে লাল-হলুদই। তবে লিগের প্রথম ম্যাচে ৭ গোলে জয়ের পর সুরুচি সংঘের ম্যাচে পয়েন্ট নষ্টের ধাক্কাটা বোধহয় এখনও সামলে উঠতে পারেনি মশাল ব্রিগেড। লাল-হলুদ শিবিরের পরিবেশই সেকথা বলে দিচ্ছে। বিএসএসের বিরুদ্ধে নামার আগে কোচ বিনোর মুখেও ঘুরে-ফিরে গত ম্যাচের কথা। সোমবার অনুশীলন শুরুর আগে তিনি বলছিলেন, 'সুরুচি সংঘের বিরুদ্ধে প্রথমার্ধে এগিয়ে যাওয়ার পরও গোল হজম করতে হয়। যেটা কখনোই ইতিবাচক দিক নয়। গত ম্যাচের ভুলভ্রান্তিগুলো খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছি। দ্রুত সেগুলো শুধরে নিতে হবে।'

আজ কলকাতা লিগে

ইস্টবেঙ্গল এফসি বনাম
বেহালা এসএস

সময় : দুপুর ৩টা, **স্থান :** ব্যারাকপুর
সম্প্রচার : এসএসইএন অ্যাপ

ফিরতে পারেন জেসিন

শুধু মুখেই বললেন না, বিএসএস ম্যাচের চূড়ান্ত মহড়ায় ভুলগুলো ফুটবলারদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন বিনো। বিএসএস ম্যাচে জেসিন টিকে ফিরছেন। ফলে স্ট্রাইকার নিয়ে দুশ্চিন্তা একটু হলেও কমেছে লাল-হলুদ শিবিরে। এদিন জেসিনকে অনুশীলনে দেখা গেল। তবে মঙ্গলবারের ম্যাচে লাল-হলুদের প্রথম একাদশে বড়সড়ো পরিবর্তনের সম্ভাবনা কম। শুরু থেকে ৭ ভূমিপুত্র খেলানোর পরিকল্পনা থেকে সরছে না ইস্টবেঙ্গল। সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায় ও আমন সিকেকে সামনে রেখেই বিএসএস বধের ছক কষছেন বিনো। এদিকে পিভি বিষ্ণুর সঙ্গে চুক্তির মেয়াদ বৃদ্ধির কথা ঘোষণা করল ইস্টবেঙ্গল। আরও দুই বছর লাল-হলুদেই থাকছেন তিনি।

ডুরান্ডের উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী

সবুজ-মেরুনকে রেখে সূচি, লাল-হলুদকে দিয়ে শুরু টুর্নামেন্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৭ জুলাই : মোহনবাগান সুপার জায়েন্টকে রেখেই সূচি প্রকাশ করল ডুরান্ড কমিটি।

শুরুতে না খেলার কথা জানালেও পরে শর্তসাপেক্ষে খেলতে রাজি হয় মোহনবাগান। একাধিক দাবির পাশাপাশি তারা যে লাল-হলুদের সঙ্গে এক গ্রুপে না রাখাকেই বাড়তি গুরুত্ব দিচ্ছে একথা আগেই উত্তরবঙ্গ সংবাদ-এর পাঠকদের জানানো হয়েছিল। এছাড়াও অনুশীলনের মাঠ, দাবি মতো টিকিট বণ্টন সহ একাধিক শর্ত আরোপ করা হয়। এদিন জামশেদপুরে ট্রফি ট্যুরের পাশাপাশি সরকারিভাবে টুর্নামেন্টের সূচি প্রকাশের পর দেখা যায়, সবুজ-মেরুন শিবিরের প্রথম শর্ত মেনে নেওয়া হয়েছে। ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগান এবার আলাদা গ্রুপে থাকছে। তবে মোহনবাগানের গ্রুপে রাখা হয়েছে কলকাতার আর এক প্রধান মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবকে। এছাড়াও থাকছে ডায়মন্ড হারবার এফসি ও বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স। গ্রুপ 'এ'-র দুই দল ইস্টবেঙ্গল ও বেঙ্গালুরুর সাউথ ইউনাইটেড এফসি উদ্বোধনী ম্যাচ খেলবে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে। এই গ্রুপের বাকি দুই দল ইন্ডিয়ান এয়ার ফোর্স ও নামধারী এফসি। গ্রুপ 'সি'-র খেলাগুলি হবে জামশেদপুরে। এই গ্রুপে জামশেদপুর এফসি ছাড়া থাকছে ত্রিভুবন আর্মি, ইন্ডিয়ান আর্মি ও ওয়ান লাদাখ। কোকরাঝারে গ্রুপ 'ডি'-র মূল আকর্ষণ পাঞ্জাব এফসি। এই গ্রুপের বাকি দলগুলি হল বোড়োল্যান্ড এফসি, মর্নিং স্টার ও ইন্দো-টিবেটান বর্ডার পুলিশ। নিজেদের মাঠেই খেলবে নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি। শিলংয়ে আইএসএলের এই দল ছাড়াও আছে শিলং লাজং এফসি, মালয়েশিয়ার একটি আর্মি দল ও রাংদাজিয়েদ ইউনাইটেড এফসি। গ্রুপ 'এফ'-এর খেলা মণিপুরে। ট্রাউ এফসি, নেরোকা এফসি, ইন্ডিয়ান নেভি ও রিয়াল কাশ্মীর এফসি-এই চার দল খেলবে ইম্ফলে।

মজার কথা হল, টুর্নামেন্ট শুরু এবং সূচির কথা জানানো হলেও এদিন পর্যন্ত বিদেশমন্ত্রক থেকে নেপাল ও মালয়েশিয়ার দুই দলের জন্য প্রয়োজনীয় ছাড়পত্র হাতে পায়নি ডুরান্ড কমিটি। ফলে সূচিতে তাদের নাম জানানো যায়নি। তেমনি এদিন সূচি প্রকাশ অনুষ্ঠানে হঠাৎই ঝাড়খণ্ড সরকারের তরফ থেকে ওখানকার গ্রুপ পর্যায়ের ম্যাচগুলি বিনা টিকিটে দেখতে দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়। অথচ বাকি রাজ্যের দর্শকদের দেখতে হবে টিকিট কেটে। মোহনবাগানও সরকারিভাবে এখনও নিজেদের অবস্থান পরিষ্কার করেনি। সবমিলিয়ে টুর্নামেন্ট শুরুর দিন পনেরো আগেও অব্যবস্থা ও অগোছালোভাব টুর্নামেন্ট ঘিরে। একমাত্র ২৩ জুলাই যুবভারতীতে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দিয়ে উদ্বোধন করা নিশ্চিত বলে সূত্রের খবর।

DURAND CUP
SINCE 1888
তিন প্রধানের সূচি

ইস্টবেঙ্গল এফসি-র ম্যাচ
সাউথ ইউনাইটেড এফসি (২৩ জুলাই, যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন), নামধারী এফসি (৬ অগাস্ট, কিশোর ভারতী ক্রীড়াঙ্গন), ইন্ডিয়ান এয়ার ফোর্স (১০ অগাস্ট, যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন)

মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের ম্যাচ
মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব (৩১ জুলাই, কিশোর ভারতী ক্রীড়াঙ্গন), বিএসএফ (৪ অগাস্ট, যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন) ডায়মন্ড হারবার এফসি (৯ অগাস্ট, কিশোর ভারতী ক্রীড়াঙ্গন)

মহমেডান স্পোর্টিংয়ের ম্যাচ
ডায়মন্ড হারবার (২৮ জুলাই, কিশোর ভারতী), মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট (৩১ জুলাই, কিশোর ভারতী ক্রীড়াঙ্গন), বিএসএফ (৭ অগাস্ট, যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন)।

শ্রদ্ধাঞ্জলি

আমাদের পরমপ্রিয় সদস্য
কাজল সান্যাল
অকাল প্রয়াণে আমরা গভীরভাবে শোকাহত
- NBECA

এশিয়ান শুটিংয়ে ভারতের মুখ মনু

নয়াদিল্লি, ৭ জুলাই : আসন্ন এশিয়ান শুটিং চ্যাম্পিয়নশিপে ভারতের মুখ মনু ভাকের।

অগাস্টের ১৬ তারিখ থেকে এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপের আসর বসবে কাজাখস্তানে। চলবে ওই মাসের ৩০ তারিখ পর্যন্ত। সোমবার তার দল ঘোষণা করল 'ন্যাশনাল রাইফেল অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া'। ঘোষিত ৩৫ সদস্যের মধ্যে মনুই একমাত্র নাম, যিনি প্রতিযোগিতায় দুইটি ব্যক্তিগত বিভাগে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। মহিলাদের ১০ মিটার এয়ার পিস্তল ও ২৫ মিটার পিস্তলের বিভাগে লড়তে দেখা যাবে তাঁকে। এছাড়াও এয়ার রাইফেল ও এয়ার পিস্তলের বিভিন্ন বিভাগে যাঁরা ভারতের প্রতিনিধিত্ব করবেন, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাম বাংলার মেহুলি ঘোষ, এষা সিং, কিরণ অঙ্কুশ যাদব, সৌরভ চৌধুরী, অঞ্জুম মৌদগিল, ঐশ্বর্য প্রতাপ সিং তোমর।

ম্যাচের সেরার ট্রফি নিচ্ছেন ভিবজিওর স্পোর্টিং ক্লাবের মহম্মদ তাহিদ।

দাদাভাইকে হারাল ভিবজিওর

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৭ জুলাই : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের গৌরচন্দ্র দত্ত, অমৃতকুমার চৌধুরী ও বিমলা পাল ট্রফি প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগে সোমবার গ্রুপ 'বি'-তে ভিবজিওর স্পোর্টিং ক্লাব ৩-০ গোলে জিতেছে দাদাভাই স্পোর্টিং ক্লাবের বিরুদ্ধে। কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে রণিত রায়, মৌরিশ তামাং ও সুদামা বর্মন গোল করেন। ম্যাচের সেরা হয়ে ভিবজিওরের মহম্মদ তাহিদ পেয়েছেন দেবলকৃষ্ণ মজুমদার ট্রফি। মঙ্গলবার গ্রুপ 'এ'-তে খেলবে শিলিগুড়ি কিশোর সংঘ ও বান্ধব সংঘ।

বাংলা দলের ট্রায়ালে শিলিগুড়ির ৭ ফুটবলার

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৭ জুলাই : ডাঃ বিসি রায় ট্রফি অনূর্ধ্ব-১৭ ফুটবলের জন্য বাংলা দলের ট্রায়ালে ডাক পেয়েছে শিলিগুড়ির ৭ ফুটবলার। মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের ফুটবল সচিব সুমন ঘোষ বলেছেন, 'কলকাতায় সল্টলেকের 'এবি' ব্লকে আয়োজিত ট্রায়ালে আশিস ছেত্রী, অবিনাশ মণ্ডল, রবি হালদার, রাহুল সিংহ, আকাশ রায়, দেবাশিস বাড়ই ও রহমত আলি ডাক পেয়েছে। আমরা ট্রায়াল নিয়ে এই সাতজনকে নির্বাচন করেছি। মঙ্গল ও বুধবার অনুষ্ঠেয় ট্রায়ালে যোগ দিতে এদিনই ওরা কলকাতা রওনা হয়েছে। গতবার বিসি রায় ট্রফির বাংলা দলে শিলিগুড়ির দুইজন ছিল। আশা করছি এবার সংখ্যাটা বাড়বে।'

জিতল কাদোপানি

নকশালবাড়ি, ৭ জুলাই : জাবড়া চা বাগানে ১৬ দলীয় ফুটবল সোমবার শুরু হল। উত্তরের অভিযান আয়োজিত প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী ম্যাচে কাদোপানি ২-১ গোলে মাল্লাবাড়ি টিমকে হারিয়েছে। কাদোপানির পাপ্পি লোহার জোড়া গোল করেন। মাল্লাবাড়ির গোলটি সন্দীপ তামাংয়ের। ম্যাচের সেরা পাপ্পি। আয়োজকরা জানিয়েছে, ১৭ জুলাই ফাইনাল। চ্যাম্পিয়নদের ট্রফি ও ২৪ হাজার টাকা দেওয়া হবে। রানার্সরা ট্রফির সঙ্গে পাবে ১৬ হাজার টাকা।

কলকাতা রওনা হওয়ার আগে তরাই স্কুল দল।

কাল নামবে তরাই

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৭ জুলাই : সুব্রত কাপ ফুটবলে রাজ্য পর্যায়ে ছেলেদের অনূর্ধ্ব-১৫ বিভাগে অংশ নিতে রবিবার কলকাতা গেল তরাই তারাপদ আদর্শ বিদ্যালয়। দলে রয়েছে মায়াঙ্ক ভগত, কুনাল রায়, ধৃতিমান দে, প্রীতম দাস, তেজেশ দে, শুভরাজ সিংহ, সুব্রত বর্মন, অনীক বিশ্বাস, প্রীতম বর্মন, সম্রাট মণ্ডল, রাজদীপ রায়, শীর্ষকুমার রায়, টুবাই রায়, শুভম বর্মন, দেবরাজ ঘোষ ও সম্রাট মণ্ডল। কোচ রাজু জয়সওয়াল। সহকারী কোচ ও ম্যানেজার যথাক্রমে সঞ্জীব চাকি এবং সুদীপ বর্মন। বুধবার চৌগাছা বিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করবে তরাই। তাদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন জেলা বিদ্যালয় ক্রীড়া পর্ষদের সভাপতি মদন ভট্টাচার্য।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন নদীয়া-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, নদীয়া - এর একজন বাসিন্দা রিপণ দাস - কে 29.04.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 57B 72551 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "আজ আমি এখানে কৃতজ্ঞতায় ভরা হৃদয় এবং চিরতরে বদলে যাওয়া জীবন নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার জেতার বিশাল সুযোগ দেওয়ার জন্য আমি নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারি এবং ডিয়ার লটারিকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই। আমি সকলকে ডিয়ার লটারির কেনার পরামর্শ দেবো।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।